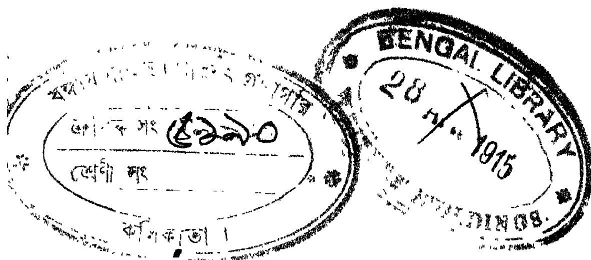



# পরিণতি

অর্থাৎ

## মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা।

পণ্ডিত শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ বিরচিত।

কলিকাতা।

১৩২২

মূল্য বার আনা, বাঁধাই এক টাকা।

কলিকাতা।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী”
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্
“ভিক্টোরিয়া প্রেসে”
শ্রীরাধাশ্যাম দাস দ্বারা মুদ্রিত।

# উৎসর্গ।

যাঁহাদের বা যাহার উদ্দেশে এই

পুস্তক লিখিত হইল ইহা

তাঁহাদের বা তাহার

গোচর হইলে আমি

কৃতার্থ হইব।

---

স্নেহক ও অনুরক্ত গ্রন্থকার—

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

# বিজ্ঞাপন।

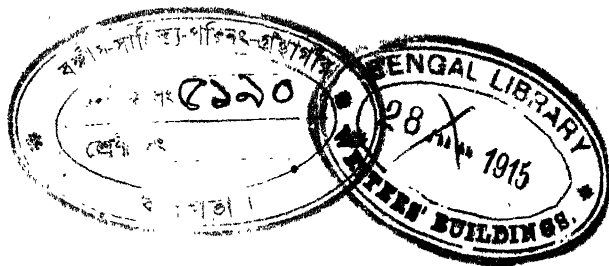
দেখিয়া শুনিয়া অনেক ভুগিয়া পরিণতি লিখিলাম। পারলৌকিক কথা বলিয়া সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি জানি না, তবে পরিণতিতে অনেক ইহলোকের কথা লিখিত হইল, তাহা পাঠেও যদি কেহ উপকার বা আনন্দ অনুভব করেন তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

কলিকাতা।<br>২রা বৈশাখ, ১৩২২। } বিনীত—<br>গ্রন্থকার।

# শুদ্ধিপত্র।

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | | শুদ্ধ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২ | ১২ | দুষ্কৃতপুত্র | স্থলে | দুষ্কৃতপুত্র | শুদ্ধপাঠ |
| ২৫ | ১ | হইলে | ” | হইতে | ” |
| ৩৬ | ১৩ | প্রথম | ” | প্রথর | ” |
| ১০৪ | ১৫ | রূপ-রূপের | ” | রূপ, রূপের | ” |
| ১৩৩ | ৫ | দৌড়াদৌড়ি | ” | দৌড়াদৌড়ি করি | ” |
| ১৬১ | ১২ | হইয়া মুদিয়া | ” | মুদিয়া | ” |
| ১৭২ | ১০ | কুমারিগণ | ” | কুমারীগণ | ” |
| ১৭৬ | ১৪ | নিয়মিত | ” | নির্য্যাতির | ” |

মুদ্রাঙ্কনভ্রম কয়েকটী সংশোধন করিয়া পঠনীয়।






# পরিণতি।

অর্থাৎ

## মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা।

## প্রথম অধ্যায়।

### আবির্ভাব ও অন্তর্ধান।

সেই এক দিন আর এই এক দিন! জন্মলাভ-কালে আত্মীয়গণের আনন্দকোলাহলের মধ্যে মধুর শঙ্খধ্বনি, সেই এক দিন—আর অন্ত মহাপ্রস্থানকালে তাঁহাদের বিষম চীৎকারধ্বনি এই এক দিন। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ শিশু

দেখিয়া মাতা-পিতার অব্যক্ত আনন্দ, সেই এক দিন—আর অন্ত্য আর্ত্তের ক্লিষ্ট আনন দেখিয়া শোকের আর্ত্তনাদ এই এক দিন। নবকুমার দেখিয়া ধাত্রীর হাস্যমুখে পুরস্কারপ্রার্থনা, সেই এক দিন—আর অন্ত্য শ্বাসের লক্ষণ দেখিয়া ভিষকের বিরস বদনে বিদায় বাসনা এই এক দিন। সুকুমার শিশু দেখিয়া স্বজনের হর্ষ-কলরব, সেই এক দিন—আর অন্ত্য জীবনের আশা নাই দেখিয়া দারাসুতের হৃদয়ভেদী রোদনরব এই এক দিন। জন্মলাভের পর নীলনভঃ, শ্যামলপাদপ, হরিতপ্রকৃতি দেখিয়া আনন্দে হস্ত-পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক পুলকিতহাস্য সেই এক দিন—আর অন্ত্য যম-যাতনায় হস্তপদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক কাতর অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে আঁধার ধরা হইতে অচেতনে অন্তর্ধান এই এক দিন। উৎপত্তির পর সূতিকাগৃহে জাতকর্ম্মের আয়োজন, সেই এক দিন—আর অন্ত্য অপসৃতির পর শ্মশানে কাষ্ঠভারের আহরণ এই এক দিন। কে জানিত জগতে মরিবার জন্য জন্মলাভ হইয়াছিল—কে জানিত জগতে সংযোগ বিপ্রযোগে অবসিত হইবে, সৃষ্টি-ধ্বংসে এবং দেহ পঞ্চত্বে পর্য্যবসিত হইবে! হায়, এই অবসানের জন্য কি বিদ্যা, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়া-ছিলাম! এই চরমের জন্য কি উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া ক্ষুদ্র মানবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম!

অহঙ্কারদৃপ্তহৃদয়ে ধরাকে শরাবজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হই

নাই! কাষ্ঠশয্যার জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত করিবার জন্য কি দেহকে সন্তর্পণে, বিলাসে, ভোগসুখে পালিত করিয়াছিলাম! রূপ ধন যৌবন মদে মত্ত হইয়া একদিনের জন্যও কি এই শেষ-দিনের কথা স্মরণ করি নাই! স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবারবর্গে পরি-বৃত হইয়া রঙ্গরসে মজিয়া একদিনের জন্যও কি সে সুখের অব-সান হইবে চিন্তা করি নাই! দুষ্পূর কামনাবশে ধনৈশ্বর্য্য রাজ্য বৃদ্ধি করত একদিনের জন্যও কি তাহা হইতে চিরবিদায়ের কথা চিন্তা করি নাই! এই অবসানের জন্য কি ভবনের পক্ক-ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়াছিলাম? জ্ঞাতি স্বজন কুটুম্বগণের সহিত বিবাদ করিয়া যে অনন্তভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার সূচ্যগ্র পরিমিতও কি আমি সঙ্গে লইতে পারিব না? হায়, সাধুচেষ্টায় অসাধুচেষ্টায় এত ক্লেশে যে অর্থ অর্জ্জন করিয়া আত্মাকেও প্রবঞ্চনা করিয়াছি, তাহার কপর্দ্দকেরও কি আমি অধিকারী থাকিব না? যে স্ত্রীপুত্রদিগের সুখের জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মে দৃষ্টি না করিয়া সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অকর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, তাহাদের কাহারও সহিত কি আমার সম্বন্ধ থাকিবে না? আমার ধন আমার থাকিবে না—আমার ভবন আমার থাকিবে না—আমার বিভব আমার থাকিবে না—আমার কিছুই থাকিবে না—আমিই থাকিব না? কেন এ অবসান সুখের সংসারে সৃষ্ট হইল?

## পরিণতি।

কিন্তু ইহা জগতের অবশ্যম্ভাবী অবসান। সিজর, হোরেসস্, আলেক্‌জেণ্ডার, জারক্‌সিস্, নেপোলিয়ন্, নেলসন্, দুর্য্যোধন, দেবব্রত তাঁহাদের এই অবসান আবার শকুনি শিখণ্ডীরও এই অবসান! বীরের এই অবসান—ভীরুর এই অবসান। কবিগুরু তপোধন বাল্মীকির এই অবসান, আবার নিষাদেরও এই অবসান। রাজা প্রজা ধনী নির্ধন জ্ঞানী অজ্ঞান পাপী পুণ্যবান্ মানব পশু সর্ব্বজীব সমানে এই অবসান সন্দর্শন করে। আমার জীবনের অবসান হইল—চিকিৎসকের সকল চেষ্টা বিফল হইল—এত চেষ্টায়ও কোন ফল ফলিল না—দেহ পিঞ্জর হইতে আমার প্রাণ-পাখী উড়িয়া পলাইয়া গেল।

---

## অবসান-অনন্তর।

মৃত্যু ত হইল, কিন্তু যাই কোথায়? মৃত্যুর পর পাশবদ্ধ কলেবরে যমদূতকর্ত্তৃক এক অব্যক্ত স্থানে নীত হইয়াছিলাম; কিন্তু সেখানে ত থাকিতে পারিলাম না। বিচার-শুনানি হইল—বিচার শ্রবণমাত্র ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া এক্ষণে যাই কোথায়? এই ঘর, দ্বার, প্রাসাদ, অট্টালিকা আর আমার

নহে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহাতে আমার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল, এখন আর তাহা আমার নহে। আমার সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা, সেই বসনভূষণ, সেই বিষয়বিভব সকলই ত রহিয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু ইহারা আমার নহে। আমার স্ত্রী-পুত্র, আমার আত্মীয় স্বজন, আমার দাসদাসী, ঐ ত তাহারা রহিয়াছে, ভূমিতে পড়িয়া উল্টিয়া পালটিয়া কাঁদিতেছে, আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের নিকটে ত আমার স্থান নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আমার আত্মীয়, আমার দেহ—যাহার উপর আমার পূর্ণ অধিকার ও প্রভুত্ব—তাহাও ত আর আমার নাই। ঐ ত পড়িয়া রহিয়াছে, আর কেহ অধিকার করে নাই--তবুও ত আমি অধিকার করিতে পারিতেছি না। আমার দ্রব্যে আমার অধিকার রহিল না! আমার সর্ব্বস্ব থাকিতে আমি নিঃস্ব! সবই আমার, কিন্তু কিছুই আমার নহে! আমার তুল্য আর দরিদ্র কে আছে! হায়, দেখিতে দেখিতে আমার এত সাধের দেহ, ধূলি লাগিবার ভয়ে যাহা মূল্যবান্ বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া রাখিতাম, যাহা দেখিয়া আমি কতই আনন্দ অনুভব করিতাম, লোকমুখে যাহার সৌন্দর্য্য-কাহিনী শুনিলে আহ্লাদে পুলকিত হইতাম, কত যত্নে যাহা রক্ষা করিতাম, ঐ যে আর্দ্র ধূলিধূসরিত অবস্থায় ভাগীরথীগর্ভ হইতে বস্ত্রাবৃত করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিল। হায় আমার দেহের এত দুর্দ্দশা—আর ত সহ্য হয় না। পাষণ্ডগণ সত্য সত্যই অতি

নৃশংস—পরিবারবর্গের আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভীষণ শ্মশানে লইয়া চলিল। আবার হরিধ্বনি, উঃ কি ভয়ানক—অমন মধুর নামের অমন ভীষণ উচ্চারণ! পাষণ্ডগণ সত্য সত্যই হৃদয়হীন। কিন্তু আরও ভীষণ, সুভীষণ ব্যাপার, ঐ যে আমার দেহকে—আমার সাধের প্রিয়তমদেহকে সুকঠিন বন্ধুর চিতা-কাষ্ঠের উপরি শায়িত করিল। অস্থি, অস্থিগ্রন্থি, মাংসপেশী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঐ কাষ্ঠের শয্যায় শায়িত করিয়া দিল। একবার নিষেধ করিলে ভাল হইত, যদি কোনও রূপে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতাম! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলে ভাল হইত, যদি বিলম্বে প্রবেশলাভের অনুমতি পাইতাম! কিন্তু কেহই ত দয়া করিয়া বিলম্ব করে না, সকলেই জ্বালাইয়া নিঃশেষ করিতে তৎ-পর—মনে হয় নিষেধ করি, কিন্তু পারিলাম না, আমি যে মরিয়াছি। শেষে চরম আশাও ধ্বংস হইল—আমার দেহ অগ্নিসাৎ হইল। ধূ ধূ করিয়া আমার দেহ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।



## আবাসলাভ।

আমার আত্মীয়গণ স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন, আমিও একা এখানে থাকিয়া আর কি করিব? শূন্যমার্গে উঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উঁহারা বাটী প্রবেশ করিলেন, আমিও করিলাম। সৎকারকারীদিগকে দেখিয়া আমার পরিবারবর্গ আবার কাঁদিয়া উঠিল। মাতা কাঁদিলেন—আমার বাছাধনকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? পত্নী কাঁদিলেন—ওগো আমায় ফেলিয়া কোথায় গেলে গো? অগো! তুমি যে আমাকে একদিনের জন্যও স্থানান্তরে রাখিতে পার নাই! পুত্রকন্যা কাঁদিলেন—পিতঃ, কোথায় রহিলে গো, একবার আসিয়া আমাদের দেখিয়া যাও, এইরূপে সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহারা কি মূর্খ! আমি ইহাদের উর্দ্ধে এত নিকটে রহিয়াছি, আর ইহারা আমার জন্য কাঁদিয়া আকুল! মনে হয় নিষেধ করি—একবার পরিবারবর্গকে বলিয়া দিই, আমি কোথায়ও যাই নাই—তোমাদের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া আমার কোথায়ও যাইবার শক্তি নাই—তোমাদের স্নেহে বদ্ধ হইয়া আমি দেহবন্ধন—রজ্জুবন্ধন—ইহলোকবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও অবদ্ধ নহি,—তোমাদের দেখিবার আশায়, তোমরা আমাকে স্থান না দিলেও, তোমাদের অলক্ষিতে,

অজ্ঞাতে, অপ্রীতিতে তোমাদের সন্নিধানে বর্ত্তমান আছি—তোমাদের শুভ-চিন্তায় নিরত হইয়া, তোমাদের অশুভ দূর করিতে, অনাহূত, অনাদৃত, আশঙ্কিত হইয়াও আমি স্বাভিলাষে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারিল না—কেহ ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিলনা—ইহারা কান্দিতে লাগিল। তাহার পর রাত্রি আসিল, কান্দিয়া কান্দিয়া আমার পরিবারবর্গ ঘুমাইল। আর আমি! আমার ঘুম নাই। গত কল্য রাত্রিতেও আমি ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম—রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও, শ্বাসের যন্ত্রণার মধ্যেও, মরণযন্ত্রণার মধ্যেও আমি নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু অদ্য ব্যাধিহীন হইয়া আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। আমার ঘুম নাই! আমার ঘুম নাই—একটু তন্দ্রাও নাই। মানব, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ওষধি নিদ্রা যাইতেছে—নিশার আশ্রয় পাইয়া সন্তপ্ত জগৎ সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছে—বিশ্বের জীবের সকল জ্বালার নিবৃত্তি হইয়াছে—সৃষ্ট জীব অচেতনে মনের ক্ষোভ উপশমিত করিতেছে, কিন্তু আমার নিদ্রা নাই। নিশাতে সর্ব্বত্র অন্ধকার, কিন্তু আমার চক্ষুতে অন্ধকার নাই। মনে হয়, শত হস্ত দিয়া চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া একবার অন্ধকারের আশ্রয়ে অচেতনে নিদ্রা গিয়া সকল ক্লেশ বিস্মৃত হই, নিদ্রায় সকল জ্বালার হস্ত হইতে ক্ষণকাল নিষ্কৃতি লাভ করি, কিন্তু চক্ষু

চাপিয়া ধরিলেও অন্ধকার দেখিবার উপায় নাই। আমার চক্ষুতে জ্বলন্ত আলোক।

আমি চক্ষু চাহিয়া চাহিয়া স্বীয় ভবনের বারাণ্ডায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। নিরালম্বে বারাণ্ডার ছাদের নিম্নে ঝুলিতে লাগিলাম।

---

## আত্মীয়-সংযোগ।

এইক্ষণে আমার পরলোকের বন্ধুগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সখা, পত্নী, সুত, সুতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি আত্মীয়। ইঁহারা দীর্ঘ কালের পর এই পরলোকে আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাগ্রহে আমাকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দীর্ঘ বিরহের পর প্রথম সাক্ষাৎকারকালে তাঁহাদের কতই আনন্দ! কেহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, কেহ বেগে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ নিমেষহীন নয়নে আমার দিকে স্নেহের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কেহ আনন্দে অধীর হইয়া স্মিতবদনে আমার সহিত নানা

প্রকার সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন, কেহ আমার নিকটে বসিলেন, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা আমাকে বহুবিধ অতীতঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানা প্রকারে আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, আমার সুখদুঃখে সমব্যথা প্রকাশ করিয়া, কতপ্রকারে তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ জ্ঞাপিত করিলেন, আমি কিন্তু তাঁহাদের সে সকল বাক্যে নিরুত্তর রহিলাম। তাঁহাদের উপর আমার তাদৃশ প্রীতি জন্মিল না—কেন জন্মিলনা, জানিনা—কালাত্যয়ে তাঁহাদের মমতা বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা আশুত্যক্ত জীবনের দারাসুতাদির স্নেহের অনুস্মৃতি বশতঃই হউক, তাঁহাদের উপর আমার আদৌ অনুরাগ জন্মিল না। তাঁহাদের আনন্দে ও হাস্যে আমি কষ্টের হাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু অন্তরে তাঁহাদের সমাগম আমার অপ্রিয়সংযোগের ন্যায় ক্লেশকর অনুভূত হইল। তাঁহারা আমাকে নিরালম্বে বারাণ্ডায় ঝুলিতে দেখিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া আমাকে সে স্থান ত্যাগ করত তাঁহাদের অনুগামী হইতে বলিলেন, কথনও বা উপদেশচ্ছলে তিরস্কার করিয়া নিরয়বাস পরিত্যাগ করত স্বর্গে যাইতে উৎসাহিত করিলেন। কত প্রকারে এই নরকের দোষপ্রদর্শন করত আমাকে স্বর্গসুখের কথা বুঝাইতে লাগিলেন—আমি কন্তু সে সকল কথায় নিরুত্তর রহিলাম। হায়, মায়ামুগ্ধ জনক-

জননী স্নেহবশে পতি-অনুবর্ত্তিনী কন্যাকে স্বীয় ভবনে অবস্থান করিতে বলিলে, কন্যা যেরূপ নিরুত্তর থাকে, সাহসহীন সৈনিককে সংগ্রামগমনে প্রোৎসাহিত করিলে, সে যেরূপ নিরুত্তর থাকে, ব্যভিচারিণী যুবতী পত্নীকে পরিবর্জ্জন করিতে বলিলে, স্ত্রৈণ পতি যেরূপ সে উপদেশে নিরুত্তর থাকে অথবা অর্দ্ধসিদ্ধ যোগীকে ঈশ্বরনির্ভরাশায় সংসার ত্যাগ করিতে বলিলে, তিনি যেরূপ অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন, আমিও পূর্ব্ব স্বজনগণ কর্ত্তৃক স্বর্গগমনে অনুরুদ্ধ হইয়া তদ্রূপ অধোবনে নিরুত্তর রহিলাম। কিন্তু ইহাতেও হয়ত তাঁহারা আমার অভিপ্রায় সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন না, কারণ তখনও তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের অনুগমনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা আমাকে এত স্নেহ করিলেন, আমি কিন্তু সে স্নেহে স্নিগ্ধ হইলাম না, তাঁহাদের সঙ্গ আমার স্পৃহণীয় বোধ হইল না। হায়, দর্দ্দূর কমলের পরিমল পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ মৃণালমূল ভক্ষণ করে, কুক্কুর হবিঃ ত্যাগ করিয়া যেরূপ শুষ্ক মাংস চর্ব্বণ করে, অদূরদর্শী মণিকার কাচমোহে যেরূপ কাঞ্চন ত্যাগ করে অথবা অবিবেকমানব মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ কলিকাতাবাসের আকাঙ্ক্ষা করে, আমিও মায়া মোহবশতঃ সেইরূপ বহুজীবনের স্বজনগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আশুত্যক্ত জীবনের দারাসুতাদির সঙ্গলাভলোভে আকৃষ্ট

হইয়া নিরয়ে পতিত রহিলাম। তাঁহাদের কথা আমার অতৃপ্তি-কর বোধ হইল। বহুবার আসিয়া সাধিয়া সাধিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহারা ফিরিয়া যাইলেন। আমি নিরালম্বে স্বীয় বারাণ্ডার ছাদের নিম্নে ঝুলিতে লাগিলাম।

---

## প্রেতত্বের ক্লেশ।

আমার ক্লেশও অনন্ত! আমার গাত্র দিয়া সর্ব্বদা দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে এবং কৃমি কীট বৃশ্চিক পিপীলিকা আমাকে নিরন্তর দংশন করিতেছে মনে হয়। আর জ্বালাই বা কত! নিদারুণ জ্বালা—অসহ্য জ্বালা—প্রাণান্তকারী জ্বালা—কি করিয়া এ জ্বালা ব্যক্ত করিব? উন্মাদগ্রস্ত যে জ্বালা সহ্য করিতে না পরিয়া নিরন্তর আর্ত্তনাদ করে—যে জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পাপী আত্মমুখে আত্মদুষ্কার্য্য ব্যক্ত করে—পরম হিতৈষী জনক-জননীর কথা অপালন করিয়া দুষ্কৃতপুত্র পরিণামে যে জ্বালা ভোগ করে, তাহার সহিত কথঞ্চিৎ ইহার তুলনা হইতে পারে। হায়, দেহ থাকিলে উদ্বন্ধনে এ জীবনের অন্ত করিতাম, কিন্তু উদ্বন্ধনে এ জীবনের অন্ত নাই, অগ্নি এ দেহকে দগ্ধ করিতে

পারে না, সলিল ইহাকে ডুবাইতে পারে না, অনিল শুষ্ক করিতে পারে না—অক্ষয়, অজর, অমর, অনন্ত, অবিনশ্বর, শাশ্বত আমার এই দেহহীন প্রেতদেহ, মনে হয়।

আমি স্বর্গে যাইতে পারিলাম না, কেহ বারণ করে নাই, মনে করিলেই যাইতে পরিতাম, কিন্তু মনে যাইবার বাসনা হইত না। জীবদ্দশায়ও এইরূপ হইত। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্রাদিতীর্থে কতবার যাইতে ইচ্ছা হইত, কতবার সংসারের পাপ তাপ বিস্মৃত হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পরম সুখানুভব-স্পৃহার কল্পনা মনে উদিত হইত—কেহ নিবারণ করিত না, অর্থসামর্থ্যও ছিল, মনে করিলেই যাইতে পারিতাম, কিন্তু কোনও দিন যাইতে পারি নাই। এখনও সেইরূপ, হয়ত মনে করিলে পুণ্যস্থানে গিয়া এ নরকক্লেশ ভুলিতে পারি, আর তীর্থবাসী সাধু, সন্ন্যাসী, পাণ্ডার মত আমার এই পরলোকের স্বজনগণ আমাকে লইতে আসিতেছেন ও আহ্বান করিতেছেন কিন্তু আমার যাইবার ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই। অথবা আমার স্বর্গে যাইবার শক্তি সম্পূর্ণরূপেই প্রতিহত।

অশুচিদেহে ও অশুচিমনে, পাতকী যেরূপ বিষ্ণুক্ষেত্র যাইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে শিহরিয়া উঠে, শোকসন্তপ্তচিত্তে মানব যেরূপ দেবার্চ্চনায় নিবৃত্ত থাকে, পাতকী যেরূপ তীর্থপর্য্যটনে ভীত ও বিরত হয়, মূর্খ যেরূপ পণ্ডিতসভায় যাইতে

পরাঙ্‌মুখ হয়, অথবা নির্ধন যেরূপ ধনিভবনে যাইতে আতঙ্কিত হয় আমিও তদ্রূপ স্বর্গগমনের অধিকার হইতে বঞ্চিত।

আমি নিরালম্বে আমার পূর্ব্বভবনের ছাদের নিম্নে ঝুলিব, কিন্তু দেবসমাজে স্বর্ণখচিত আসনে উপবেশন করিয়া নারদাদি দেবর্ষির বীণা-যন্ত্রে সেই নাম গান—যাহা মুখে উচ্চারণ করিতে আমার আশঙ্কা হয়, তাহা শুনিতে পাইব না, আমার পূর্ব্ব বাটির প্রাঙ্গণে, বারাণ্ডার সিঁড়িতে, অন্ধকার বা ভূতের গৃহে, ছাদের উপরে, অশুচি ও নিভৃত স্থানে সর্ব্বত্র নিরালম্বে উড়িয়া বেড়াইব, তবুও কল্পতরুতলে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পাইব না, এই বাটির অশুচি স্থানের দুঃসহ দুর্গন্ধ ভোগ করিব ( উহুঃ নাসিকা জ্বলিয়া যায় ), কিন্তু তবুও মন্দারকুসুমের সুরভি-আমোদিত দেববর্ত্মে বিচরণ করিতে পাইব না। চিরদিন অনশনে, উপবাসে কাটাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিব, কিন্তু দেবভবনে অমৃত আস্বাদ করিতে পাইব না। হায়, স্বর্গের কর্পূরবাসিত বিশুদ্ধ মন্দাকিনীসলিল ত্যাগ করিয়া, হরিচন্দনতরুর ফল ছাড়িয়া স্বর্গীয় হবিঃ, পায়স, চরু আর সমস্ত দেবভোজ্য ত্যাগ করিয়া এই নরকের বিণ্মূত্রের গন্ধে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিব।

শরীরদাহে জ্বলিয়া মরিব, কিন্তু তুষারধবলা দেববালার করমর্দ্দিত তৈলে মস্তিষ্ক ও দেহ শীতল করিতে পারিব না—হায়, আমার যাতনার অবধি নাই—বুভুক্ষু আমি—আর আমার সম্মুখে

## পরিণতি।

আমার পুত্রকন্যাগণ চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, নানারূপ হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেছে—আর আমি তাহার ঘ্রাণ লাভেও বঞ্চিত, পিপাসায় বক্ষঃ ফাটিয়া যায়—আর আমার সম্মুখে পরিবারবর্গ সুশীতল জল পান করিতেছে—উদ্দেশে এক ফোঁটাও আমাকে প্রদান করে না। হায়! সংসারে কেন এ আসক্তির উৎপত্তি হইল?

---

## প্রেতদেহ। প্রেতের শারীরিক ও মানস ক্লেশ।

মরিবার পরদিনই দুই দিন কাটিয়া যাইল। দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, কাহারও দিন সুখে যায়, কাহারও দিন দুঃখে কাটে। দরিদ্র, শীর্ণবৃদ্ধ—মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন, অর্দ্ধাশনে তাহার দিন চলিয়া যায়, আবার বিভববান্ সম্রাট্ তাঁহার দিনও অবস্থান করে না। পতিপুত্রহীন নিরাশ্রয়া বিধবা—অর্দ্ধাহারও জুটেনা, মনে ভাবে দিন যাইবে না কিন্তু তাহার দিনও থাকে না, আবার গান্ধারীমন্দোদরীর ন্যায় শত সহস্র পুত্রের মাতার দিনও চলিয়া যায়। আর্ত্ত ব্যাধিত ক্লিষ্ট অসহায়ের দিনও অচল নহে, আবার হৃষ্টপুষ্টসুস্থসবল নিশ্চিন্ত যুবকের দিনও

প্রস্থান করে। আমি ভাবিয়াছিলাম এরূপ ক্লেশে ও যাতনায় দিন বুঝি যাইবে না কিন্তু অপেক্ষা করিল না, যথাপূর্ব্ব অবসান হইতে লাগিল। প্রেতদেহের অসহ্য যন্ত্রণা। এই প্রেত শরীরে তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা, কিন্তু অন্ন নাই, জল নাই, অথবা যদি থাকে, তপ্তজল ও পূতিগন্ধ অন্ন! অভ্যস্ত বিষয়ভোগের জন্য দারুণস্পৃহা, কিন্তু বিষয়ের সদ্ভাব নাই, অথবা যদি থাকে অপ্রিয় বিষয়ের সংযোগ বর্ত্তমান। চক্ষু আছে রূপ নাই, অথবা যদি থাকে, ভীষণ বিভীষিকা রূপ, নয়ন মুদ্রিত হয়। কর্ণ আছে শব্দ নাই, অথবা যদি থাকে, বিকট ভয়াবহ শব্দ, কর্ণ বধির হইয়া যায়। নাসিকা আছে ঘ্রাণ নাই, অথবা যদি থাকে, অসহ্য তীব্র পূতিগন্ধ, নাসিকা জলিয়া যায়। রসনা আছে রস নাই, অথবা যদি থাকে, তীব্র কটুতিক্ত কষায় রস, রসনা সঙ্কুচিত হয়। ত্বক্ আছে স্পর্শ নাই, অথবা যদি থাকে, তপ্ত অঙ্গার কণ্টক ও সূচী স্পর্শ, ত্বক্ শিহরিয়া উঠে। অসহ্য প্রাণান্তকারী যন্ত্রণা ও তীব্র মানসিক ক্লেশ। জীবিত কালের পাপের অনুস্মৃতি, সূক্ষ্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাতনা দিতেছে। মনের মধ্যে সর্ব্বদা কুভাব কুচিন্তা ও কদাকার বিষয় সকল বলপূর্ব্বক উদিত হইয়া চিত্তকে অস্থির করিতেছে। কুৎসিত প্রতিকূল অসংলগ্ন ভাব ও আকৃতি মনের মধ্যে অনুক্ষণ জাগরূক হইয়া চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই; সে সকল অসহ্য

স্থৈর্য্যনাশক উৎক্ষেপক প্রাণান্তকারী যাতনায় মন শিহরিয়া উঠে এবং ক্রমশঃ স্তব্ধ অবসন্ন ও জড়প্রায় হইয়া যায়। হায়! হয়ত পাতকী জীবের দেহ এইরূপে জড় বৃক্ষ বা পাষাণে পরিণত হয়।

শারীরিক ক্লেশও অসহ্য। ক্লেদ পূয় রক্ত শ্লেষ্মা এই প্রকার পদার্থ প্রেতদেহে সংলগ্ন এবং কৃমি কীট জলৌকা কিঞ্চুলুক আসিয়া গাত্রে বসিয়া তাহা পান করিতেছে মনে হয়। দীর্ঘ বৃহদাকার কীট সকল গাত্রে ঝুলিতেছে এবং গাত্রমাংস ভক্ষণ করিতেছে। দেহে ভয়ানক দুর্গন্ধ। মূর্ত্তিও ভীষণ! আকৃতি যমদূতের ন্যায়। বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। অমাবস্যার অন্ধকারের গাত্রে মসী ঢালিয়া দিলে অথবা কৃষ্ণকেশে কজ্জল মাখাইলে অথবা বায়সী বা কোকিলাকে অঙ্গারচূর্ণে আবৃত করিলে যেরূপ বর্ণ হয়, তাহার সহিত এ দেহের বর্ণের কিঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

সুদীর্ঘ করাল বদন * এবং তাহাতে কোটরগত পিঙ্গলবর্ণ (তাম্রবর্ণ) গোল গোল চক্ষু। চর্ম্মহীন মস্তকের উপর বিরল উন্নত কেশ। বিস্তারিত দন্ত ও অস্থিময় মুখমণ্ডল এবং তাহাতে

---

বিকরালমুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশম্
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরম্।
চলজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলম্
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্॥

পদ্মপুরাণম্।

বিলম্বিত লোল জিহ্বা। শুষ্কবদনে কৃষ্ণবর্ণ লম্বমান ওষ্ঠযুগল। পার্শ্ব পঞ্জরাদি শুষ্ক এবং যেন বাহির হইয়া আছে। উরু জঙ্ঘা হস্ত পদাদি সুদীর্ঘ এবং শিরাময়। শরীর অতিশয় কৃশ এবং অবসাদ আপন্ন। প্রেতলোকে দর্পণ নাই নচেৎ প্রেতেরও স্বীয়মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেতভয় উপস্থিত হইত। এই দেহে তীব্র জ্বালা! আরও ক্লেশ—সম্মুখে মর্ত্ত্যধামের সাধুশীল বন্ধু, আত্মীয়, বয়স্য, অনুজীবী ও ভৃত্যগণ এই প্রেতত্বে দুঃখভোগের পরিবর্ত্তে সুখভোগ করিতেছে দেখিতেছি—তাহাদের দেহ দুর্গন্ধময় নহে – দেহে চন্দনের গন্ধ। বপু ও ভীতিজনক নহে, বর্ণ শুভ্রতর, সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রফুল্ল আনন। তাহাদের জন্য হৃদ্য ভোজ্যপেয় নির্দ্ধারিত—আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ভোগে তাহারা পরম সুখানুভব করিতেছে। ইহাদের দিব্য আকৃতি ও ইহাদের শান্তিভোগ দর্শনে লজ্জায় ও মরমবেদনায় অধোবদনে থাকিতে হয়। চাহিলে দেখি তাহারা পাপী বলিয়া অবজ্ঞা করত আমার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছে। এইরূপে প্রেতদেহে আমার অসীম যাতনা ভোগ হইতে লাগিল। মনে ভাবিয়াছিলাম এ যাতনায় বুঝি দিন কাটাইতে পারিব না কিন্তু একদিন দুইদিন করিয়া দিনক্ষয় হইতে লাগিল।

---

## আমার আত্মকৃত্য।

দেখিতে দেখিতে দশাহ অতীত। আজ আমার শ্রাদ্ধ। প্রাতঃকাল হইতেই লোকসমাগম হইতেছে, ভারে ভারে দ্রব্য আসিতেছে ; খাদ্য ও পেয়ে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বান্ধবগণের সমাগমে ভবন পরিপূর্ণ—কলরবে প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত। বৃষোৎসর্গ—দানসাগর অথবা মহাসাগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এত দ্রব্যের আয়োজন, এত সমারোহ হইতে লাগিল। বর্হির্দ্বারে সারি সারি শকটশ্রেণী শোভমান। প্রাসাদপ্রাঙ্গণে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মহতীসভা জাজ্জ্বল্যমান ও তাহার মধ্যে কীর্ত্তনী মধুরকণ্ঠে নিজ শক্তির পরিচয় দিতেছে। চারিদিকেই প্রশংসাধ্বনি। অন্যত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সন্দেশশরাব হস্তে প্রস্থান করিতেছেন ; অপরদিকে বৃষোৎসর্গ চলিতেছে। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কত কি অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—তখন আমার মনে কত আশা, কত উল্লাস ! এই দশ দিবস অনশনের পর আজ দুইটী খাইতে পাইব ! হায় কত আশা করিয়া আমি শ্রাদ্ধবেদীর ঈশানকোণে অন্তর্হিত থাকিলাম—বড় আশা আজ দুটী খাইতে পাইব। পুত্র পাক করিলেন পরে অন্ন ·জ্জিত করিলেন, উপকরণাদিরও অসদ্ভাব ছিল না, আর বড় বিলম্ব নাই দেখিয়া, বড় আশা করিয়া বড় ক্ষুধায় আমি অগ্রসর

হইলাম, কিন্তু হায় ! একমুষ্টি অন্নও আমি পাইলাম না—পুত্র দিল না। শ্রদ্ধার সহিত—পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার অনশনক্লেশ স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিয়া যে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে ইহলোকের অন্ন পরলোকে আসিত, সে শ্রদ্ধার অভাবে লৌকিক শ্রাদ্ধের অন্ন মন্ত্রপ্রভাবে কিঞ্চিৎ দূর উঠিয়াও আমার বদনের বহু নিম্নে উপস্থিত হইল—আমি তাহার ঘ্রাণলাভেও বঞ্চিত হইলাম। হায়, পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণে স্যমন্তকউপাখ্যান পাঠকালে দ্বারকাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধতর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই অন্নজল খাইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করি নাই, পাঠকরিয়া গল্পকথা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম, গল্প নহে সম্পূর্ণ সত্য। প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে আমিও শ্রাদ্ধের অন্ন পাইতাম, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত কিন্তু সে শ্রদ্ধার অভাবে ক্ষুধার অন্ন খাইতে পাইলাম না।

শত্রাজিৎ সূর্য্যদেবকে স্তবে প্রীত করিয়া সূর্য্যের কণ্ঠাভরণ স্যমন্তকরত্ন উপহার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনের নিকট উক্ত রত্ন গচ্ছিত রাখেন। একদিবস প্রসেন উক্ত রত্ন গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়া করিতে যান, কিন্তু বনে এক সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। সিংহও রত্ন লইয়া যেমন পলাইতেছিল, অমনি জাম্ববান্ নামক ভল্লুকরাজ তাহার বিনাশ সাধন করিয়া স্বয়ং ঐ রত্ন গ্রহণ করিল এবং নিজপুত্র সুকুমারকে উহা খেলনক

স্বরূপে দান করিল। কৃষ্ণের প্রথমতঃ ঐ রত্নের উপর অত্যন্ত লোভ ছিল। সিংহ কর্ত্তৃক প্রসেন বনে হত হইলে যদুগণ বলাবলি করিত যে, কৃষ্ণ প্রসেনকে বধ করিয়া সেই রত্ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া স্বীয় অপবাদ ক্ষালনার্থ যদুগণসহ সেই বনে গমন করেন। বনে অশ্বসহ প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হয়। তখন যদুগণ সিংহের পদচিহ্ন ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে থাকিলে, সিংহ এক ভল্লুকরাজ কর্ত্তৃক হত হইয়া পতিত আছে, দৃষ্ট হইল। কিন্তু ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসারে কিঞ্চিন্মার্গ গমন করিলে ভল্লুক পর্ব্বত বিবরে প্রবেশ করিয়াছে, দৃষ্ট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ যদুগণকে সেই পর্ব্বতপাদদেশে অবস্থান করিতে বলিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ পর্ব্বত বিবরে প্রবেশ করেন, কিন্তু প্রবেশমাত্র দেখিলেন, জাম্ববানের পুত্র সুকুমারকে তাহার ধাত্রী এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছে। *

"হে সুকুমারক! পূর্ব্বে এই রত্ন প্রসেনের ছিল কিন্তু সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া তাহা হরণ করিয়াছিল; তোমার পিতা জাম্ববান্ এক্ষণে সেই সিংহকে হত্যা করিয়া এই স্যমন্তক আনয়ন করিয়াছেন—তুমি কাঁদিওনা ইহা তোমার হইয়াছে।"

---

* সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানের সহিত পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যদুগণ কতিপয় দিন সেই পর্ব্বততটে অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, তখন তাহারা স্থির করিল নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, অন্যথা শত্রুজয়ে তাঁহার কোনও কালে এত বিলম্ব হয় নাই। তাহারা কৃষ্ণ হত হইয়াছেন এই সিদ্ধান্ত করিয়া দ্বারকায় গিয়া তদ্রূপ রাষ্ট্র করিল। দ্বারকাবাসিযদুগণ কৃষ্ণবিরহে যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ ও হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তাহারা কৃষ্ণের পারলৌকিক অভ্যুদয়ের নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। দ্বারকাবাসিগণ রাশি রাশি শ্রাদ্ধের অন্নজল সজ্জিত করিয়া নয়নজলে আর্দ্র করত অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত তাহা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে বিবরে যুধ্যমান কৃষ্ণের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সম্যক্ শান্তি হইতে লাগিল। তিনি পূর্ণভুক্ত ও পরিতৃপ্তের ন্যায় বললাভ করিয়া পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া পর্ব্বতবিবরে জাম্ববানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন। জাম্ববান্ জীবিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে খাওয়াইবার অবকাশ পাইলেন না, ফলে পূর্ণভুক্ত ও পরিতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্ষুধিত ও বিশুষ্ক জাম্ববানকে সহজে পরাজিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ হইল। দ্বারকায় অর্পিত শ্রাদ্ধের অন্ন জল বিবরে

শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছায় নাই সত্য কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সেই অন্নজলের তৃপ্তি শ্রীকৃষ্ণে পৌঁছিয়াছিল এবং তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণ ভোজনতৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তখন বিশ্বাস করি নাই শ্রাদ্ধ সত্য—একলোকের অন্ন জল অপরলোকে পৌঁছিতে পারে ইহা তখন বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এক্ষণে সত্য প্রত্যক্ষ করিলাম। এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে পুত্রের ইহলোকের অন্ন আমি পরলোকে খাইতে পাইতাম—অন্ন জলের তৃপ্তি আমাতে পৌঁছিত, কিন্তু সে শ্রদ্ধার অভাবে আমি উপবাসী রহিলাম। শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধামাত্র প্রয়োজন—এবং উক্তরূপ শ্রদ্ধায় দেয় বলিয়া "শ্রাদ্ধ" নাম হইয়াছে।

আমার যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা! ফিরিয়া যাইয়া স্বীয় আবাসে অর্থাৎ বারাণ্ডায় ঝুলিতে লাগিলাম। পুত্র পুত্রের কার্য্য করিল—আমার শ্রাদ্ধ, এত লোক উদর পূর্ণ করিয়া খাইল, জ্ঞাতি বান্ধব খাইল, কুটুম্ব স্বজন খাইল, দাস দাসী, আহূত অনাহূত, কাঙ্গাল গরীব সকলে খাইল, পরিবারবর্গ বারংবার খাইল—আর আমি, আমার শ্রাদ্ধ, এক মুষ্টি অন্ন পাইলাম না—অন্নের ঘ্রাণলাভেও বঞ্চিত হইলাম। এইরূপ সমারোহে আমার আত্মশ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইল।

---

## মৃত্যুর স্বরূপ ও কর্ম্মফলের প্রভাব কথন।

এইরূপে আমার নরকযাতনা ভোগ হইলে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আমার মৃত অবস্থাপন্ন আমার কোনও কোনও প্রেতাত্মা প্রতিবাসী এইরূপ মায়াকৃষ্ট হইয়া অর্থাৎ স্বজনের সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে না পারিয়া স্বীয় বাটীতে আশ্রয় লইত; তাহাদের কেহ কেহ আমার নিকট আসিত। তাহাদের সহিত আমার সুখদুঃখের কথা হইত, আবার মনান্তর বশতঃ বিবাদও হইত। হায় যাহাদের জন্য আমার এই দুর্দ্দশা, তাহারা ভ্রমেও আমার শুভগতির চেষ্টা করে না। আমার কথা উঠিলেই (এক্ষণে প্রায় উঠে না) পুত্রগণ বলেন, পিতা আমাদের স্বর্গে গিয়াছেন—বিশেষতঃ তাঁহার গঙ্গাতে তনুত্যাগ ঘটিয়াছে—অমন জ্ঞান, ইহাতে স্বর্গলাভ না হইয়া যায় না। কিন্তু মূর্খ বর্ব্বর পুত্রগণ একবার ভাবিল না যে, আমি গঙ্গায় মরি নাই—আমি সেই মধুপুরে আমায় নূতন উদ্যানবাটীতে মরিয়াছিলাম। আহা! সবে মাত্র সে বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল—আমি ভোগ করি-নাই, সেখানে থাকিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, মৃত্যুর সময় আমি সেইখানে ছিলাম, অর্থাৎ মরণসময় আমার মনে সেই স্থানের চিন্তা উদিত হইয়াছিল, এজন্য আমি মধুপুরেই মরিয়াছিলাম।

মধুপুরে আমি মরিয়াছিলাম একথা হতভাগ্যগণকে কতবার বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম; আমার গঙ্গালাভের বা স্বর্গলাভের কথা উঠিলেই আমি সবলে সবেগে তাহাদিগের নিকট নিষেধ করিতে যাইতাম—তাহারা আমার গমনজন্য বেগও অনুভব করিত; কিন্তু বায়ুবেগ বলিয়া উপেক্ষা করিত। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া আমি স্বপ্নাবেশে পরিবারবর্গকে স্বীয় ক্লেশের কথা বিজ্ঞাপিত করিতাম। এক এক নিশাতে নিদ্রাবস্থায় পুত্রগণের নিকট ও পত্নীর নিকট একভাবে উপস্থিত হইতাম, তাহারা আমার যাতনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত। কোনও কোনও রাত্রিতে তৎক্ষণাৎ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত; এবং সকলেরই একরূপ স্বপ্ন দর্শন—ইহা প্রকাশকালে পরিবারবর্গ ভীত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইত; কিন্তু প্রাতঃকাল হইলে আর সে কথা উত্থাপন করিত না। কোনও কোনও রাত্রিতে পরিবার-বর্গের নিকট ক্রন্দন করিতাম, ভিক্ষা মাগিতাম, আশীর্ব্বাদ করিতাম, ভয় দেখাইতাম। তাহারা সমভাবে সকলে এই সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিত—আমার কাতর উক্তিতে ব্যথিত হইত—আকৃতি দেখিয়া আতঙ্কিত হইত—যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত হইত—কিন্তু প্রতীকারের পথ করিত না। আমার বি এ পাস করা পুত্র বলিতেন, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র, আর পরিবারবর্গ তাহার কথায় আমার ক্লেশমোচনে উপেক্ষা করিত। কিন্তু দুরাত্মা

পুত্র জানেনা—স্বপ্ন জীবাত্মার গতি—স্বপ্ন আত্মার মিলন—স্বপ্ন আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎকার—স্বপ্নে কত লোক বাস্তব পদার্থ লাভ করিয়াছেন। স্বপ্ন সম্পূর্ণ সত্য—ইহা হতভাগ্য পুত্রের ধারণা নাই।

হর্ষ, বিপদ্, ভয়, সুখ, দুঃখের সময় জীবাত্মা যে আত্মীয়ের কথা চিন্তা করে, যাহার নিকট ক্লেশবিমোচনের প্রত্যাশা করে, নিজে প্রতিবিধানসাধনে অক্ষম হইয়া উদ্ধারার্থ যাহার কথা নিরন্তর মনে ভাবে; তাহার নিদ্রাবস্থায় ক্লিশিত আত্মা সেই আত্মার নিকট গমন করে। তখন নিদ্রিত জীবের আত্মায় ও ক্লিশিত আত্মায় সাক্ষাৎকার হয়, কথাবার্ত্তা হয়, পরস্পরের সুখ-দুঃখ বিমোচনের উপায় নির্ণয় হয়—ইহা আত্মায় আত্মায় মিলন। যে যাহাকে চিন্তা করে, যাহাকে স্নেহ করে, যাহাকে আপনার বলিয়া মনে ভাবে, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নাবেশে সুখ দুঃখ প্রকাশের জন্য, তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপিত করিয়া পরিত্রাণের প্রার্থনা করে। শুদ্ধ বর্ত্তমান বিপদ্, ভয়, হর্ষ, শোক জ্ঞাপিত করিয়া নিবৃত্ত থাকে না, ভাবী সুখ দুঃখ বিপদ্ও আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করে। পত্নী মরিবে, মৃত্যুর কোনও লক্ষণ নাই, সুস্থ দেহে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে পতির নিকট নিজ ভাবীমৃত্যু প্রকাশ করিল। পতি সম্যক্ স্বপ্ন দেখিল, পত্নী ইহ জগতে নাই—স্বপ্নে রোদন

করিয়া উঠিল—কত ক্রন্দন বিলাপ অনুতাপ করিতে লাগিল—কত হায় হুতাশ করিয়া আক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে দেখিল পত্নী পার্শ্বে শয়ানা। তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত হইলে উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু হায় একমাস কাল যাইতে না যাইতে পত্নীর সহসা ভবলীলা সাঙ্গ হইল। ইহা গল্প নহে প্রত্যক্ষদর্শন। এসকল আত্মরাজ্যের কথা। স্বপ্ন আত্মার গতি, কিন্তু আমার স্বপ্ন দেখাইয়াও কোন ফল ফলিল না।

আবার আমার পুত্রগণের দার্শনিক বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তর্ক করিতেন—মৃত্যু হইলে আর কিছুই থাকে না, যেরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় সেরূপ সুখ-দুঃখের আধার দেহের অভাবে আধেয় সুখ দুঃখ থাকিতে পারে না—এইরূপ বহুপ্রকার কুযুক্তি দর্শাইয়া আমার পারলৌকিক শুভানুষ্ঠানে অন্তরায় হইত। হতভাগ্য পুত্রগণও তাহাই বুঝিত, অথবা পুত্রগণেরই বা দোষ কি? আমিও মৃত্যুর পূর্ব্বে মনে করিতাম—মরিলে মানবের সকল ফুরায়। আমার এই ধন, জন, প্রাসাদ, বিষয়বিভব, দেহত্যাগের সঙ্গেই অবসান হইবে—আমি আর থাকিব না—সুখভোগ না করি, দুঃখভোগ করিতে হইবে না, কারণ দেহ নষ্ট হইলে দেহাশ্রিত সুখ দুঃখও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি—সে ভ্রম। যুক্তি, প্রমাণ, বিচার, প্রত্যক্ষের নিকট সকলই পরাভূত।

এখন বুঝিতেছি, দেহের নাশ হইলেও সুখ দুঃখের ভোগ ফুরায় না,দেহ না থাকিলেও পাপ-পুণ্য ও তাহার ফলাফল সমানে ভোগ হইতে থাকে। এখন বুঝিতেছি, জীবনে মরণে কোথায়ই কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই—দেহ থাকুক আর না থাকুক, সুকৃত-দুষ্কৃতের ফলাফল সমানে চলিবে। না চলিবেই বা কেন? দেহ ত আর সুখ দুঃখ ভোগ করে না—আমি ভোগ করি, ভোক্তা আমি। এ দেহ আমি নহি, কারণ তাহা হইলে শ্মশানে আমার মৃতদেহ পড়িয়াছিল, আর আমার পরিবারবর্গ অমুক নাই বলিয়া কাঁদিবে কেন? তাহা হইলে দেহ আমি নহি ইহা সুনিশ্চিত। ইন্দ্রিয়গুলিও আমি নহি। ইন্দ্রিয়ও আমি হইতে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের মরণে আমার মরণ হয় না। চক্ষু কর্ণ দুই একটি ইন্দ্রিয় না থাকিলে, অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির নাশ হইলেও আমার নাশ হয় না—আমি থাকি ; নতুবা অন্ধ খঞ্জ বধির ইহারা ইন্দ্রিয়হীন হইয়া মৃত বা অৰ্দ্ধমৃত বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনও আমি নহি—মনের নাশে আমার নাশ হয় না। উন্মাদের চিত্ত বা মন নষ্ট হইয়া যায়, জড়প্রকৃতি উদ্ভিদের মন বিনষ্ট—কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হয় না—তাহারা মরে না। তবে আমি কে এবং কেই বা সুখ দুঃখ ভোগ করে? যিনি দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা মন বা চিত্তের আকাঙ্খিত বিষয় সেবায় সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তিনিই আমি (আত্মা)। এই

আমার নাশ হইতে পারে না। এই আমি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াত্মক দেহ লইয়া প্রেতত্বে বর্ত্তমান—এই আমার প্রেত দেহ—আমি জীবনে এই ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিতাম, এখনও তাহাদের দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এখন বুঝিতেছি দেহের নাশে আমার নাশ হয় না, এখন বুঝিতেছি স্থূল পার্থিব দেহের নাশ মরণ বলিয়া বিদিত, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির নাশ হয় না, আর মৃত্যুকালেও তাহা বুঝিয়াছিলাম। আমার এই মন এই ইন্দ্রিয় একটুও ক্ষীণ বা দমিত হয় নাই, সমানে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছিল, তবে পার্থিব দেহ ও পার্থিব জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অবশ বলিয়া তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্য করিতে পারে নাই। এখন সেই দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; কেবল পার্থিব দেহই নষ্ট হইয়াছে—আমার যাহা যাহা ছিল সবই পূর্ব্বের মত রহিয়াছে। সর্প খোলস ত্যাগ করিলে যেরূপ বাহ্য চর্ম্ম পড়িয়া থাকে, ভিতরের সর্প সর্পই থাকে, আমারও তদ্রূপ বাহ্যদেহমাত্র নষ্ট হইয়াছে, ভিতরে আমি যাহা ছিলাম তাহাই আছি, আর সেই জন্যই আমি, আমার এই ঘর বাটী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার ধনরত্ন, আমার বিষয়বিভব ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছি না। হায়! এত ধনরত্ন আমার—কিন্তু একটী মুদ্রা ব্যয় করিবারও আমার অধিকার নাই! কেন আমি

মৃত্যুর দিবসেও কিঞ্চিৎ ধন সদ্ব্যয়ে বিতরণ করিয়া না আসিলাম, আমার এই অর্জ্জিত ধনরাশির কেন কিঞ্চিৎ দেবতা ব্রাহ্মণকে না দিলাম, কিঞ্চিৎ দরিদ্র দীন হীনকে না দিলাম? প্রার্থীকে কেন কিছু দিবার ব্যবস্থা না করিলাম? তখন ত উত্তমরূপেই বুঝিয়াছিলাম এ ধন আমার থাকিবে না, কিন্তু তবুও দিতে পারি নাই। হায়, এই ধনই এক্ষণে আমার কাল হইয়াছে, এই প্রাসাদ অট্টালিকা, এই বিষয়বিভব, এই স্ত্রী পুত্র ইহারাই আমার কাল হইয়াছে। আমি ইহাদের অবৈতনিক ভৃত্য, প্রহরী ও সাক্ষী। হয়ত এই সকল লোভনীয় বস্তু না থাকিলে আমার সদ্গতি হইত, এ সকল না থাকিলে ইহাদের আসক্তিবশে আমাকে এই বারাণ্ডায় ঝুলিতে হইত না। হায়, মনে হয়, ঐ ধনগুলায় অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়া ভস্ম করিয়া ফেলি, বিষয়বিভব দূরে সুদূরে নিক্ষেপ করি, প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া প্রাঙ্গণসাৎ করি, পরিবারবর্গকে দূরে বিদায় করি—ইহারা কিছুই না থাকুক, কেহই না থাকুক ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা ত হইবে না। তাহা হইলে আমার কর্ম্মের ভোগ হইবে কি প্রকারে? আমি মৃত্যুকালে এই সকল বস্তুতে তীব্র মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া মৃত্যুর পরে আমাকে কোথায়ও যাইতে হয় নাই—ইহাদের নিকটেই আছি! হায়, সেই তিনি, যাঁহার নাম উচ্চারণ করা আমার শক্তির অতীত, তিনি

কত দয়াময়—আমার যেমন বাসনা, যাহা ইচ্ছা, যেটী কামনা—মৃত্যু হইলেও আমাকে সে সমস্ত দিয়াছেন। কিন্তু আর না। ইহারা ত আমাকে সুখ দিতে পারিতেছেনা অথবা পারিতেছে বই কি! নতুবা ঐ স্বর্গীয় প্রেতাত্মগণের আহ্বানে যাইব না কেন? চলচ্ছক্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধ যেমন বহু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইলেও, এক স্থানে থাকিয়া কেবল স্বীয় ধন জন বিভব দর্শনে ও চিন্তনে আনন্দ অনুভব করেন, আমিও তদ্রূপ ভোগ করিতে না পারিলেও ইহাদের দর্শনে ও সান্নিধ্যলাভে তৃপ্ত হইয়া এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ইহা সেই দয়াময়ের দয়া কি নিগ্রহ বুঝিতে পারি না।

---

## জীবদেহের প্রকারভেদ।

জীবের দেহ তিনটী। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। দৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিকদেহ স্থূলদেহ বলিয়া খ্যাত। সূক্ষ্মদেহ চক্ষুর অগোচর—সূক্ষ্ম ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম এই সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত। সূক্ষ্মদেহ পঞ্চীকৃত ও প্রকটীভূত হইলে স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। কুম্ভকার প্রতিমা গড়িবার পূর্ব্বে যেরূপ খড়, বাঁশ,

দড়ি দিয়া প্রতিমার আভ্যন্তরীণদেহ নির্ম্মাণ করে, পরে তাহার উপর মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ করিয়া রঙ্ ও সাজ দিয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি বিরচিত করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মভূতাত্মকদেহ স্থূলদেহ দ্বারা আবৃত থাকে। প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর মৃত্তিকাদি ধৌত হইলে দেব দেবীর খড় বাঁশ দড়ি বিরচিতদেহ যেরূপ বাহির হয় এবং তাহা তত্তৎ দেবদেবী মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হয়, তদ্রূপ মৃত্যুর পর স্থূলদেহের অবসানে সূক্ষ্মদেহ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাতে জীবের সর্ব্ব স্বভাব অবিকৃত থাকে।

পুষ্পের বর্ণ, গন্ধ, কমনীয়তা সূক্ষ্ম-অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি সম্মিলিত হইলে যেরূপ পুষ্পাকার ধারণ করে, সূক্ষ্মদেহও তদ্রূপ স্থূলদেহের মধ্যে থাকিয়া স্থূল পঞ্চভূতের সমবায়ে জীবদেহ নির্ম্মাণ করে।

যাদুকর লৌহশলাকা, তার প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রথমে যেরূপ পুত্তলিকার গঠন করিয়া লয়, পরে কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই লৌহতার দ্বারা ইচ্ছামত পুত্তলিকাকে নৃত্য করায়, তদ্রূপ সূক্ষ্মভূতের গঠন স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবদেহ বিনির্ম্মিত হয়। স্থূলদেহের অপগমে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মদেহ বর্ত্তমান থাকে। এই সূক্ষ্মদেহে ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, স্বভাব, সংস্কার, বাসনা, রাগদ্বেষাদি সমস্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং এই দেহে সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া

থাকে। মৃত্যুর পর জীব এই সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকে গমন করে (১)। এই সূক্ষ্মদেহের অপর নাম লিঙ্গ দেহ। আমিও মৃত্যুর পর এই লিঙ্গদেহ লইয়া এই পরলোকে আসিয়াছি এবং এই দেহে সমস্ত ক্লেশভোগ করিতেছি। দেহের আরম্ভক সংস্কারাদি কারণ দেহ বলিয়া খ্যাত।

প্রত্যেক সূক্ষ্মদেহ তত্তৎ স্থূলদেহের সন্নিকৃষ্ট। এই সূক্ষ্ম-দেহাধিষ্ঠিত প্রেতাত্মার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থূলদেহে পরিচয়, আসক্তি ও অবস্থিতি বশতঃ বিশিষ্টরূপ আগ্রহ বা ঐকান্তিকতা হইলে সহজে তাহার সেই আকার চিন্তা ও সেই ছায়ামূর্ত্তি গ্রহণের ইচ্ছা ও শক্তি সম্ভূত হয়। মৃত্যুর পর কখনও কখনও যে পূর্ব্বদেহেই ছায়ামূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাই তাহার কারণ। এ সকল কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে শুনিতাম, কিন্তু বিশ্বাস করি নাই, এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও ভোগ করিয়া প্রকৃত অনুভব করিতেছি। পূর্ব্বদেহে প্রেতাত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, এখানে তাহার একটী বিবরণ উল্লিখিত হইল। নাম ধামাদির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

মর্ত্ত্যধামে কোনও প্রসিদ্ধ নগরে এক ধনবান্ যুবকের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। উক্ত রমণীর স্বামীর উপর নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও

(১) শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অনুরাগ ছিল, পতিও পত্নীগতপ্রাণ ছিলেন। উভয়ে উভয়কে ক্ষণকালও নয়নের অন্তরাল করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু পত্নীর মৃত্যু ঘটিলে, কালক্রমে পতি বিরহক্লেশ বিস্মৃত হইয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেন। এই দ্বিতীয়পত্নীও সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যুবক ক্রমশঃ ইঁহার সহবাসে প্রথমাপত্নীর শোক বিস্মৃত হইলেন। একদা এই যুবক স্বীয় বাটীতে এক আলোক চিত্রকর (১) আনাইয়া পত্নীসহ নিজের একটী চিত্র উঠাইতে থাকেন। সে গৃহে অপর কেহ ছিল না। চিত্রকর চিত্র তুলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত বিস্ময়ে চমৎকৃত হইয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্র তুলিবার কালে অপর কোনও স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন কি না?

যুবক বলিলেন "কেন, আপনার এরূপ প্রশ্নের কারণ কি?"

কিন্তু চিত্রকর পুনরপি বিস্মিত ভাবে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় যুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া চিত্র দেখিয়া অবাক ও স্তব্ধ হইলেন। চিত্রে তাঁহার প্রথমাপত্নীর মূর্ত্তি তাঁহার পার্শ্বে আসীন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ও তাঁহার চিত্রমধ্যে পরলোকগত প্রথমাপত্নীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে।

(১) আলোক চিত্রকর—Photographer.

## পরিণতি।

প্রথমাপত্নী সপত্নীর উপর পতির তুল্য-অনুরাগ দেখিয়া ঈর্ষ্যায় স্থির থাকিতে না পারিয়া পরলোক হইতে পতিপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু এই রমণী মৃত হইয়াও পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিত্রকরের সম্মুখে আসিয়াছিলেন, তাহাতে চিত্রে তিনটী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রেতাত্মার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণের আর কি জ্বলন্ত উদাহরণ হইতে পারে? প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনাটী সে স্থানের সংবাদপত্রেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

মহাভারতেও বর্ণিত আছে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে দুর্য্যোধনাদি দেহত্যাগ করিলে প্রায় সংবৎসরান্তে যুধিষ্ঠির স্বজন-বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া মৃত আত্মীয়গণকে দেখিবার উদ্দেশে বনযাত্রা করেন। বনে যুধিষ্ঠিরের একান্ত সাধনায় দুর্য্যোধনাদি স্ব স্ব মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার নিকট ক্লেশের বিবরণ প্রকাশ করেন। যুধিষ্ঠির দেবর্ষি ও মহর্ষিদিগকে ভস্মীভূতদেহ প্রেতাত্ম-গণের কিরূপে আবির্ভাব হইল, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া এতদনুরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন।

---

## অভ্যাসে সকল সহ্য হয়।

আমার দিন যাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম প্রেতত্বে যত ক্লেশ বোধ হইত ক্রমশঃ তাহা সহ্য হইয়া আসিল। স্বভাবে সকল সহ্য হয়। নিদাঘের অত্যুষ্ণ উত্তাপ, শিশিরের দারুণ শৈত্য, জীবের জীবনে সকলই সহ্য হয়। সুকুমার নয়নরঞ্জন—জীবনের আলম্বন, সর্ব্বস্বধন, একমাত্র সন্তান—শয্যান্তরে রাখিতে শঙ্কা হয়—গৃহান্তরে থাকিলে অদর্শনে প্রাণ আকুলিত হয়, ক্ষণকাল স্বজনের ভবনে যাইলে যুগান্তর অনুমিত হয়—তাহার চিরবিরহও প্রাণে সহ্য হইয়া যায়।

প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনী, আনন্দে উল্লাসিনী, ব্যথায় ব্যথিনী, শোকে দুঃখে তুল্যাংশভাগিনী—যাহার কোমল ফুল্ল-আঁখি ছল ছল দেখিলে ধরা আঁধারময়ী মনে হয়—হাস্যে অমূল্যরত্ন লব্ধ হয়, কটাক্ষে বিজলী ঝলকে, স্নিগ্ধ বচনে সরিৎ ছুটে—মরুময় ধরা যে অমৃত সেচনে আর্দ্রীভূতা হইয়াছে—প্রথম রবিকর ছায়াবৃত হইয়াছে—তপ্ত সুদীর্ঘ মার্গে পান্থনিবাস বসিয়াছে—বিজন ঘন কানন পার্শ্বে পথিক দাঁড়াইয়া আছে—যাঁহার অস্তিত্বে—সুনীল শারদ আকাশ শশাঙ্কিত হইয়াছে, নির্ম্মল সরসীজলে ফুল্ল-নলিনী ফুটিয়াছে, মধু-

মাসে চূতপাদপে নবমুকুল ধরিয়াছে, পিকবধূ পঞ্চম তানে বনপথ নিনাদিত করিতেছে—কত আশা, ভরসা, মায়া, মমতা, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা কত প্রেম আকর্ষণ সকল ভাসাইয়া—ঐ যে সে সুন্দরী চিরদিনের মত চলিয়া গেল! সে যাতনাও প্রাণে সহিয়া যায়। জীবের জীবনে সকলই সহ্য হয়।

রম্য প্রাসাদসেবার পর কঠোর কারাবাস, পাত্রাপাত্রে অবিচারে ধনদানের পর হীনের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ, গুণগ্রাহী পণ্ডিতের প্রতিপত্তি লাভের পর মূর্খের তোষামোদ, স্বজনকুটুম্ববান্ধবে পরিবৃত থাকিবার পর শূন্যগৃহে অবস্থান, দিবালোকের পর ঘনঅন্ধকারদর্শন, রাজভোগের পর অন্নাভাব, এ সকলও জীবের প্রাণে সমভাবে অভ্যস্ত হইয়া যায়—আমার প্রেতত্ব ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যাইল। আবার একদিন ক্লেশমোচনের একটী উপায়ও দৃষ্ট হইল; কিন্তু ইহা আশু ক্লেশনিবারক হইলেও পাপপথের সহায়—আশু যাতনার লাঘব হইলেও এ পন্থা পরিণামবিরস—পরিণামে গুরুতর যাতনার উৎপাদক। এজন্য এ পথ আমি অবলম্বন করি নাই। আমাদের বায়বীয়দেহ। বায়বীয়দেহে আমাদের সর্ব্বত্র গমনের শক্তি আছে। আমার প্রীতি না থাকায় আমি প্রথম প্রথম কোথায়ও যাই নাই। একদিবস এক সন্নিহিত জ্ঞাতির প্রাঙ্গণে গিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে অশুচি অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। হীনসত্ত্বের উপর

আমরা প্রভাব স্থাপন করিতে পারি। আমাদের হীনপ্রভাব ব্যক্তির দেহ অধিকারের শক্তি আছে?—এবং পরকীয় দেহ অধিকার করিলে আমরা তাহার আহারাদিতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি। আমার এ সঙ্কল্প মনে উদিত হইত, কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই। এক্ষণে যাতনার লাঘব করিব ভাবিয়া—জ্ঞাতিবধূর দেহ অবলম্বন করিব স্থির করিলাম। কিন্তু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া—সেই করুণ অকপট রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে করুণার সঞ্চার হইল—স্বকৃত কুকার্য্যের ফল নিজেই ভোগ করিব, রমণীকে কষ্ট দিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম, বিশেষতঃ তাহার সরল পবিত্র মূর্ত্তি আমার মনে পবিত্রতার সঞ্চার করিয়া দিল! এমন পবিত্র নারীমূর্ত্তিকে আত্মসুখের জন্য আমি ক্লেশ দিতে পারিলাম না—অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় বারাণ্ডায় প্রত্যাগত হইলাম। তখন আমি অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করিলাম—জগতে নারী পবিত্র মূর্ত্তি।

---

## নারীমূর্ত্তি।

নারী পবিত্র মূর্ত্তি। স্নেহ, দয়া, মায়া, সন্তোষ, সরলতা, প্রফুল্লতা ও কান্তি রমণীদেহে সকলই অধিষ্ঠিত—বিশুদ্ধতা কোমলতা ও বৎসলতা নারীমূর্ত্তির উপাদান, শ্রদ্ধা শান্তি

ও মমতা এ মূর্ত্তির ভিত্তি, লাবণ্য নারীর রূপ ও লজ্জা আভরণ। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থতা নারীর অন্তঃকরণ, অনুরাগ নারীর হৃদয়সার এবং অশ্রু নারীর বল। আশা নারীর জীবন এবং বিশ্বাস নারীর সম্বল।

নারী জগদ্বন্ধনের স্নেহরজ্জু। এ রজ্জু না থাকিলে জীব মুক্ত বা ক্ষিপ্ত হইত; ভবন লোকালয় গ্রাম নগর জনপদ নির্ম্মিত হইত না, জীবনিচয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সংসার-কাননে উদ্ভ্রান্তবৎ পরিভ্রমণ করিত।

বিদ্যালোচনার গুরুশ্রমে শ্রান্ত বিপশ্চিৎ শীতল রমণীছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করেন; নীতিকুশল পণ্ডিত কূটনীতির গভীর গবেষণার পর স্নিগ্ধ নারীছায়ায় শ্রান্তি দূর করিয়া পরিতৃপ্ত হন; বিষয়ী বিষয়চিন্তার অবসাদ অনুভবের পর শান্তিপ্রদ রমণীছায়ায় বসিয়া উৎফুল্ল হয়; রণপণ্ডিত সেনানী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্ষতবিক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়া রমণীর অনাতপে সুস্থতা লাভ করেন; বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তাড়না সহ্য করিয়া গৃহে আসিয়া রমণীর স্নেহে সকল ভুলিয়া যায়; যুবক রমণীর মুখ দেখিয়া নবোৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত হয়; স্থবির জরাব্যাধিভোগকালে রমণী মূর্ত্তির স্মরণ করে; সেও রমণীর সেবায় প্রীতিলাভ করে।

শোকে, রোগে রমণী সেবকা; উৎসবে আহ্লাদিনী ও

বিষাদে বিষাদিনী। রমণী পালয়িত্রী এবং সংহারকালে রমণী ক্রন্দয়িত্রী।

জগতে নারী প্রবাহিণী, বৎসলতাসলিল হৃদয়ে ধরিয়া ঐ দেখ রমণী প্রবাহিণী সংসারসমুদ্রে ঝম্প দিতে চলিয়াছে। বিপদ্, ভয়, শোক, বাধা—গ্রাম কানন শৈল ব্যবধান প্রবাহিণীর গতিরোধে অক্ষম—কুলুকুলু রবে ঐ দেখ পরের হিতসাধন করিতে নারীপ্রবাহিণী সংসার সমুদ্রে ঝম্প দিতে চলিয়াছে। পরের জন্য প্রবাহিণী সলিলভার বহন করে, পরকে আপ্যায়িত করিয়াই প্রবাহিণীর আনন্দ—পরের মঙ্গলের জন্য সংসারে নারীনদীর অবতার।

ঐ দেখ নারীনদীর শীতল হাস্যশীকরে উভয় কূল স্নিগ্ধ হইতেছে, আদর আর্দ্রতায় তটভূমি উর্ব্বরা, আর স্নেহসলিল-পানে ও অবগাহনে জীবকুল সরস ও সজীব হইতেছে। এ নদী না থাকিলে জগৎ অনুর্ব্বর হইত; সংসারকানন নীরস ও বিশুষ্ক হইত; সন্তাপিত পৃথিবী মরুময় হইয়া উত্তপ্ত পবনে বালুকা উড়াইতে থাকিত। এ নদীর অবস্থানে জগৎ তর্পিত। কিন্তু প্রবাহিণী ক্রুদ্ধ হইলে রক্ষা নাই—গ্রাম, নগর, লোকালয়, জনপদ সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, কুটীর অট্টালিকা উদ্বেলজলস্রোতে প্লাবিত করিয়া নিমজ্জিত করে অথবা ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় নিক্ষেপ করে; সে প্লাবনে

পরিত্রাণ সুকঠিন। রমণীনদী কুপিত হইলেও পরিত্রাণ সুকঠিন। কিন্তু প্রভঞ্জন ও মেঘের অপগমে—শৈত্যাগমে, নদী আশু প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রবাহিত হয়, রমণীনদীও আশ্বাস ও শীতল বচনে আশু প্রকৃতিস্থ হইয়া মন্থর গমনে বহিয়া জগতের হিতসাধনে রত হয়।

ইহাদের মধ্যে গঙ্গা মাতৃস্থানীয়া। ইঁহার পবিত্র কূলে বসিলে সকল পাপতাপ বিদূরিত হয়, ইনি ইহকালে সুখ এবং পরকালে পরম নিবৃ'তি প্রদান করেন। যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী মাতৃবন্ধু—ইঁহারাও সুসেবিত হইলে জীবকে সুখমোক্ষ দান করেন। মেঘনা, গণ্ডকী, অজয়া, কুশী, সুবর্ণরেখা স্বস্থানীয়া—ইঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরদিনের মত প্রবাহিত হইয়া যান। কর্ম্মনাশা বঙ্গগৃহলক্ষ্মী—সর্ব্বকর্ম্মসাধনের ক্ষমতা থাকিলেও বাঙ্গালীর বুদ্ধিদোষে ইঁহারা কর্ম্ম-নাশা হইয়াছেন। অন্তঃসলিলা ফল্গু—হিন্দুবালবিধবা, উপরিভাগ শুষ্ক কিন্তু অন্তরে শোকের প্রবাহ বহিতেছে, কেহ দেখিতেছে না কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবাহ ছুটিতেছে। কিন্তু সঙ্গতিপন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে ইঁহারা সিন্ধু ভৈরব শোণ দামোদর—নদী হইয়াও নদ নাম ধারণ করিয়াছেন—ইঁহারা স্ত্রীসুলভ কোমলপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উগ্র পুরুষপ্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছেন—দর্শনে ভীতির সঞ্চার হয়। আবার রূপনারায়ণ,

মহানদী, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি স্রোতস্বিনী হাঙ্গরকুম্ভীরে পরিপূর্ণ; দুরন্ত জলজন্তুর ভয়ে জীবকুল পলায়ন করে—নারীগণের দেবতাসুলভ পবিত্র রূপ গুণ পাপকর্দ্দমে আবিল হইয়া আছে—পিপাসিত মানবও তাহার পার্শ্বে গমন করে না।

যাঁহারা এই কমনীয় রমণীমূর্ত্তি পাইয়া, কোমল নির্ম্মল রমণীপ্রকৃতি কঠিন বা কলুষিত করেন, তাঁহাদের নরকেও স্থান নাই।

ঐ যে নির্ম্মলমূর্ত্তি সুন্দর আস্য লইয়া কখনও সভয়ে, কখনও নির্ভয়ে আধ আধ কথা বলিয়া তোমাকে সুখের সাগরে ভাসাইতেছে, দুইটী কোমল করপল্লব বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তোমার গলদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক অঙ্কে উঠিয়া ভুবন-মোহিনীরূপ ব্যক্ত করত তোমাকে সকল ভুলাইয়া দিতেছে—ভয়, চিন্তা, দৈন্য, অবসাদ, অশান্তি সকল বিদূরিত করিয়া স্বর্গীয় সুষমায় তোমার মনঃ মুগ্ধ করিতেছে,—উৎফুল্ল নির্ম্মল আঁখিতে স্নেহের কটাক্ষ ভরিয়া, হাস্যে কুন্দদন্ত বিকসিত করিয়া, তোমায় অপার্থিব আনন্দ দান করিতেছে, তুমি পুলকে আত্মহারা হইতেছ—তখন তুমি উহাকে আদরে কন্যা মূর্ত্তি বলিয়া সম্বোধন কর।

আবার ঐ যে মূর্ত্তি যাহা দেখিয়া তুমি সকল রোগশোক, চিন্তা, মান অপমান বিস্মৃত হও, যিনি তোমার চিরসঙ্গিনী—

## পরিণতি।

তোমার হর্ষে উল্লাসিনী, তোমার শোকে উন্মাদিনী, তোমার জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিয়া যিনি গৌরব অনুভব করেন, জীবনে মরণে তুমিই যাঁহার অনুধ্যান, তুমি ইহকাল, তুমি পরকাল—তোমাকে পাইয়া যিনি পিতামাতা, ভ্রাতা, স্বজন, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া অকূলে ঝম্প দিতে কুণ্ঠিত নহেন—তোমার সঙ্গলাভে যিনি স্বর্গসুখ অনুভব করেন—আবার যাঁহার রমণীয় আস্যের কমল আঁখি দুটী তোমার সম্মুখে ভাসিতেছে—জগতের সকল শোভা ঐ নেত্রে প্রকাশিত, সকল ভাব উহার মধ্যে লুক্কায়িত, সকল সৌন্দর্য্য উহাতে অধিষ্ঠিত—ঐ নয়নের মধ্যে স্নেহের সাগর তরঙ্গায়িত—ঐ নয়নের মধ্যে করুণার উৎস উঠিতেছে প্রেমের নির্ঝর নামিতেছে, অনুরাগের নদী বহিতেছে—এ মূর্ত্তির উপমা নাই। এ অনিন্দিত সুন্দরীকে তুমি ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন কর।

আবার ঐ যে স্নেহময়ী মূর্ত্তি তোমার সুখে সুখিনী, তোমার দুঃখে পাগলিনী—যে মূর্ত্তি নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া তোমার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য নিরন্তর চিন্তিত—যিনি সাধ্যে সংকুলান না হইলে আরাধ্য দেবতার নিকটে কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণকামনা করেন, অযাচিত স্নেহবর্ষণে যাঁহার স্নেহের সাগর শুষ্ক হয় না, তোমার হাস্য মুখ দেখিলে যিনি সকল সন্তাপ বিস্মৃত হন—অঞ্চলের নিধি তোমাকে হারাইলে যিনি জীবন

তুচ্ছ জ্ঞান করেন—তুমি তাঁহাকে জগদম্বিকার প্রত্যক্ষমূর্ত্তি অম্বা বলিয়া সম্বোধন কর।

রমণীমূর্ত্তি জগৎসৃষ্টিকারিণী—জগদীশ্বর রমণীরূপ ধরিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, রমণীরূপে পালন করেন এবং অন্তে সংহার-কালে রমণীরূপে অভয়দান করেন।

তাই আর্য্যঋষিগণ উপাসনার জন্য, নির্গুণ পরমেশ্বরের রূপকল্পনাকালে শ্রুতিতে তাঁহার রমণীরূপের কল্পনা করিয়াছেন। প্রাতে উপাস্য ঈশ্বরমূর্ত্তি -রমণীমূর্ত্তি, গায়ত্রী; মধ্যাহ্নে তাঁহার মূর্ত্তি—রমণীমূর্ত্তি, সাবিত্রী; এবং সায়াহ্নে তাঁহার মূর্ত্তি—রমণীমূর্ত্তি, সরস্বতী।

নিরাকার নির্ব্বিকার অক্ষয় অব্যক্ত পূর্ণকাম পরমপুরুষ হয়ত একা থাকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন নাই, হয়ত অরূপ পরব্রহ্ম রূপ দেখিবার আশায় রমণীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন—হয়ত পুরুষোত্তম সেবা লাভ করিবার জন্য গুণময়ী পরাপ্রকৃতি রমণীমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। অথবা নীরস শুষ্ক ব্রহ্ম-জ্ঞানে অতৃপ্ত হইয়া রঙ্গরসে মজিবার আশায় রমণীমূর্ত্তির উদ্ভাবন করেন।

আমি এ রমণীমূর্ত্তিকে ক্লেশ দিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম।

———

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## প্রেতলোকের বিবরণ ও প্রেতকাহিনী।

এক্ষণে প্রেতত্বে আমার তাদৃশ ক্লেশ হয় না, আমি এক্ষণে বন্ধু বান্ধবের নিকটে গতিবিধি করি। আমার জীবিত কালের যে সকল বন্ধু পরলোকে আসিয়াছেন আমি তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করি, তাঁহারাও অনেক সময়ে আমার স্থানে আগমন করেন। এক্ষণে আমি একাকী স্বীয় বাসস্থান অর্থাৎ বারাণ্ডায় অধিকক্ষণ থাকি না—প্রেতরাজ্যে জ্ঞাত অজ্ঞাত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। প্রেতরাজ্য ঠিক জনাকীর্ণ মর্ত্ত্য-ভূমির ন্যায় প্রেতাকীর্ণ, পৃথিবীতে বৃহৎ বৃহৎ নগরে ও গণ্ডগ্রামে রাজবর্ত্মে যেরূপ সর্ব্বদা লোক জন যাতায়াত করে, নানা লোকের জনতায় ও কলরবে যেরূপ নগর কোলাহলপূর্ণ, এখানেও স্থানবিশেষে তদ্রূপ প্রেতের জনতা ও তাদৃশ প্রেতকলরব। তবে বিশেষ এই—আমাদের কলরব পৃথিবীর জীব শুনিতে পায় না, আমরা পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে থাকিলেও নরলোকে কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায় না। জীবিত কালে যে সকল স্থানে যাইতে স্বতঃই শঙ্কা বা সঙ্কোচ উৎপন্ন হইত, এক্ষণে দেখি সে সকল স্থান বাস্তবিকই নরলোকের ভয়াবহ দুরন্ত প্রেতে পরিপূর্ণ। এখানে সুবহু প্রেত। পৃথিবীতে যত জীবিত

জীব এ রাজ্যে প্রেতের সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। আমার পুরাতন বন্ধু ব্যতীত এখানে অনেক নূতন প্রেতের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছে। প্রেতগণ প্রায়ই দুঃশীল, তবে সকল প্রেত সমান নহে, প্রেতের মধ্যেও বিশিষ্ট সাধুতা লক্ষিত হইল। কেহ কেহ আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রেত নেত্রে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, কেহ কেহ স্বীয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া আমার মনঃক্ষোভ দূর করিতে বহু সময় আমার আবাসে আসিয়া নানা সদালাপে আমার মনস্তুষ্টিসাধন করিতেন। আবার অসাধু প্রেতও আসিত। অসাধু প্রেতগণ সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিতবস্তুলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া এবং যাতনায় দগ্ধ ও মুহ্যমান হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে নানারূপ উৎপাত করিয়া থাকে।

মৃত্যুর সময় স্ত্রীপুত্রাদির উপর যাহাদের প্রবল অনুরাগ থাকে, অর্থাৎ ধনদারগৃহাদিসম্ভোগে অতৃপ্ত হইয়া নিতান্ত মমতাকৃষ্টচিত্তে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই পরলোকে আসিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারে না—সেই সকল স্বজনের সঙ্গলাভের জন্য তাহারা নিরন্তর ব্যাকুল হয় এবং পরিজনদিগের নিকট গতিবিধি করে। কখনও কখনও অভীষ্টসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে। এখানে অসংখ্য বিরহী বিরহযাতনায় অস্থির হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভ্রান্ত মনে বিচরণ করে এবং অসংখ্য প্রসূতির প্রেতাত্মা অহর্নিশ

শিশু সুতের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে—সে মর্ম্মভেদী রোদন-ধ্বনি শ্রবণে পাষাণও বিগলিত হয়। প্রসূতির প্রেতাত্মা অনুক্ষণ তাহার পরিত্যক্ত দুগ্ধপোষ্য সন্তানের নিকট গতিবিধি করে এবং তাহাকে নিজ সমভিব্যাহারী করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কখনও কখনও নিজের সামর্থ্যে সংকুলান না হইলে অপর ক্ষমতাবান্ প্রেতের আনুকূল্য প্রার্থনা করে এবং মিলিত উদ্যমে শিশুকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করে।

মর্ত্ত্যধামে স্নেহময়ী জননীর প্রফুল্ল আনন্দবর্দ্ধন সন্তান অঙ্ক শূন্য করিয়া এই পরলোকে আগমন করিলে, সেখানে জননী যেরূপ তীব্র শোকে আর্ত্তনাদ করেন, কঠোর মর্ম্মভেদী বেদনায় যেরূপ অহর্নিশ সন্তাপিত হন, আহারনিদ্রা ভুলিয়া সুকুমার শিশুর জন্য যেরূপ উন্মত্তপ্রায় হন—অঙ্কশোভন তনয় ছাড়িয়া আসিয়া প্রসূতিও এখানে প্রায় শোকে ও দুঃখে তদ্রূপ মুহ্যমান হইয়া থাকেন। মৃত্যুযন্ত্রণাদিতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র মমতার হ্রাস হইয়া থাকে।

হায়, এক দিবস আমার আবাসস্থানের অনতিদূরে এইরূপ হৃদয়বিদারক ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম। এক প্রসূতি প্রেতাত্মা চীৎকার করিতেছে—"আমি থাকিতে পারি না যে—আমি জ্বলিয়া মরি যে—আমার সন্তানের জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যায় যে,—হায়! এতক্ষণে আমার ছানির যে স্তনপান করিবার

সময় হইয়াছে—স্তনপান করিতে না পাইয়া সে যে কত কান্দিতেছে - আমাকে না দেখিতে পাইয়া তাহার যে মন অস্থির হইতেছে,—কে তাহাকে খাওয়াইবে, কে টিপ পরাইবে, কে নয়নে কজ্জল দিবে? আমার ছানি! আমার ছানি! আমার ছানি!" এইরূপ তীব্র হৃদয়বিদারক রব আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই প্রেতপ্রসূতির নিকট যাইয়া সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। প্রসূতি সবে মাত্র এক বৎসরের পুত্র ত্যাগ করিয়া অদ্য জ্বর বিকার রোগে এই পরলোকে আসিয়াছে। হায়, সন্তানশোকে মুগ্ধার প্রেতযাতনায়ও ভ্রূক্ষেপ নাই—কি করিলে ত্যক্তনিধি পাইবে, কেবল এই কথা বলিতেছে; আমি তাহাকে অনেকপ্রকার সান্ত্বনা দান করিলাম; কিন্তু কোমল রমণীহৃদয়ের সন্তানবাৎসল্য দূর করিতে বাক্য হার মানিল। "আমার ছানি! আমার ছানি! আমার ছানি!" এই স্নেহবাক্যের নিকটে কোনও কথাই কূল পাইল না—ক্ষুব্ধ চিত্তে আমি ফিরিয়া আসিলাম।

দুই দিন ধরিয়া আমি এইরূপ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই, এবং করুণ ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাহাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতে যাইতাম; কিন্তু তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে সেই প্রসূতি দন্ত বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। প্রসূতি বলিল—"দাদাঠাকুর, আনিয়াছি এই

দেখ আমার ছানিকে আনিয়াছি—দেখ দেখি কেমন ছানি” প্রস্থতি এইবার হাসিতে হাসিতে আদর করিতে লাগিল “আমার ছানি! আমার ছানি! আমার ছানি!” ছানিও আদৃত হইয়া হাসিতে লাগিল। মাতা এইমাত্র বিসূচিকা রোগে পার্থিব-দেহের অবসান করিয়া মর্ত্ত্যধাম হইতে পুত্রকে পরলোকে স্বীয় অঙ্কে আনয়ন করিয়াছে। হায়! বিশ্বনাথের বাসনায় ইহকাল পরকাল কোথায়ই এ বাৎসল্যের ব্যবচ্ছেদ হইবার ব্যবস্থা হয় নাই।

বাৎসল্যের ন্যায় বিদ্বেষ বা অনুরাগবশতঃও প্রেতগণ মর্ত্ত্যজীবের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকে। অসদৃশ ও নৃশংস অনুষ্ঠানবশতঃ প্রেতাত্মা বিদ্বেষে ক্রোধান্ধ হইয়া কখনও কখনও শত্রুর অন্যায় আচরণের পরিশোধ লইয়া থাকে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে হৃদয় মধ্যে প্রবল বিষজ্বালা জ্বলিলে প্রতিহিংসা ব্যতীত সে জ্বালা নির্ব্বাপিত হয় না; পরলোক হইতে প্রেতাত্মা তাহার পরিশোধ লইয়া থাকে। প্রেতাত্মা জীবিত-কালের মূর্ত্তিতে অভীষ্টসাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে দর্শন দান করে। এই প্রকার মূর্ত্তি ধরাধামে ভূত বা ছায়া মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত।

বিলাতে এক ইংরাজ যুবতী নৃশংসরূপে নিহত হইয়া এইরূপে হত্যার দারুণ পরিশোধ লইয়াছিল! আমার বিলাত ফেরত

পরলোকাগত এক বন্ধুর মুখে আমি এই উপাখ্যানটী শ্রবণ করিয়াছিলাম।

---

## পৃথিবীতে প্রেতদর্শন।

ইংলণ্ড দেশে ডর্‌হাম্‌সায়ারে কোনও স্থানে ওয়াকার নামে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বাস করিতেন। ওয়াকার ধনবান্ ছিলেন। তাঁহার বিষয়বিভব ছিল, ঘরবাড়ী ছিল, তদ্ভিন্ন ব্যবসায়েও বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন হইত। সংসারে তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কোনও আত্মীয় ছিল না; তবে দাস দাসী ও অনুজীবিগণের সমাগমে তাঁহার বাটী সর্ব্বদা কলরবময় থাকিত। কিন্তু ওয়াকারের এ সুখ বিধাতার অসহ্য হইল; তাঁহার সুন্দরী পত্নী ভবন অন্ধকার করিয়া এই অনন্তধামে আগমন করিলেন। ওয়াকারের নিকেতন শ্মশানে পরিণত হইল। ওয়াকার দারুণ মনঃক্ষোভে শূন্য গৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিবাহের পূর্ব্বে নব প্রণয়ী ও প্রণয়িনী কিছু দিবস একত্র বাস করিয়া উভয়ে উভয়ের মনোভাব, বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাবচরিত্র, বুঝিয়া লইয়া তাহার পর বিবাহবন্ধনে সংবদ্ধ হন। ওয়াকারের পত্নীবিয়োগের কতিপয় মাস পরে

তাঁহার এক যুবতী কুটুম্বিনী বিবাহিতা হইবার অভিপ্রায়ে তদীয় আলয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিপত্নীক ওয়াকারও আদর ও যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই নবাগতার হস্তে ওয়াকারের গৃহস্থালী ন্যস্ত হইল, দাসদাসী সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল এবং তিনিও রূপে গুণে ও শিষ্ট-ব্যবহারে ওয়াকারের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবতী কতিপয় দিবস ওয়াকারের সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার আশ্বাস বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া বিবাহের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইলেন। ওয়াকার কিন্তু এ মাস নহে, ও মাস, এ পক্ষ নহে, পর পক্ষ, এ সপ্তাহ নহে, আগামী সপ্তাহ, এইরূপ বৃথা ওজর করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইলে যুবতী গর্ভবতী হইয়া উঠিলেন। পরিণীতা হইবার পূর্ব্বে গর্ভবতী হইয়া যুবতী আত্মগ্লানি, অপমান ও লজ্জাতে একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিনরাত্র লজ্জায় ও ঘৃণায় মর্ম্মযাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ওয়াকারের নামেও কলঙ্ক রটিতে লাগিল। উভয়েই কলঙ্কের ডালি মাথায় বহিতে হইবে এই বিষাদময় চিন্তার স্রোতে নিরন্তর ভাসিতে লাগিলেন।

ওয়াকারের বাটীতে মার্ক সার্প নামক এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তাহার বাসস্থান লাঙ্কসায়রের অন্তর্গত কোনও পল্লীগ্রামে।

এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে উক্ত যুবতী এই ভৃত্যের সহিত কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন। সার্প ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যুবতী আর ফিরিলেন না। রমণী কোথায় গেল, কেহ তাহা জানিল না বা সন্ধান করিল না। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিলে, সার্প বলিত তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছি। রমণী স্বীয় বাটী বা অপর কোথায়ও চলিয়া গিয়াছে, সকলে এই সিদ্ধান্ত করিল। ওয়াকারের কলঙ্ককথা ও আপনা হইতে আপনিই বায়ুতে দুর্গন্ধের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইল। তিনি আবার মান সম্ভ্রমের সহিত সম্ভ্রান্ত দলে মিলিত হইলেন। কিন্তু ইহার তিন চারি মাস কাল পরে ওয়াকারের প্রতিবাসী জেমস্ গ্রেহাম্ এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। গ্রেহাম্ শান্ত, সরল, সত্যবাদী এবং পরহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাটীতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শস্যপেষণ করিতেন ও অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করিতেন। এক দিন নিশীথে গ্রেহাম্ দেখিলেন তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণে এক অদ্ভুত রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। রমণীর কেশজাল উন্মুক্ত এবং দেহ রুধিরপ্লাবিত। মস্তক দারুণরূপে আহত, এবং সেই আঘাতস্থান হইতে রুধিরধারা উঠিয়া কেশ বহিয়া সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিতেছে। রক্তে রমণীর সর্ব্বদেহ রঞ্জিত। গ্রেহাম্ চাহিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পুনরপি সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

এ কি বিভীষিকা না প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি? সম্মুখে আহত রুধিরাক্ত রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান—এতক্ষণ দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু এক্ষণে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—আবার এ রমণীকে তিনি যে চিনেন, রমণী ওয়াকারের বাটীর সেই যুবতী। কিন্তু রমণীকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিল কে? আর এরূপ আঘাতে রমণী জীবিত আছেন কি প্রকারে, আর কিরূপে এবং কেনই বা আমার প্রাঙ্গণে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান? গ্রেহাম্ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। গ্রেহাম্ চিন্তায় অস্থির হইলেন, কিন্তু সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে, এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছেন?" রমণীমূর্ত্তি গম্ভীর রবে উত্তর করিল—"তুমি ত আমাকে চেন। আমি ওয়াকারের বাটীর সেই যুবতী। ওয়াকারের বাটিতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেও আশ্রয় দিয়া বিবাহ করিবার অলীক আশ্বাসে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি শীঘ্রই অন্তর্ব্বত্নী হই; ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ, কিন্তু ইহার পর ওয়াকার লোকলজ্জাভয়ে তাহার বাটীর সার্প নামক ভৃত্যের সহিত আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার কথা প্রকাশ করে। দুরাত্মা আমার সহিত পরামর্শ করিল, পল্লীগ্রামে তাহার উদ্যানবাটী আছে, আমি সেইখানে যাইয়া প্রসব করিব। তাহার পর প্রসবের সময় অতীত হইলে, আমি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে, আবার ফিরিয়া

আসিয়া তাহার গৃহ রক্ষা করিব। আমি আশ্বাসিত হইয়া ভৃত্যের সহিত যাত্রা করি। কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সেই পামর ভৃত্য আমাকে এক নিভৃত জঙ্গলের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে থাকে। বনের মধ্যে সহসা সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কয়লা-খননের কুঠার বাহির করিয়া আমার মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত করিল। আমি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম, এবং হস্তপদ বিক্ষেপ করত পার্থিব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। ভৃত্য আমার দেহ সেই বনের মধ্যে এক পুষ্করিণীর পার্শ্বে প্রোথিত করিল; কুঠারও সেইখানে পুতিয়া রাখিল। পাষণ্ডের জুতায় আমার রক্ত লাগিয়াছিল, অনেক চেষ্টাতেও সে রক্তের দাগ উঠিল না, তখন জুতাও সেই স্থানে পুতিয়া রাখিয়া একাকী বাটী ফিরিয়া আসিল। বাটী আসিয়া নির্দোষ ভদ্রলোক সাজিয়া উভয়ে কালযাপন করিতে লাগিল।" বলিতে বলিতে রমণীর চক্ষু উজ্জ্বল ও আরক্ত হইয়া উঠিল। যুবতী বলিল, "এক্ষণে তুমি আমার যে মূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা জীবিত মূর্ত্তি নহে; ইহা আমার প্রেতমূর্ত্তি, তোমাকে দেখা দিবার জন্যই আমি পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, দিবস রজনী আমি প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ হইতেছি, যতদিন না পাষণ্ডের পাপের সমুচিত শাস্তি দান করিতে পারিব, ততদিন কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিব না। তুমি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী, এই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।

তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বলিয়া দিয়া আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ লাভ কর। আর যদ্যপি তুমি না বলিয়া দাও, যেরূপে পারি তোমার অনিষ্টসাধন করিব।"

এই কথা বলিতে বলিতে প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। গ্রেহাম্ কষ্টে নিশা যাপন করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া কাহাকেও কোনও কথা বলিবে না সিদ্ধান্ত করিল। প্রাণ যায় সেও ভাল ঘুণাক্ষরেও কোন কথা প্রকাশ করিব না, এই স্থির করিয়া গ্রেহাম্ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল; কিন্তু সেদিন হইতে আর সন্ধ্যার পর কার্য্য করিত না। গ্রেহাম্ একটুকু সাবধানে থাকিতে লাগিল। কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে আবার সেই মূর্ত্তি দেখা দিল। এবার একটু কুপিত—সন্ধ্যার পরে গ্রেহাম্ কার্য্য বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সম্মুখে সেই রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "গ্রেহাম্! এখনও বলিলে না! নিজের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য আমার কথা অপ্রকাশ রাখিতেছ, কিন্তু দুই দিনের মধ্যে যদি সকল কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর না কর তবে দেখিবে তোমার কি দুর্দ্দশা ঘটে।" এই বলিতে বলিতে রমণীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া যাইল।

গ্রেহাম্ এবারও নিশ্চেষ্ট রহিল। কাহাকেও কোনও কথা বলিল না; কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা অনুভব করিতে লাগিল।

ঠিক দুই দিন পরে সন্ধ্যার সময় গ্রেহাম্ ক্ষেত্র হইতে বাটী

আসিতেছে—পথের মধ্যে সেই রমণী দুই হস্ত বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। "কোথায় পলাইবে গ্রেহাম্?" এই বলিয়া সেই মূর্ত্তি আরক্তনয়ন বাহির করিয়া বিকট মূর্ত্তিতে গ্রেহাম্‌কে ধরিতে অগ্রসর হইল।

গ্রেহাম্ অত্যন্ত ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূতলে পতিত হইল—কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে বলিল "আমায় ক্ষমা কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আগামী কল্য আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে তোমার সকল কথা জানাইব। এবার আমায় রক্ষা কর।" গ্রেহাম্ দেখিল মূর্ত্তি অন্তর্হিত। সে রাত্রি গ্রেহাম্ ঘুমাইতে পারিল না। প্রাতঃকাল হইলেই গ্রেহাম্ যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সকল কথা বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রথমতঃ বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু গ্রেহামের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি পুলিসের উপর তদন্তের ভার দিলেন। পুলিশ আশ্চর্য্য সংবাদ আনিল, যথাকথিত স্থানে রমণীদেহ, কুঠার ও জুতা প্রোথিত আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সে সকল আনীত হইল।

ইহার পর বিচারকালে ওয়াকার ও সার্প রমণীর ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মদোষ সংগোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা নিজমুখে স্বকৃত হত্যা স্বীকার করিয়াছিল। জজ্ বিচারে দুই জনকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

গল্প বর্ণনা করিয়া আমার বন্ধু বলিলেন, এই হত্যা ও

প্রেতমূর্ত্তির কথা অদ্যাপি ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে লোকমুখে কথিত হয়।

আবার স্নেহবশেও প্রেতাত্মা স্বজনের হিতসাধন করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের কোনও গ্রামে এক ধনবান্ কায়স্থের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। ভাই ভগ্নীদের মধ্যে অপরূপ সদ্ভাব ছিল। তিনটী ভাই ভগ্নীর মধ্যে এরূপ অনুরাগ ও প্রণয় ছিল যে একের অদর্শনে অপর দুই জন ক্ষণকালও সুস্থ থাকিতে পারিত না। পিতা মাতা ইহাদের সদ্ভাব দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। কিন্তু বিধাতার অপরিজ্ঞেয় বিধানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহসা ভব-লীলা সাঙ্গ হইল। পরিবারবর্গ সকলেই শোকে আচ্ছন্ন হইলেন, কতিপয় দিবস ধরিয়া তাঁহারা শোকে উন্মাদের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন, অহর্নিশ কেবল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে, দীর্ঘকাল গত হইলে পরিবারবর্গ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। পরিবারবর্গের অপর সকলে কোনও রূপে অন্যমনস্ক হইলেন বটে, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনও রূপেই জ্যেষ্ঠকে ভুলিতে পারিল না, সে নিয়ত কান্দিতে থাকিত, শোকাশ্রুতে দিন রাত্র তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত; সে নিদ্রাবস্থায়ও "দাদা দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

প্রায় দুই তিন সপ্তাহকাল বালক এইরূপ শোকমগ্ন

থাকিয়া রক্তামাশয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। প্রবল জ্বর এবং সেই সঙ্গে রক্তামাশয় দেখা দিল। ধনবানের সন্তান চিকিৎসকের অভাব নাই; ডাক্তারের উপর ডাক্তার, কবিরাজের উপর কবিরাজ আসিতে লাগিলেন, চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু কোনও রূপে ব্যাধির উপশম হইল না। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল। পেটের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা। বালক বলে, লৌহ শলাকা পুড়াইয়া নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে যেরূপ যাতনা হয়, ইহা সেইরূপ অসহ্য যাতনা। বালক যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আসিয়াও কোনরূপে রোগ দমিত বা উপশমিত করিতে পারিলেন না। শেষে লক্ষণ মন্দ হইতে লাগিল। এই সময় কনিষ্ঠা ভগ্নী এক দিবস গৃহসন্নিহিত উদ্যানে আসিয়া দেখে তাহার মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদ্যানের একপার্শ্বে বসিয়া কি ঔষধ তুলিতেছে। ভগ্নীর ভয় হওয়া দূরে থাকুক, সে নিকটে যাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, ভাই "তুমি মরিয়াছ, কি করিয়া এখানে আসিলে? আসিয়াছ ত বাটী আইস—এখানে কেন? আমি মাতাকে ডাকিয়া আনি।"

মৃত ভ্রাতা বলিল—"না ভাই, মাতাকে ডাকিও না। আমি যাইতে পারিব না। ছোট ভ্রাতার অসুখ কিছুতে আরোগ্য

হইতেছে না, সে যাতনায় অস্থির হইতেছে, এজন্য আমি যেখানে গিয়াছি সেখানে স্থির থাকিতে পারি নাই। তাহার জন্য ঔষধ দিতে আসিয়াছি। তুমি এখানে আসিবে আমি তাহা জানিতাম; অন্য কেহ আসিলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইত; কিন্তু তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস তাহাতে তুমি পলাইবে না, ইহা জানিয়া এবং তোমার আগমন সময় জানিয়া আমি ঔষধ দিতে আসিয়াছি—তুমি এই ঔষধ লইয়া জলে বাটিয়া ভাইকে খাওয়াও —খাইলেই সারিয়া যাইবে; তাহার যন্ত্রণায় আমার বড় কষ্ট হইতেছে।" এই কথা বলিয়া ভগিনীর পার্শ্বে ঔষধ স্থাপন করিল। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! আমার জন্য তোমার মন কেমন করে না?" উত্তর হইল—"করে না ত আসিয়াছি কেন? তোমরা যখন আমার জন্তে কান্দ আমার অন্তর ছট্‌ফট্‌ করে। সে জ্বালা প্রকাশ করিতে পারি না; শোকে আমিও দগ্ধ হই, আর তোমরা যখন আমায় ভুলিয়া খেলা কর, আমিও সুস্থ হইয়া বেড়াই।" বালিকা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মানস করিয়াছিল, কিন্তু সহসা সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। বালিকা স্তম্ভিত হইল, একটু ভীতও হইল; কিন্তু ঔষধ লইয়া আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিল। মাতার শোক দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পুত্রকে ঔষধ খাওয়াইতে বিলম্ব করিলেন না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ঔষধ খাইবার পর মুহূর্ত্ত হইতে অগ্নিতে

জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ শীতল হয়, যন্ত্রণা সেইরূপ একেবারে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। বালক বলিল—"মা, এ ঔষধ আমাকে এতদিন দাও নাই কেন?" বলা বাহুল্য, বালক ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল।

প্রেতগণ এইরূপ ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করে বলিয়াই, সকল প্রেত জীবিত কালের মূর্ত্তিতে যে স্বজনের নিকট আত্মপ্রকাশ করে তাহা নহে। মনের প্রবল আবেগ ও স্বীয় প্রভাবের আতিশয্য থাকিলে, সরল ও কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ প্রয়োজনবশতঃ প্রেতগণ দেখা দিয়া থাকে। কখনও কখনও স্বজনের মধ্যে সত্ত্বপ্রকৃতির লোক না পাইলে দূরসম্পর্কিত ব্যক্তিকেও দেখা দিয়া নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এবং স্বজনের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করে। ফলকথা, জীবনে মরণে ইহলোকে পরলোকে কোথায়ই জীব অনুরাগবিরাগ, প্রণয়বিদ্বেষ, শ্রদ্ধাবাৎসল্য বিস্মৃত হইতে পারে না, এমন কি, জন্মান্তরেও জীবহৃদয়ের বলবৎবৃত্তিসকল সংস্কাররূপে নিহিত থাকে। আর এইজন্য কেহ জাতিস্মর, কেহ যোগী, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ সঙ্গীতজ্ঞ, কেহ প্রেমিক, কেহ লম্পট, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ সদয় ও পুণ্যশীল, কেহ ক্রূর ও পাতকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সকল দেহেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার নিহিত থাকে।

## পরিণতি।

যে জীব পৃথিবীতে যে ভাবাপন্ন থাকে এখানে আসিয়া সে তত্তৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। বালক বালকপ্রেত হইয়া বাল্য-ক্রীড়ায় রত হয়, অপর বালক প্রেত পাইলে তাহার সহিত ক্রীড়া ও কলহাদি করে, কিন্তু আসক্তিবশতঃ স্বীয় পরিজনের সন্নিকটেই অবস্থান করে এবং জীবিতাবস্থার আত্মীয়গণকে দেখিয়া সুখানুভব করে। যুবকপ্রেত যৌবনসুলভ চাপল্যে এবং কুক্রিয়াদিতে রত হয়, কিন্তু সাহস, নির্ভীকতা, উদ্যম, উৎসাহে পূর্ণ থাকে। এইরূপ যুবক প্রেতের এখানে বিবাহাদি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ প্রেত আলস্য, উদাসীনতা, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি বৃদ্ধজনসুলভ ভাবে পরিপূর্ণ। ইহারা শান্তিপ্রিয়; ইহারা লোক-জনের অনিষ্টকারী নহে, কিন্তু যুবক প্রেতগণ মর্ত্যধামের পরিজনের উপর নানাবিধ উৎপাত করিয়া থাকে। আবার সকল প্রেত সমান নহে, ইহাদের মধ্যে সাধু অসাধু—নানা প্রকৃতির প্রেত আছে। কেহ বিশিষ্ট সাধুশীল, আবার কাহারও দৌরাত্ম্যে তিষ্ঠান ভার। কিন্তু যন্ত্রণাভোগ প্রেতমাত্রেরই অদৃষ্টায়ত্ত—সকল প্রেতকেই তীব্র যাতনা ভোগ করিতে হয়।

প্রেতগণের জীবিতকাল প্রায় পূর্ণ সম্বৎসর, তবে বিশিষ্ট-রূপ দুষ্কার্য্যান্বিতের জীবন দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া থাকে। এই জীবিতকালে প্রেতগণ অসহ্য যাতনা ভোগ করে—তীব্র যাতনা [illegible]শান্তকারী যাতনা—দিবারাত্র সে যাতনার হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি নাই। সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, কেহ ছট্‌ফট্‌ করে, কেহ স্বীয় দেহে মুষ্টি বা চপেটাঘাত করে, কেহ শিরে করাঘাত করে, কেহ নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া ফেলে। দারুণ মনঃক্লেশ—সর্ব্বাপেক্ষা মনের যাতনাই অধিক এবং সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেতগণ আর্ত্তনাদ করে। প্রেতগণের সূক্ষ্ম বা বায়বীয় দেহ, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়াদি লইয়া এক অপূর্ব্ব দেহ রচিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই দেহে সর্ব্ববিধ ক্লেশভোগ ঘটিয়া থাকে। বায়বীয় দেহ বলিয়া আমরা বায়ুভরে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারি এবং বায়ুর নিরালম্বতা প্রযুক্ত আমাদেরও আলম্বন নাই—শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারি, তবে অশুচি স্থানেই প্রেতগণের অধিকার। পুণ্যগন্ধ, পুণ্যদর্শন, পুণ্যনাম এ সকল হইতে প্রেতগণ দূরে পলায়ন করে। কিন্তু সাধুশীল প্রেতাত্মাদিগের এরূপ ক্লেশ ঘটে না। সাধুশীল ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত আস্তিক ব্যক্তিগণ এবং মুনিঋষি ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ দুঃখ ভোগের পরিবর্ত্তে পরম সুখোপভোগ করিয়া থাকেন। এই প্রেত-লোকে আসিয়া তাঁহারা বাসের জন্য নয়নমনের অভিরাম দিব্য স্থান লাভ করেন।

স্বভাবসুন্দর বন-উপবন-কুসুমকানন-পরিবৃত ও দিব্য শৈল-সরিৎ-ফুল্ল-সরোবরসেবিত মনোহর তপোবনে পুণ্যাশ্রমে

তাঁহারা আবাস লাভ করেন। প্রকৃতির পঞ্চভূত আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে থাকে। এখানে নিরন্তর প্রভাত-বায়ু ও মলয়সমীর প্রবাহিত। তরুণ অরুণ এবং পূর্ণ শশধর সমুদিত হইয়া দিবস-রজনী অলংকৃত করিয়া থাকেন। প্রেতভূমির এ স্থানে চন্দন-তুলসী-কুসুম-সৌরভে দিগন্ত আমোদিত এবং দিব্যবিহঙ্গজুষ্ট হৃদ্য ও পক্ক রসালফলপাদপ ফলভরে আনত।

সাধুগণ মর্ত্ত্যধামের ন্যায় এখানে তপঃ জপ পূজা ঈশ্বরারাধনা ও যোগ ধ্যানে নিরত থাকেন এবং তাঁহাদের আরাধ্য ভক্তবৎসল পুরুষোত্তম তাঁহাদের সকল ক্লেশ দূর করিয়া যোগক্ষেম বহন করেন। হায়, আমাদের এস্থানে যাইবার বা এস্থান দেখিবারও প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য নাই।

কিন্তু এরূপ লোক বিরল। প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা এত অল্প যে তাহা আদৌ গণনীয় নহে।

মর্ত্ত্যধামে বাষ্পযানে যাত্রীর জনতা বলিলে যেরূপ মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকের আধিক্যই অনুমিত হয়, প্রথম শ্রেণীর কথা যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, হরিদ্বার বা হৃষীকেশে একাধিক যবন থাকিলেও সেখানে যবনসংখ্যা যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, ভাগীরথীতে বিষ্ঠা ভাসিয়া কলুষীকৃতসলিল হইলেও জাহ্নবীজলের অশুচিতা যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, অভীষ্টদেবের অর্থাকাঙ্ক্ষা

থাকিলে মনোমধ্যে সে ত্রুটী যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, অথবা তস্কর-দলে ব্যক্তিবিশেষে পরোপকারপ্রবৃত্তি থাকিলে সে কথা যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, কিংবা আমিষভোজিগণের একাদশী-বাসরে মৎস্যমাংসবর্জ্জন অর্থাৎ নিরামিষতা যেরূপ ধর্ত্তব্য নহে, আমাদের প্রেতলোকেও সাধুগণের তদ্রূপ বিরলতাপ্রযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্য নহে। তবে আছেন বলিয়া উল্লেখার্হ। আবার নিতান্ত পাতকী অর্থাৎ আত্মঘাতী পশুঘাতী প্রভৃতির কথাও সবিশেষ বর্ণনীয় নহে। মধ্যম শ্রেণীর পাতকীর বা সাধারণআসক্ত ও সংসারী জীবের কথা অর্থাৎ মাদৃশ লোকের কথাই বর্ণনীয়। প্রেতগণের অসহ্য ক্লেশ।

কিন্তু এই ক্লেশভোগ চরম পরিণাম নহে। প্রধান দণ্ডভোগ পরে হইয়া থাকে। মর্ত্ত্যভূমিতে অপরাধী, কারাদণ্ড ভোগের পূর্ব্বে, অথবা বিচারের পূর্ব্বে, যেরূপ হাজতে থাকে, এই প্রেতভূমি তদ্রূপ হাজতের তুল্য। এই হাজতরূপ প্রেতত্ব অবসানে কারাদণ্ডতুল্য নরক-জ্বালা ভোগ হইয়া থাকে। নিষ্পাপিগণের বা পুণ্যবানের স্বর্গভোগও হয়। নরক-যাতনা আরও তীব্রতর শুনিলাম, তবে সেখানে দেহের কষ্ট অধিক, আর এখানে মানসিক জ্বালা প্রবল। ঠিক হাজতের পর যেরূপ কারাগৃহ। যাহা হউক আমার এই ক্লেশ এক্ষণে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, আমি এক্ষণে প্রেতভূমির

নানাস্থান সন্দর্শন করিয়া বেড়াই এবং বন্ধু বান্ধবের নিকট যাতায়াত করি।

একদিন আমার বাটীর ডাক্তারের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি ডাক্তার বাবু তাঁহারই ডাক্তারখানার সম্মুখে তালবৃক্ষের শিরোদেশের নিম্নে ঝুলিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, আমি নিরালম্বে সুখাসীন হইয়া কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলাম। আমার ক্লেশের কথা শুনিয়া তিনি আমাকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক নিজের দুঃখের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার মৃত্যুর পর হইতে এই ফলহীন তালতরুশিরে আমি বাস করিতেছি, আমি জীবিতকালে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলাম; কত শত লোককে চিকিৎসা করিয়া নির্ব্যাধি করিয়াছি, আবার বুদ্ধির দোষে ভ্রমবশতঃ কাহাকে কাহাকে নিহতও করিয়াছি। যাহাদের নিহত করিয়াছি, তাহারা আসিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার গলদেশ ধরিয়া সেই সকল উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন করায়, তাহার আঘ্রাণে নাসিকা জ্বলিয়া যায় এবং তীব্রতায় বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; যাহাদের নির্ব্যাধি করিয়াছিলাম, তাহারা আমার কাতরতা শুনিয়া সময়ে সময়ে জলদান করে। অস্ত্র চিকিৎসায় অনবধানতা বশতঃ যাহাদের নিহত করিয়াছি, তাহারা নানাবিধ শাণিত অস্ত্র

লইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। ভ্রাতঃ! সে জ্বালা সহ্য হয় না; প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে তিন চারি বার আসিয়া আমার এই প্রেত দেহ শাণিত অস্ত্রে বিদারণ করিয়া দেয়। হায়! এখনও সে জ্বালায় দেহ জ্বলিতেছে—আর যাহাদের যথাবিধি আরোগ্য করিতাম তাহারা আমার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ক্ষতের উপরি মলম প্রয়োগ করে। এইরূপে আমি দিবারাত্র ঔষধ ও অস্ত্র সেবা করিয়া থাকি। কেহ বা আসিয়া আমার নাসা-রন্ধ্রের নিকট সংজ্ঞালোপকারী ঔষধ স্থাপন করে, আর তাহাতে আমার অন্তরিন্দ্রিয় দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ ক্লেশে আমি দিন যাপন করি। আর আমার অব্যর্থ ঔষধ গুলি—যে গুলি আমি কত যত্নে সংগোপন করিয়া রাখিতাম, যাহার প্রয়োগে সুনিশ্চিত আশু ফল পাইতাম, এই সেই ঔষধ গুলি আমার সঙ্গে অথবা আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই গুলির জন্যই আমাকে এই তালবৃক্ষশিরে প্রলম্বিত থাকিতে হইয়াছে; এই ঔষধের রোগিগণ কোথায়ও রোগের প্রতীকার-লাভে অসমর্থ হইয়া, দৈবযোগে এই বৃক্ষতলে আসিলে আমি তাহাদের গাত্রের উপর সেই সকল ঔষধের বটিকা নিক্ষেপ করি—হায়, রোগের জ্বালায় তাহা সেবন করিয়া পীড়িতেরা রোগমুক্ত হয়। ক্রমশঃ এ কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, অনেক রোগী এই তালতরুতলে ঔষধের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। তাহাদের

ঔষধ দিবার জন্যই আমি এই তরু-শিরে প্রলম্বিত আছি। হায়, আসক্তির কি দুর্ব্বিপাক পরিণাম! ঐ সকল ঔষধে প্রবল আসক্তিবশতঃ উহারাই আমার গতি ও ধ্যান ধারণা হইয়াছে। ভ্রাতঃ! যদি কেহ আমাকে উক্ত ঔষধ গুলি ভুলাইয়া দেয়, তবে আমার নিষ্কৃতি লাভ হয়।" ডাক্তার বাবু এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নিকট সে দিবস বিদায় লইয়া স্বীয় বাসস্থানে অর্থাৎ বারাণ্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিবস আমার দেওয়ানজীর বাটীতে যাইলাম। দেওয়ানজী আমার আগমনের পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে এই প্রেতধামে আগমন করিয়াছেন। তিনি আমা অপেক্ষা এ লোকের বিবরণ সম্যক্ অবগত, এবং তিনি আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভাশায় পর দিবস তাঁহার বাটীতে যাইলাম। আমার বাসস্থান হইতে দেওয়ানজীর আবাস শত ক্রোশেরও অধিক হইবে। মর্ত্ত্যধামে হইলে অনেক ক্লেশে যাইতে হইত; গাড়ি ঘোড়া জলযান প্রভৃতি বহুবিধ যানে এবং বহুক্ষণে ও ক্লেশে তাঁহার বাটীতে পৌছিতে হইত; কিন্তু প্রেত-লোকের অসাধারণ মহিমা, মনে উদয়মাত্র দুই এক দণ্ডের মধ্যে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলাম।

হায়, বৃদ্ধ দেওয়ানকে দেখিয়া আমার নিজের দুঃখও বিস্মৃত হইলাম। দেখি, দেওয়ানজী তাঁহার ছাদের কার্ণিসের উপর

উপবিষ্ট আছেন এবং অসংখ্য গোপ সদ্গোপ উগ্রক্ষত্রিয় দুলে বাগ্দী নিকৃষ্ট বর্ণের প্রেতাত্ম প্রজা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। কেহ বেত্র কেহ চাবুক কেহ কিল কেহ চপেট যে যাহা পাইতেছে তাহারই দ্বারা বৃদ্ধকে প্রহার করিতেছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া বিচার কার্য্যে উদাসীন ছিলাম বলিয়া আমাকেও প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুণীরা ও বৃদ্ধগণ "ক্ষান্ত হও, রাজা! জমিদার!" এই কথা বলিয়া দুর্বৃত্তগণকে নিরস্ত করিল। তাহারা তখন দেওয়ানজীকে আক্রমণ করিল। প্রহারের আঘাতে দেওয়ানজীর গাত্রচর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে। প্রেত দেহে রক্ত নাই নচেৎ বোধ হয় রক্তের নদীনালা বহিয়া যাইত। আমি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া প্রেত প্রজাগণকে ক্ষণকাল প্রহার করিতে নিবৃত্ত করিলাম। দেওয়ানজী শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ইহারা প্রায়ই আসিয়া আমাকে এই ভাবে প্রহার করে, পীড়ন করিয়া অর্থ লইয়াছিলাম বলিয়া ইহারা তাহার প্রতিফল প্রদান করে।" দেওয়ানজী প্রহারের যাতনায় আমাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে বিস্তর সমাদর করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অবাক্। দেওয়ানজী আবার আমাকে বলিলেন "প্রেতাত্ম হুজুর! ইহাত যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশ দেখিলেন, আমি পুত্রগণের উন্নতির

জন্য সর্ব্ব প্রকারে, ধর্ম্মাধর্ম্মে লক্ষ্য না করিয়া উৎকোচ, উৎপীড়ন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার ত পরিণাম এই দেখিলেন ; কিন্তু যাহাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহারা আমার নাম গন্ধও করে না, সুতরাং তাহাদের বাটীর মধ্যে আমার স্থান নাই। ক্ষোভের কথা, পত্নীকে দুই চারি দিবস স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম বলিয়া পত্নী প্রাতঃকালে আমার নাম করিয়া ভস্ম প্রদান করিত। এই সকল কারণে বাটীর মধ্যে আমার স্থান নাই ; আমি এই বহির্বাটীতে ছাদের কার্ণিসের উপরে নিরালম্বে অবস্থান করি। রৌদ্র বৃষ্টি সবই আমার দেহের উপর দিয়া চলিয়া যায়, রৌদ্রে গাত্র দগ্ধ হয়, আবার শিশিরে ও বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যায়। অভক্ত পুত্রগণ শ্রাদ্ধাদি করে না ; সুতরাং অন্নের ঘ্রাণ অবধি লাভ করিতে পাই না। কিন্তু স্নেহের বশীভূত হইয়া এই বহির্বাটীর কার্ণিসের উপর থাকিয়া আমি তাহাদের দর্শন করি। হায় ! এখনও আমার মনে পুত্রগণের উন্নতিবাসনা জাগরিত ! আর—এজন্য, আমি সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করি ; পশু অথবা তস্কর আসিলে ক্ষেত্রে লোষ্ট্র বৃষ্টি করিয়া থাকি, ভয়ে পশুগণ পলায়। হায়—এ শস্যের এক দানাও যদি হতভাগ্যেরা আমাকে প্রদান করিত, তাহা হইলে প্রেতভূমি কি সুখের স্থান হইত !" এই বলিয়া দেওয়ানজী ক্ষোভ করিতে লাগিলেন।

তিনি আবার বলিলেন—"প্রেতাত্ম হুজুর! আমি পুত্রগণের শস্য, গৃহ ও ধনাদি রক্ষা করি—প্রবল আসক্তির নিমিত্ত আর কোনও স্থানে যাইতে পারি না; কিন্তু এতদিনে বোধ হয় আমার ক্লেশের অবসান হইয়াছে।" ক্লেশের অবসান শুনিয়া আমি বিস্ময় ও ঔৎসুক্যবশে তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ অবসান দেওয়ানজী মহাশয়?" দেওয়ানজী বলিলেন—"প্রেতাত্ম হুজুর! সম্প্রতি আমাদের কৃষ্ণাগবী (কালগাই) অন্তঃসত্ত্বা হইবে; আমি তাহার গর্ভে বৃষ রূপে জন্মিয়া পুত্রগণের-ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার অনুমতি পাইয়াছি।" দেওয়ানজীর এই কথা শুনিয়া আমার বায়বীয় প্রেত নাসিকায় উষ্ণশ্বাস পতিত হইল, আর শুনিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেওয়ানজীকে "তবে অদ্য বিদায় হই" বলিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। আসিবার সময় দেওয়ানজী আমাকে দক্ষিণ দিকের পথ দিয়া প্রেতগণের অবস্থা দেখিয়া যাইতে বলিলেন। আমি দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এক হৃদয়বিদারক ব্যাপার দর্শনে আমার অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া যাইল। দেখিলাম আমার বাটীর এক বালবিধবা পরিচারিকা বিষম আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমি নিকটে যাইলে "পিতঃ! রক্ষা কর, পিতঃ! রক্ষা কর," বলিয়া দ্বিগুণতর ক্রন্দন করিয়া উঠিল। পরিচারিকা জীবনে নানা

দুষ্কার্য্য করিয়াছিল, এক্ষণে একটী ভ্রূণ তাহার উদর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে ও উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিলাম। ভ্রূণ দুই হস্তে পাপীয়সীর উদরের রক্তাক্ত অন্ত্র, শিরা, ধমনী টানিয়া বাহির করিতেছে, আর নিষ্পেষণ পূর্ব্বক দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও চর্ব্বণ করিতেছে। এক একবার দন্তদ্বারা দুর্বৃত্তার হৃদয় নিষ্পেষণপূর্ব্বক রক্তপান করিতেছে এবং রক্ত নিঃশেষ হইলে উদরের ও বক্ষের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। পাপিষ্ঠা যে ভ্রূণকে নিহত করিয়াছিল, এক্ষণে সে অশেষরূপে এই মাতৃরূপিণী রাক্ষসীকে দিবারাত্র তীব্র যাতনা দিতেছে। পরিচারিকা কান্দিতে কান্দিতে বলিল—আঠার বৎসরকাল যাবৎ তাহাকে এই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। ব্যাপার দেখিয়া আর আমার সেস্থানে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না।

আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল—কিন্তু আমি মনে মনে "ঠিক হইয়াছে, উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে," বলিয়া দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। ইহার পর আর কিঞ্চিৎ দূর যাইলে অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম—অপঘাতী আত্মঘাতী এবং নৃশংস নরঘাতী ও পশুঘাতীদের দুর্দ্দশা অবলোকন করিলাম। অপঘাতীগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইতেছে। তাহারা চৈতন্যোদয়ের উপক্রম হইলে আবার সেই অপঘাতের

বিভীষিকা দর্শনে ভয়ে কম্পিত হইতেছে ও কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহারা কিছুকাল মূর্চ্ছিত থাকিয়া চৈতন্যলাভের উপক্রমে দেখিতেছে—মস্তকের উপর প্রচণ্ড রবে অশনিপতন হইতেছে ; অমনি "ধর ধর! রক্ষা কর ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায় !" বলিতেছে ও থরহরি কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইতেছে—আবার চৈতন্যোদয়ে এইরূপ বিভীষিকা—দীর্ঘকাল মূর্চ্ছানন্তর চৈতন্যোদয় হইলেই ইহারা এইরূপ বিভীষিকা দর্শন করে ও ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হয়। সর্পাঘাতের প্রেতও তদ্রূপ চৈতন্যোদয়ে—আরক্ত ফণাবিস্তারপূর্ব্বক বিষধর সর্প দংশন করিতে দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিকে ত্রস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, শেষে দারুণ ভুজঙ্গদংশন অনুভবে জ্বালায় অস্থির ও অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। চৈতন্যোদয়ে পুনর্ব্বার এই বিভীষিকা। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অচৈতন্যে ও ভয়ে ইহারা কাল যাপন করিতেছে।

জলমগ্ন-প্রেত অতল জলে ডুবিবার ক্লেশ অনুভবে ভীত ও অস্থির হইয়া অচেতন হইতেছে। ইহাদের চৈতন্যোদয় হইলেই অপঘাত বিভীষিকা দর্শন করে, আর ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়।

আত্মঘাতীরা এইরূপ পুনঃ পুনঃ অপঘাত বিভীষিকা ও

অচৈতন্য ভোগ করিতেছে। উদ্বন্ধনে বা বিষভক্ষণে যাহারা ভবধাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা পুনঃ পুনঃ তত্তৎ যন্ত্রণা ও জ্বালা অনুভবে অস্থির হইয়া, শেষে সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছে—মূর্চ্ছাভঙ্গে আবার সেই জ্বালা, এইরূপে ইহারা পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা ও অচৈতন্য অনুভব করিতেছে।

পশুঘাতীরা এইরূপ—তীব্রদন্ত ও বিষাণ বিস্তারপূর্ব্বক হতপশুগণ চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আসিতেছে—নিরন্তর এই বিভীষিকা দর্শনে আকুলিত হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু যে দিকে ধাবিত হয় সেই দিকেই হতজীব বৈরনির্য্যাতনে ও প্রতিহিংসাসাধনে উন্মত্ত-প্রায় আক্রমণ করিতেছে—স্ফুটিত আরক্ত চক্ষু ও দন্ত বাহির করিয়া—মুখব্যাদানপূর্ব্বক ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ও চীৎকার করিতে করিতে, সেই মৃত্যু কালের ভীষণ মূর্ত্তিতে বেগে আসিয়া আক্রমণ করিতেছে—শেষে বক্ষে, উদরে, কণ্ঠে শৃঙ্গ ও দন্ত প্রবেশ করাইল, এই বিভীষিকা অনুভব করিয়া "মরি গো! যাই গো! প্রাণ যায় গো!" উচ্চারণ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতেছে। দুষ্কৃতগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিভীষিকা ও মূর্চ্ছাভোগে কাল কাটাইতেছে।

ব্যাপার দেখিয়া আর আমার অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি

হইল না; প্রেতনয়নে হস্তাচ্ছাদন দিয়া স্বীয় ভবনে অর্থাৎ বারাণ্ডায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এইরূপে আমার প্রেতত্ব ভোগ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ মাস, ঋতু, ষণ্মাস অতিবাহিত হইয়া যাইল। দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর আগত প্রায়। এক্ষণে বাটীতে আবার আমার কথা উত্থিত হইল। পরিবারবর্গ আমার সপিণ্ডন ক্রিয়া সমাধার কথা আরম্ভ করিলেন এবং সেই সঙ্গে, আমি যে স্থানের নাম উচ্চারণ করিতে অক্ষম, তথায় আমার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা ও হইতে লাগিল। অমি উদ্গ্রীব হইয়া সে সকল কথা শ্রবণ করি। ক্রমশঃ পূর্ণ সম্বৎসর অতীত হইলে, আমার পুত্রগণ, আমার সপিণ্ডনক্রিয়া সমাধানান্তে, সেই ক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরিবারবর্গের প্রায় সকলেরই যাইবার ব্যবস্থা শুনিলাম। আমি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। এক্ষণে প্রেতত্বে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়া এবং পরিবারবর্গের ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের উপর আমার আসক্তির লাঘব হইয়াছে, আর তাহাদের সান্নিধ্য আমার প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না; বিশেষতঃ দেখিলাম, পরিবারবর্গ আমার ধনেরই প্রত্যাশা করে, আমাকে চাহে না, এই সম্বৎসরমধ্যে কেহ আমার নাম গন্ধও করিত না, সকলেই নিজ নিজ সুখে উন্মত্ত থাকিত। এই সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং যাতনা ভোগ করিয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত

পরিণতি।

আমার প্রাণ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতাম এবং পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিতাম। এইরূপ সময়ে আমার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা হইল। পরিবারবর্গ শুভদিন দেখিয়া আমার পিণ্ডদানার্থ ভবন হইতে যাত্রা করিলেন। আমার আনন্দ ধরে না—আমি তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হইলাম। হায়, এতদিনে বুঝি, আমার বারাণ্ডাবাসের অবসান হইল।

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## গয়াধাম।

এই গয়াধাম! এই কি মন্দাকিনী অপেক্ষা প্রেতকুলের প্রিয়তম ফল্গু প্রবাহিত? ঐ কি মৌক্তিককণা সদৃশ বালুকাকণা প্রেতলোকের অপার প্রীতি বিধান করিতেছে? স্বর্গীয় শীতল, স্বচ্ছসলিল-ফল্গু প্রেতলোকের পিপাসা শান্তির নিমিত্ত এত জলরাশি লইয়া প্রবাহিত? ঐ যে চারিধারে অমৃতমন্ত্রোচ্চারণে পিপাসার্ত্ত প্রেতকুল আকণ্ঠ জলপান করিতেছে—ডুবিয়া ডুবিয়া, শতবার ডুবিয়া, স্বচ্ছসলিলে অনন্ত ডুব দিয়া, প্রেতকুল প্রেতদেহের অসহ্য জ্বালা দূর করিতেছে! ঐ দেখ প্রেতগণ সন্তরণ, নিমজ্জন, উল্লম্ফন, নর্ত্তন, ধাবন, কুর্দ্দনে সলিল আবিল করিয়া তুলিয়াছে! কে এ নদীতে এত জল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন? হায়, মনে হয় চিরকাল এই নদীগর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া, দেহের জ্বালা নির্ব্বাপিত করি। অপোময়—ফল্গুময় জগৎ হইয়া যাউক—অমি সেই পবিত্র জলে ডুবিয়া অন্তরের বহ্নি নির্ব্বাপিত করি।

কিন্তু উহা আবার কি? ঐ যে উত্তুঙ্গ শৈলোন্নত মন্দির

হইতে বেদ মন্ত্রের অথবা শ্রুতি অপেক্ষা পূততর প্রেতলোকের প্রীতিজনক মন্ত্র সহিত পিণ্ডপাত হইতেছে—এমন সুন্দর মন্দির ত দেখি নাই! কে এ মন্দির নির্ম্মাণ করিল?

মন্দিরের প্রস্তরে, ইষ্টকে, চূর্ণে, বালুকায়, কঙ্করে, অণুতে, পরমাণুতে প্রেতকুলের পরমপ্রীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিশাল মন্দির মধ্যে উহা কি অপূর্ব্ব পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে? উহা আবার কি? এমন সুন্দর শ্রীপাদপদ্ম ত দেখি নাই। কাহার এ পাদপদ্ম?

এই কি বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ভক্তজন-জন্মজন্মান্তরাকাঙ্ক্ষিত ব্রাহ্মণারাধিত তপোনিষ্ঠ যোগিধ্যেয় সেই বিষ্ণুর পরম পদ? নারদশুকশম্ভুদেবর্ষি-অনুধ্যাত যতিবৃন্দ-সেবিত, জ্ঞানি-জনাবলম্বিত ভক্তবৎসল নারায়ণের মোক্ষপ্রদ রাঙ্গা পদ? উপনিষৎকীর্ত্তিত দর্শনসূচিত গুরূপদিষ্ট এই অভীষ্টপদ, অথবা পতিতপাবন কাঙ্গালশরণ পাতকীতারণ দীনবন্ধু হরির অভয় পদ?

এই পদের লাগিয়া কি চৈতন্য নবদ্বীপ পরিহার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়াছিলেন—পাতকীর পায়ে ধরিয়া পরোপকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন? এই পদ দর্শনের জন্য কি স্বামী, দণ্ডী, আচার্য্য, সন্ন্যাসী সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ভুবন পর্য্যটন করেন—পরিব্রাজক পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন? বশিষ্ঠ,

বাল্মীকি, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, মরীচি, সনক, সনন্দ, জনকাদি কি এই পদের মহিমা উপলব্ধি করিয়া জগৎ অপদার্থ নির্ণয় করেন ?

অজামিল—সুরাপায়ী, নরঘাতী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, উন্মত্তবিপ্র অজামিল, অন্তে কি পুত্রস্মরণে এই চরণের উল্লেখ করিতে গিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করিয়াছিলেন ?

পূতনা—লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী, রুধিরাশনা, পিশাচীপূতনা—মাতৃরূপে স্তনদানচ্ছলে বিষদান করিয়া এই পদের সংস্পর্শে কি মাতৃগতি লাভ করিয়াছিলেন ? *

অহল্যা—ভ্রমক্রমে দ্বিচারিণী, অন্যাসক্তা, গোতমজায়া অহল্যা—স্বামিশাপে পাষাণ দেহ লভিয়া এই পদের সংস্পর্শে কি মানবীদেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?

দর্শন কি এই পদ প্রদর্শনের উপদেশ দিয়া এত প্রতিপত্তি লাভ করে ? শ্রুতি, স্মৃতি, শাস্ত্র, সকলেই কি এই পদের মহিমা কীর্ত্তন করে ? নশ্বর জগতে এই নিত্যপদ, অথবা নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, অকিঞ্চন প্রেতকুলের উদ্ধারক অবাঙ্‌মনসোগোচর দয়াময় হরির শুভ্রপদ ?

---

* পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্‌॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌।

পরিণতি।

বিরাট পদের চারি ধারে প্রেতকুল পুলকিত-কলেবরে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—ঐ দেখ ইহকাল পরকালের দ্বার এই ক্ষেত্রে একত্র মিলিত—ঐ দেখ করতালি দিয়া প্রেতকুল নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া পরম পদে প্রণিপাত করিতেছে, কত যাতনা—কত নিরয়যাতনার অবসান হইল বলিয়া প্রেতাত্মগণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে কৃপাময় বিভুর স্তুতি পাঠ করিতেছে। হায়! মনে হয়, চিরদিন এই খানে দাঁড়াইয়া বিভুর অভয় পদ দর্শন করি; দুর্লভ প্রেতদেহ—যে দেহের অবসানে বিভু-পদের দর্শন লাভ হয়।

দীর্ঘকাল উপবাসের পর আকণ্ঠ খাইতে পাইয়া প্রেত-পুরুষগণ উদরতৃপ্তিতে সাশ্রুনেত্রে বিশ্বপতির পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। প্রেতাত্মগণ বলিতেছে, প্রেতের উদ্ধারক! পরমপুরুষ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আবার অক্ষয়বটে পিণ্ডের পরিব্যাপ্তি হইয়াছে, গদাধর-পদে পিণ্ডের স্তূপ উঠিয়াছে, ফল্গুতে পিণ্ডের স্রোত বহিতেছে, আর ঐ ক্ষেত্রে—যাহার নাম করিতে আমি স্তম্ভিত, তথায় পিণ্ডের শৈল উঠিয়াছে।

হায়, প্রেত দেহে এই পিণ্ডের কণিকা যদি প্রাপ্ত হই, তবে আমার এ ক্ষুধার শান্তি হয়, এই পিণ্ডের এক কণিকা প্রাপ্ত হইলে আমার ভব-ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, গদাধর-পদে পতিত

পিণ্ডের প্রসাদ-কণিকা প্রাপ্ত হইলে, আমার প্রেতদেহের, জীবদেহের, স্থূলদেহের, সূক্ষ্মদেহের, সর্ব্বদেহের অবসান হইয়া উদ্ধারসাধন হয়।

আবার ঐ শুন, হরিধ্বনিতে ঐ ক্ষেত্র প্রপূরিত হইতেছে, গঙ্গা নারায়ণ নামের কলধ্বনিতে ঐ স্থান নিনাদিত হইতেছে, ভগবানের নাম উচ্চারণে—"জয় গয়া গঙ্গা গদাধর হরি" রবে ভূতল পবিত্রীভূত হইতেছে।

কিন্তু এ মহিমা কাহার? কাহার মহিমায় এ স্থান এত পবিত্র? নিরাকার নির্বিকার নির্গুণ অকাম অচ্যুতের পাপীদের জন্য কি প্রাণ কাঁদিয়াছিল? না, ভীষণাকার বিকৃত সহৃদয় সকাম দৈত্যের হৃদয়ে পাতকীচিত্তের সমচিত্ততা উদয় হইয়াছিল? পাতকীব্যথার সমব্যথী, পাপীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে আর্ত্ত, ক্লিশিতের ক্লেশদর্শনে ক্লিষ্ট, পরের জন্য কাতর অসুর—অসুর-প্রকৃতিতে দেবপ্রকৃতি অপেক্ষা শ্লাঘ্য নহে কি? পরের দুঃখ-মোচন করিতে যিনি রসাতলে অবস্থান করিতেছেন, পরের দুঃখ দর্শনে যিনি নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন, পরহিতসাধন যাঁহার জীবন-ব্রত—পরহিত, পতিতহিত, পাতকীহিত, দুষ্কৃতহিত, দুর্গতহিত, সর্ব্বজনহিত, অনন্তজগৎ হিতে যিনি নিযুক্ত এবং জগদ্বন্দিত কৃষ্ণ যাঁহার গুণে প্রীত হইয়া পুরস্কার-দানচ্ছলে মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া পরার্থপরতার

পুরস্কারের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন, এ তাহার মহিমা, অথবা পাপহারী পুরুষোত্তমের মহিমা—কাহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম না।

অসুরনাম ধারণই গয়-দানবের শ্লাঘা। কৃষ্ণকলঙ্ক যেরূপ রাধার অলঙ্কার, অসুরজন্ম যেরূপ প্রহ্লাদের ভূষণ, পাষাণনন্দিনী নাম যেরূপ ভগবতীর স্তুতি, তদ্রূপ গয়াসুর নামই গয়-দানবের কীর্ত্তি।

গঙ্গাজলের পবিত্রতা চিরবিদিত—সে পবিত্রতা দর্শনে কে বিস্মিত ও পুলকিত হয়? মধুকে কে কবে মধুর বলিয়া বিশেষিত করে? কৃষ্ণ বসনে কে কবে কালীর চিহ্ন লক্ষ্য করে? কিন্তু তুষারধবল বসনেই কালীর চিহ্ন লক্ষণীয়; নিম্বে মাধুর্য্য বিস্ময়োৎপাদক, পল্বলজলের বিশুদ্ধতা সবিশেষ ব্যাখ্যানার্হ, এবং এই গুণে, যাঁহার নাম করিতে, প্রেতাত্ম আমি স্তব্ধ ও অক্ষম—সেই অসুরের দেবপ্রকৃতি উল্লেখার্হ বলিয়া বোধ হয়।

যাহারই মহিমা হউক, সে বিবাদে আমার প্রয়োজন কি? আম্র কুড়াইতে আসিয়া কাহার উদ্যান, কত রাজস্ব ইত্যাদির অন্বেষণে প্রয়োজন কি? পিণ্ডকণার প্রয়োজন, তাহা লাভ হইলেই চরিতার্থ হই—এই ভাবিতে ভাবিতে পিণ্ডক্ষেত্রের সন্নিধানে ধাবিত হইলাম—দেখি, আমার তৃতীয় পক্ষের

পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ পিণ্ডদান করিতেছেন। মন্ত্র সহ গদাধর পদে আমার পিণ্ডপাত হইতেছে।

জয় গয়া গঙ্গা গদাধর হরিঃ ! এষ তে পিণ্ডঃ,

জয় গয়া গঙ্গা গদাধর হরিঃ !!

পিণ্ড প্রদানমাত্র আমার প্রেতত্ব মোচন হইল। তখন আমি "আর পাপ পথে যা'বনা যা'বনা, মায়ার ছলনে ভুলে কে আর" প্রতিজ্ঞা করিয়া, গদাধর-পদে বারংবার প্রণাম করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। যাইবার সময় পরিবারবর্গকে একবার দেখিয়া যাইব ভাবিলাম, কিন্তু আর না—পাছে আবার আকৃষ্ট হই, এই আশঙ্কায়, এবং বিশেষতঃ, বারাণ্ডার কথা মনে পড়ায় আমি বেগে প্রস্থান করিলাম।

---

# চতুর্থ অধ্যায়।

## ত্রিদিবপথে।

পিণ্ডলাভ করিয়া আমার প্রেতদেহের সর্ব্বক্লেশ নাশ হইল। পুত্র কন্যাগণের পিণ্ডপ্রদান মাত্র আমার উদর ভরিয়া যাইল, পিণ্ডের এক কণাতেই আমার পূর্ণ এক বৎসরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল—প্রেতোদর পিণ্ডে পরিপূর্ণ হইল। এত তৃপ্তি—এত পরিতোষ, কোনও দিন লাভ করি নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল জ্বালার এককালে নিবৃত্তি হইল—আমার উদ্ধার লাভ হইল।

উদ্ধার লাভমাত্র আমি গদাধর-পদে প্রণিপাত করিয়া বেগে পলাইতেছি, এমন সময় এক স্বর্গীয় অনুচর আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল এবং অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধীর! কোথায় যাইতে হইবে?" পুরুষ-আকৃতি বলিল "দেবভূমিতে"। দেবভূমিতে বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। আহা, দেবভূমির কি রমণীয় পথ!

পুণ্যভূমির রমণীয় মার্গ, তাল, তমাল, জম্বু, পলাশ, আরগ্বধ,

প্লক্ষ, খদির, নিম্ব, করঞ্জ, গুবাক, খর্জ্জুর, বদর, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কতপ্রকার মহীরুহের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় তর্পিত। স্রোতস্বিনী শীতল শীকরে, সমীর সুস্নিগ্ধ করিয়া কুলু কুলু রবে মনের আবেগে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। মানসাদি সরোবরে শুভ্রসরোজ বিকসিত হইয়া ঘ্রাণতর্পণ সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, আর হংস, চক্রবাক, কারণ্ডবাদি জলচরপক্ষিগণ সরোবরে সন্তরণ দিতেছে, মত্ত-ভৃঙ্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কমলের শোভা সন্দর্শন করিতেছে, আর তটাসীন মুনিবালকের সামগানের অনুকরণে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে।

কোথাও কিন্নরবধূ কুম্ভকক্ষে, মন্থরগমনে, তটিনীতে অবগাহন করিতে যাইতেছে, আর সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বকুমারীগণ দ্রাক্ষাকাননে দ্রাক্ষাহরণ করিতেছে; কোথাও যদৃচ্ছাজাত বন-কুসুম, বিকসিত হইয়া, গন্ধবহকে সুগন্ধ দান করিতেছে, আর পাপিয়া, পরভৃৎ সুখাসীন হইয়া পঞ্চমস্বরে তান ধরিয়া বিপিনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; কোথাও বিবিধবর্ণের বিবিধ-গন্ধের কুসুম শিরে লইয়া, কুসুমপাদপ বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে, আর মলয়ানিল, মৃদুহিল্লোলে, প্রবাহিত হইয়া যতিগণের আশ্রমকুটীর সুরভিত করিতেছে। চম্পক, কামিনী, নাগেশ্বর, বকুল, টগর, গন্ধরাজ, ধুস্তুর, মল্লিকা, জাতী, যূথী, জম্বীর বিকসিত

হইয়া দেবপথকে রূপে গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছে এবং পক্ক আম, জাম, লিচু, কদলী, পেয়ারা, পনস, বিল্ব, কপিত্থ, আনারস, বুভুক্ষিত পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। কোনও স্থানে মালতীলতা অশ্বত্থতরুতে উত্থিত হইয়া দেবমার্গকে ছায়াবৃত করিয়াছে, আর দ্রাক্ষালতা মৃদুসমীরে দুলিয়া বিদ্যাধরীদের জন্য দ্রাক্ষা বর্ষণ করিতেছে; কোথায়ও পক্কমধুক যক্ষ-বধূকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে, আর অন্যত্র পুষ্ট দাড়িম্ব গন্ধর্ব্ব-গেহিনীর মনোহরণ করিতেছে; কোনও স্থানে মুনিকুমারীগণ পয়স্বিনীর স্তনে দুগ্ধ দোহন করিতেছে, আর কোথায়ও গৃহিণীগণ নবনীত গলাইয়া হোমের হবিঃ প্রস্তুত করিতেছেন। দেবভূমির পথে মৃগগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, বেণে বৌ "খোকা হউক" "খুকী হউক" বলিয়া, গৃহস্থের হিতকামনা করিতেছে, আর বৌ কথা ক বিহগ "বৌ কথা ক" উচ্চারণ করিয়া নববধূর নিকট হইতে "তুই কথা ক" ব্যঙ্গোক্তি লাভ করিতেছে। দেবভূমির পথে কোনও স্থানে পর্ব্বতগাত্রে সরিৎ ছুটিয়াছে, কোথাও নির্ঝর হইতে ঝর্ ঝর্ রবে বারিধারা পতিত হইতেছে, আর তাহাতে ক্ষুদ্র শফরী উজান উঠিতে প্রয়াস পাইতেছে; কোনও পুণ্য-স্থানে বেদপাঠ ধ্বনি হইতেছে, কোথায়ও বিষ্ণুধ্যান, কোথায়ও শিবধ্যান, কোথায়ও সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, আর ময়না,

শুক, শালিক তাহার অসম্যক্ উচ্চারণে বিহগ-রসনা সার্থক করিতেছে।

এই সমস্ত শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বন উপবনের মধ্য দিয়া আমি দেবদূতের পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমশঃ তুষারধবল গিরিদেহ দৃষ্ট হইল, শীতল সমীর আমার প্রেত-গাত্রকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু দেবভূমি দর্শনের আশায় সে সকল ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া চলিলাম; ক্রমশঃ হরিদ্বার, গোমুখী, গঙ্গা, অলকনন্দা, হৃষীকেশ, মন্দাকিনী, বদরিকাশ্রম, কেদারাশ্রম প্রভৃতিও অতিক্রম করিলাম। আহা! সে সকল স্থান কি রমণীয়।

রাজর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিগণের সঞ্চরণে এ সকল স্থান হইতে পাপতাপ, সর্ব্বসন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে; এখানে চিত্ত অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা ও শান্তিরসে নিমজ্জিত হয়। ঋষিগণের বিনয়গর্ভ প্রণয়বচনে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাদের স্বৈরকথা শ্রবণেও মনের মলিনতা তিরোহিত হয়; পাপ তাপ সন্তাপময় সংসার ভুলিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করিতে বাসনা হয়। এখানে দেবর্ষিগণ সমবেত হইয়া বীণাসংযোগে মধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত-মন্দাকিনীর শীতলধারায় স্নাত ঋষিকুমারগণ পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রীয় উপাসনা করিতেছেন, গৈরিকবস্ত্র পরিহিতা মুনিকন্যাগণ সমস্বরে "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং"

বলিয়া শিবের ধ্যান করত মুদ্রিতনেত্রে স্বর্গীয় শোভা বিকিরণ করিতেছেন; স্থানে স্থানে সাধকগণ বসিয়া নারায়ণের মহিমা বিঘোষিত করিতেছেন, ভক্তগণ তুলসী, চন্দন, কুন্দকুসুমে বিষ্ণুপূজা করিতেছেন, ষোড়শাঙ্গ ও চন্দনাদি ধূপ সৌরভে গন্ধবহকে গন্ধদান করিতেছেন। পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতগাত্রে কোথায়ও অনাদি-শিবলিঙ্গমস্তকে শীতল জাহ্নবীধারা ধীরে ধীরে পতিত হইতেছে, গঙ্গাধরের তাহাতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! আর কাননে, নানা স্থানে মন্দির মধ্যে বিষ্ণু, রমা, পার্ব্বতী, শ্যামা, রাম, কৃষ্ণ, বাণী, ব্রহ্মা-আদির অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে।

কোথাও বগলা অসিহস্তে দৈত্যরসনা উৎপাটিত করিতেছেন। কোথাও গিরিশিরে গিরিবালা পতিলাভে পঞ্চতপা করিতেছেন; কোথাও নারায়ণ নৃহরি মূর্ত্তিতে অসুরবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপান করিতেছেন; কোথাও শান্তসুধী ধ্রুবপ্রহ্লাদসংস্তুত হইয়া মৃদুহাস্য করিতেছেন। কোথায়ও শান্তনবের প্রতিজ্ঞাপালনার্থ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে চক্রধারণপূর্ব্বক বিশ্ব-সংহারে উদ্যত হইয়াছেন, কোথাও ভৃগুপদচিহ্ন হৃদে ধরিয়া শেষ শয্যায় কমলায় সেবা সম্ভোগ করিতেছেন; কোথাও বামনরূপে বলীকে ছলনা করিয়া ত্রিপাদভূমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অধিকার করিয়াছেন, কোথাও বালগোপালরূপে যশোদা-

ভয়ে ভীত হইয়া সংযতকরে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, কোথাও দাশরথিদেহে ধনুঃশর ধারণপূর্ব্বক জামদগ্নির দর্প চূর্ণ করিতেছেন, কোথাও পিতৃআজ্ঞায়, জটাচীর পরিধানপূর্ব্বক অনুজসহ কাননে প্রবেশ করিতেছেন; কোথাও দনুজদলনী, দশভুজে, দৈত্যরাজ শুম্ভবল প্রমথিত করিতেছেন, কোথাও জগদ্ধাত্রীরূপে নারদাদি ভক্তবৃন্দকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন; কোথাও রক্তবীজনিধনে শ্যামামূর্ত্তিতে বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কোথায়ও শিবহৃদে রাঙ্গাপদে উন্মত্তের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। আবার এই সকল স্থানে ভক্ত দ্বিজ সাধু সন্ন্যাসী শাক্ত বৈষ্ণবগণ বেদ পুরাণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা, আরাধনায় ব্যাপৃত। কোথাও উচ্চকণ্ঠে ভাগবত কীর্ত্তিত হইতেছে, কোথায়ও গীতাপাঠ হইতেছে। কোথাও মহিম্নস্তবের মধুর রবে ভক্তের শরীরে রোমাঞ্চ উদয় হইতেছে, অন্যত্র জয়দেবের "মৃগমদসৌরভ রভসবশংবদ" ধ্বনিতে প্রেমিকের অশ্রুপাত হইতেছে; কোথাও মার্কণ্ডের "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং" ধ্বনিতে বিভীষিকা উৎপন্ন হইতেছে; অন্যত্র "হরে-র্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং" রবে শ্রুতি পরিতৃপ্ত হইতেছে; কোথাও "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" মন্ত্রে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হইতেছে, অন্যত্র "বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্" উচ্চারণে চিত্ত সমাহিত হইতেছে।

## পরিণতি।

এখানে সকলই বিশুদ্ধ, সকলই পবিত্র, সকলই নির্ম্মল-আনন্দে উৎফুল্ল, এই স্থানে বসিয়া আমার দেবারাধনার প্রবৃত্তি হইল, কিন্তু দেবদূত দেবভূমির দিব্যধামে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, আমার বাঙ্‌নিঃসরণ হইল না; এখন আমি যাহা দেখিতেছি, সকলই অদ্ভুত, সকলই অপূর্ব্ব, সকলই আলৌকিক, কিন্তু অধিকতর অপূর্ব্ব দেখিবার আশায় আমি ধীরে ধীরে দেবদূতের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

## তীর্থদর্শন।

ক্রমশঃ আসিয়া এক অপূর্ব্ব নগরীতে উপনীত হইলাম। এরূপ রমণীয় নগরী কুত্রাপি নাই। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উন্নত সৌধ মালা উত্তরবাহিনী সুরধুনীর পশ্চিমতটে দণ্ডায়মান, প্রাসাদ-শ্রেণী গগন স্পর্শের স্পর্দ্ধা করিতেছে; গঙ্গার শীতল, পূতসলিল হইতে উন্নত সোপানরাজি স্বর্গের সোপানের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে, এবং পবিত্র ব্রাহ্মণমূর্ত্তিগণ সেই সোপানে সুখাসীন হইয়া বিশ্বনাথের ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন; কেহ সন্ধ্যা করিতেছেন, কেহ গায়ত্রী জপ করিতেছেন, কেহ বা গায়ত্রী-

প্রতিপাদ্য বিশ্বেশ্বরকে চর্ম্মনেত্রে দর্শন করিয়া "শিবঃ কাশী" "শিবঃ কাশী" রবে আনন্দনগরের মহিমা নিনাদিত করিতেছেন। কেহ "জয় বিশ্বনাথ" কেহ "জয় অন্নপূর্ণা," কেহ "জয় কেদারনাথ" ধ্বনিতে সংসারকলরবকে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় নিষ্কাসিত করিতেছেন। আবার গঙ্গাতীরে প্রস্তরময় তীর্থ হইতে উৰ্দ্ধে কেদারনাথের আরতিবাদ্য শ্রুত হইতেছে, পবিত্র ঘণ্টাধ্বনি ও ধীর বাদ্যলয়ে মনের লয় হইতেছে—যেন স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীতটে বসিয়া ঈশানের আরতিবাদ্য শ্রুত হইতেছে। আবার উপরে মন্দিরমধ্যে অব্যক্ত অনাদিলিঙ্গ, পাতকী তরাইতে বসুধা ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছেন—দর্শনমাত্র অসার সংসারকথা বিস্মৃতি হয়—প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বিভুরূপ দর্শন করিতে ও বিভুগুণ গান করিতে ইচ্ছা হয়।

ঐ দেখ মন্দিরমধ্যে কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ পবিত্র নামের গীত গাহিতেছে, কেহ বেদপাঠ করিতেছে, কেহ স্তবপাঠ করিতেছে, কেহ করতালি দিয়া শম্ভুনাম কীৰ্ত্তন করিতেছে। আনন্দনগরে সকলেই আনন্দসলিলে নিমগ্ন।

কিন্তু অদূর পথ যাইয়া ও কি অব্যক্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল—উহা আবার কি? "শিব সত্য কাশী" "শিব সত্য কাশী" রবে কর্ণ মন ভরিয়া যাইতেছে—ঐ যে চারিধার হইতে মণ্ডলাকারে আরতির দীপশিখা ভক্তিগদ্গদ গতিতে উঠিতেছে—উঠিয়া আবার

অই কি অব্যক্ত কুসুমমণ্ডিতমূর্ত্তি দেখাইতেছে—এ মূর্ত্তি ব্যক্ত করিতে পারি না।

"বিভো! চিরদিন পাপ করিয়া আসিয়াছি, কোন পুণ্যফলে এ নেত্রে তোমার দর্শন পাইলাম? ঠাকুর! অমনরূপ কোথায় পাইয়াছ? একবার দাঁড়াও, ঐরূপে একবার দাঁড়াও! অই ভুবনমোহনরূপে একবার দাঁড়াও, অই পতিতপাবনরূপে একবার দাঁড়াও, অই মনোহারীরূপে একবার দাঁড়াও, অই প্রাণ-ভুলান রূপে একবার দাঁড়াও! তোমায় নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করি। বিভো! জানিনা পাতকী আমি কোন পুণ্যফলে তোমার দর্শন পাইয়াছি—কিন্তু যখন দেখা দিয়াছ, আর ত্যাগ করিও না, দাঁড়াও বিভো! ঐরূপে দেখিতে দেখিতে তোমায় প্রণিপাত করি। ধন্য পাবকশিখা! তোমরা স্বপ্রকাশকে দর্শন করাইবার স্পর্দ্ধা ধারণ কর। ধন্য ব্রাহ্মণগণ! তোমরা পবিত্র করে বিশ্বনাথের আরতির ক্ষমতা ধারণ কর। ধন্য দর্শকগণ! তোমরা স্থিরনেত্রে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনের অনুমতি পাইয়াছ। ধন্য গবী বৃষগণ! তোমরা বিশ্বনাথের দর্শন করিয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণে গোদেহ সার্থক করিয়াছ। ধন্য কাশীবাসিগণ! তোমরা বিশ্বনাথের কৃপালাভের অধিকারী হইয়াছ।" হায় এ স্থানের তরু শিবময়, লতা শিবময়, ধূলি শিবময়, কঙ্কর শিবময়, প্রস্তর শিবময়, সলিল শিবময়—পবন শিবময়,

পাবক শিবময়, স্থাবর-জঙ্গম, কৃমি কীট, অণু, পরমাণু, সকলই শিবময়।

"মাতঃ! জগজ্জননীমাতঃ! অন্নপূর্ণেমাতঃ! মাতঃ! পিতার দয়া না হইলেও জননী স্নেহময়ী বলিয়া সর্ব্বদিন সর্ব্বত্র বিদিত। পিতা যদি কৃপাকণা বিতরণে কুণ্ঠিত হন, মাতঃ! তুমি আশুতোষকে তোষিত করিয়া দুষ্কৃতনয়ের উদ্ধার সাধন কর। মাগো! অকৃত তনয়ের উপরেই মাতাপিতার স্নেহাধিক্য লক্ষিত হয়, অকৃত আমি, আমাকে চরণে ঠেলিয়া বিশ্বজননী নাম পরিহার করিও না। মাগো, তারিণী! অকৃতের উপায় করিয়া দাও, আমাকে চরণে রাখিয়া বিশ্বজননী নামের সার্থকতা ধারণ কর।"

আবার ঐ দেখ কুলু কুলু রব করিয়া নির্ম্মল শীতলজল-বাহিনী গঙ্গা পাতকী-উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন, ঐ দেখ নির্ম্মল-সলিল-তরঙ্গে, মণিকর্ণিকা ঘাটের হরিশ্চন্দ্র ঘাটের—চিতাভস্ম প্রক্ষালনচ্ছলে পাপপ্রক্ষালন করিয়া পাপীর উদ্ধার সাধন করি-তেছেন,—যদি কাশীমৃত্যুতে, ভোলানাথ আশুতোষ কোনও শবকে শিবময় করিতে বিস্মৃত বা অশক্ত হন, জহ্নুতনয়ার সে ত্রুটী সহনীয় নহে। হায়, জন্ম জন্মান্তরে যেন এই চিতায় দেহ ভস্মীভূত হয়। মৃত্যুকালে যেন এইখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে, অসিঘাট, কেদারঘাট, নারদঘাট, চৌষট্টিঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, মণিকর্ণিকাঘাটে শয়ন করিতে পাই।

আবার অনতিদূর যাইয়া এ কি অপূর্ব্ব বেণীমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! এ কি রূপের সাগর! "এতরূপ কোথায় পাইলে নাথ! ভুবনমোহন মনভুলান রূপ, অমন রূপ, কোথায় পাইলে নাথ? আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নরক সব ঘুরিয়া আসিলাম, এমন রূপ ত কোথায়ও দেখি নাই—কেমন করিয়া, ও রূপমাধুরী ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছ নাথ? ঐরূপ দেখিয়া কি চৈতন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন? ঐরূপ দেখিয়া কি নারদ প্রেমে আত্মহারা হইয়া বীণা লইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন? ঐরূপ দেখিয়া কি প্রহ্লাদ সাগরজলে, বহ্নিশিখায়, পর্ব্বতশিখরে, করিপদে অহিমুখে ভ্রূক্ষেপ করে নাই? শুক শম্ভূ কি ঐরূপ দেখিয়া জগৎ ভুলিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—আমি কি ভাগ্যে এখানে আসিলাম! এইখানে ঐ বিভুর দাসের দাস, দাসানুদাস হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিব—আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, ধন, জন, বিভব, রূপ, যৌবনে কার্য্য নাই— আমি এই মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করিয়া প্রীতিতুলসী—ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ঐ রাঙ্গাপদে প্রদান করিব। জ্ঞাননয়নে ঐ পদ হেরিব, সূক্ষ্ম কর্ণে ঐ পদের ব্যাখ্যা শুনিব, লিঙ্গঘ্রাণে ঐ পদের ঘ্রাণ লভিব, এই প্রেতরসনায় ঐ নাম কীর্ত্তন করিব, আর বলিতে ভয় হয় এই ক্ষুদ্র করে ঐ পদ স্পর্শ করিতে যাইব— কবে আমার সেদিন হইবে? কবে আমার সকল ঘুচিবে? কবে

আমি নিরন্তর এইখানে বসিয়া বেণীমাধবের রাঙ্গাপদ দেখিয়া সকল জ্বালা ঘুচাইব? কবে আমি অভয় পদপ্রান্তে অভয় লাভ করিব!

পাপী নারকী অধম পতিত দুষ্কৃত কৃতঘ্ন আমি—সকল পাপ আমাতে বর্ত্তমান—আমার পাপের সীমা নাই, কিন্তু বিভো! তোমার নামে সকল পাপ বিদূরিত হয়; শাস্ত্রে বলে, অগ্নিশিখায় তূলাদাহের ন্যায় তোমার কৃপায় পাপরাশি ভস্মীভূত হয়"—আমি আবার ঐ মন্দাকিনীজলে ডুব দিব। "মাতঃ! লোকে বলে, তুমি পতিতপাবনী, আমার মত পতিত আর কোথায় পাইবে? একবার পরিত্রাণ করিয়া নিজনামের গৌরব জগৎবাসীকে দর্শন করাও—লোকে, নশ্বর জগৎ, দেখুক পাপী-তাপী অধম, পাগল আমি গঙ্গাস্নানে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। মাগো! পিতার দয়া না লইলেও মাতার স্নেহের ত অবধি নাই—আমি সেই স্নেহে নির্ভর করিয়া তোমার পূতসলিলে ডুব দিব, মাতঃ! পরিত্রাণ করিবে নাকি? "যত্ত্যক্তং জননী গর্ৈবদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈঃ" বলিয়া আবার তব নীরে নিমজ্জিত হইব, মাগো! আমার উদ্ধার করিবে নাকি? "সুরধুনি মুনিকন্যে সদা তারয়েঃ পুণ্যবন্তং" বলিয়া আবার ডুব দিব, মাতঃ! উদ্ধার করিবে নাকি? শীতলতরঙ্গে, গঙ্গে! বিষ্ণুপদসম্ভূতে! পরিত্রাণদে গঙ্গে! আমার পরিত্রাণ হইবে না কি? আবার

আমায় গিয়া আসক্তি-সংসার বশে সংস্কার-বারাণ্ডায় ঝুলিতে হইবে কি? আবার আমায় পাপের অনুস্মৃতিতে সন্তাপিত হইতে হইবে কি? আবার আমায় স্ত্রীপুত্রগণের অবৈতনিক ভৃত্য হইয়া রাগদ্বেষের ভার বহন করিতে হইবে কি? তোমার দর্শন পাইব না কি?

মাগো! মরকতশাদ্বল-তটভূষিতে, শ্যামলপাদপকুল-কূল-রাজিতে! ললিতস্বচ্ছহিল্লোল-ধাবিতে! শশিশেখরশির-বিহারিণি গঙ্গে! অন্তে তোমার কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যেন সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত করি—ভীত শিশু জননীর নির্ভয় ক্রোড়ে শুইয়া, মাতার স্নেহমাখা মুখ নিরীক্ষণে যেরূপ সকল ভয় বিস্মৃত হয়, মাগো! অন্তে তোমার ক্রোড়ে ধাবিত হইয়া আসিয়া সুখে শয়ন করিয়া যেন সকল ভয় বিদূরিত করি। মাগো! সারা দিবস ক্রীড়ার পর সন্ধ্যা আগমনে, দুরন্ত শিশু, ধূলি ধূসরিতদেহে মা মা বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে মাতার নিকট সমাগত হয়,—মা ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া সন্তান ক্রোড়ে করেন—আমিও জীবনসন্ধ্যাগমে কৃতান্তশাসনে কান্দিতে কান্দিতে তোমার কূলে আগত, মা! কলিকলুষ ধুইয়া ক্রোড়ে লইয়া বাৎসল্য প্রদর্শন কর।"

আমি তদ্গতচিত্তে মুদ্রিতনেত্রে এইরূপে গঙ্গাস্তব করিতে লাগিলাম, কতক্ষণ স্তব করিতেছি, জানিনা, সহসা পশ্চাদ্দেশে

দেবদূত আহ্বান করিয়া আমাকে স্বর্গগমনে ত্বরা দান করিতে লাগিল; এখান হইতে আমার আদৌ যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেবদূত স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহিলে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; নীরবে তথা হইতে দেবদূতের অনুগমন করিতে লাগিলাম, এবং ক্রমশঃ আসিয়া এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে উপস্থিত হইলাম।



## কৈলাসনিবাস।

এই কৈলাস পর্ব্বত! ঐ যে সারি সারি বিটপি-অঙ্গে, বিল্বপত্র ধারণ করিয়া শ্রীফলভরে অবনত, কণ্টকিত তরুগণ দণ্ডায়মান, উহারা আশুতোষ সন্তোষকতরু? ঐ যে শৈলতল দিয়া শীতল সলিল ধারা প্রবাহিতা, উনিই গঙ্গাধরের শিরঃ স্নিগ্ধ করেন? উন্নত অত্যুন্নত ঐ যে শৈলরাজি দণ্ডায়মান—যাহা হইতে অগুরুমৃগমদসৌরভ নিঃসৃত হইতেছে, উহারা কৈলাস-পর্ব্বত? ঐ পর্ব্বতে আশুতোষ অধিষ্ঠান করেন।

আমি আশুতোষদর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া দেবদূতের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরিণতি।

প্রশস্ত পাষাণময় মার্গের উভয়পার্শ্বে, বিল্বতরু এবং ভূতলে শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্র। অদূরে হরিতশাদ্বল ধান্যক্ষেত্র মরকতমণির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া অবস্থিত। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত—নানা বর্ণের কুসুম ফুটিয়া দিক্ সকল আলোকিত করিয়া আছে, পক্ব আম জাম আমলকী বিল্ব শিবনৈবেদ্যের নিমিত্ত বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত হইতেছে এবং সরোবরে বিকশিত কমলকুল উত্তোলনকারী শিবভক্তের হস্তে স্বতঃ উদ্গত হইয়া বায়ুভরে ঝম্প দিয়া পতিত হইয়াছে।

আবার পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে পাষাণনন্দিনীপ্রিয় জবা অপরাজিতা কলিকা করবীর প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

দলে দলে পবিত্র দেববালা কক্ষের স্বর্ণকুম্ভে, গঙ্গাবারি ভরিয়া এবং হস্তের পুষ্পসাজি পত্রফুলফলে পূর্ণ করিয়া প্রেম-গদ্গদ গতিতে বিশ্বনাথদর্শনে চলিয়াছেন—যেন প্রত্যক্ষ সরলতা, পবিত্রতা, প্রফুল্লতার মূর্ত্তি। স্থবিরগণ অক্ষমাল্য জপ করিতে করিতে চলিয়াছেন, বালকগণ বিভূতিজটা ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে আর "শিব শম্ভো শিব শম্ভো" রবে কর্ণ মন পরিতৃপ্ত করিতেছে। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি সিদ্ধমুক্ত যতিগণ নীরবে মুদ্রিত নয়নে চলিয়াছেন, দেবগণ করপুটে শিবস্তোত্র গাহিতেছেন এবং করতালি দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। বিপণিতেও

হরপার্ব্বতীপ্রিয় উপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে—ভক্তগণ মনোমত দ্রব্যসম্ভার গ্রহণ করিতেছেন।

ক্রমশঃ মার্গ জনতা-পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইল—কিন্তু সে জনতা পবিত্র। তথাকার নরনারীগণের নিশ্বাস পবিত্র, তাহাদের দৃষ্টি পবিত্র—বচন পবিত্র—পবিত্রতার জনতা, আশুতোষনগরে বিদ্যমান।

ক্রমশঃ অপূর্ব্ব মন্দির দৃষ্ট হইল, স্থানমাহাত্ম্যে কিংবা সঙ্গমাহাত্ম্যে জানিনা, আমারও চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল—গাত্রে রোমাঞ্চ উদয় হইল এবং অর্দ্ধমুদিত নেত্র দিয়া অশ্রু গড়াইয়া বক্ষে পতিত হইতে লাগিল, আমিও "শিবশম্ভো শিবশম্ভো" ধ্বনি করত প্রেমে আত্মহারা হইয়া শম্ভুদর্শনে ছুটিলাম। আমার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল—জন-সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে মহেশমন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

রত্নাসনে শিব পার্ব্বতী আসীন। নয়ন, দর্শন কর! ইন্দ্রিয় মধ্যে রত্ন তুমি—রত্নদর্শন কর! তোমার দ্বারা রূপজ্ঞান জন্মে—রূপদর্শন কর। তোমা হইতে বস্তুর উপলব্ধি হয়—নয়ন বস্তুর দর্শন কর। চিত্ত! তোমা দ্বারা বস্তুর অনুভূতি হয়—একবার অনুভব কর। কর্ণ! পবিত্র শম্ভুনাম শ্রবণ কর—অনেক অশ্লীল অশ্রাব্য শুনিয়া কলুষিত হইয়া আছ, শম্ভুনাম শ্রবণে কলিকলুষ বিদূরিত কর। তুমিও সংযত হইয়া অনুভবের সহায়তা

কর। নাসিকা! আঘ্রাণ লভ, চন্দন ফুল ফলের গঙ্গাজলের ঘ্রাণলাভ কর—অনেক অসার গন্ধ গ্রহণ করিয়াছ—বেল মতিয়া আতর, গোলাপ কত মাদক গন্ধে ঘ্রাণপথ অপবিত্র করিয়াছ, নির্ম্মাল্যের গন্ধে পবিত্রতা লাভ কর। রসনা! কত অবাক্য কুবাক্য বৃথা বাক্য বলিয়াছ—আজ প্রকৃত বাক্য বল—শম্ভু-নামের জয় গাহিয়া রসনা সার্থক কর। আর মন, তুমি নির্ভয় হও! অনেক দিন পিতা মাতা হারাইয়াছ, একত্র মাতা পিতা সমাসীন দর্শন কর—কুপুত্র হইলেও কুমাতা কুপিতা কখন নন—পিতামাতার শ্রীপদে প্রণিপাত করিয়া জীবন সার্থক কর। ঐ আশুতোষ স্মিতবদনে সম্ভাষণ করিতেছেন—তোমার পাপ তাপ দুষ্কৃতসমূহ বিস্মৃত হইয়া অকৃত পুত্রের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ঐ দেখ আশুতোষ স্বীয় পদে স্থান দিবার জন্য সস্নেহে তোমায় আহ্বান করিতেছেন—ঐ দেখ পিতা প্রসন্ন চন্দ্র প্রসন্ন বদনে তোমাকে অঙ্কে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—আর, জগদম্বা অভয়া এলোকেশী মাতা বিশ্বনাথের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন—মন! এমন সুযোগ ছাড়িও না—এখানে পতিত হও। শ্রীপদে তোমার লয় বা চির-অবসান সম্পাদিত হউক। আমি শ্রীপদে পতিত হইয়া শিবধ্যানে নিমগ্ন রহিলাম।

এইরূপে আমি তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে উপনীত হইতে লাগিলাম। আবার আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবিতকালে আমার যে

তীর্থগুলি দর্শনের বাসনা হইত—ঠিক সেই সেই তীর্থে আমি উপস্থিত হইতে লাগিলাম—ইহাতে বুঝিলাম সেই দয়াময়ের ইচ্ছায় জীবের কোনও বাসনাই অপূর্ণ থাকে না, জীবিতকালে হউক অথবা জীবনান্তে হউক, স্থূলদেহে হউক অথবা সূক্ষ্ম-দেহে হউক, আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে—কর্ম্মানুসারে জীব কাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করে।

হায়! কেন আমি দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া শ্রেষ্ঠ কামনা করি নাই? কেন কামিনী কাঞ্চন বিনিময়ে মাণিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করি নাই? কেন ভৌতিক ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া ভূত-ভাবন ভগবান্‌কে ভুলিয়াছিলাম? সদুপদেশক অন্বেষণ করি নাই কেন? হায়! আমি বৃথা মদে মত্ত হইয়া অমূল্য সময় হারাইয়াছি। আমি তীর্থগুলি দর্শন ও পর্য্যটন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম—সাধুদিগের সদুপদেশ শুনিলাম—বিষয়ীর পরিবর্ত্তে বৈরাগী দেখিলাম—প্রমোদ-কাননের পরিবর্ত্তে তপোবন দেখিলাম—কিন্তু অত্যন্ত অসময়ে। এখন ধন থাকিতেও আমার দিবার ক্ষমতা নাই, সদ্‌গুরু পাইলেও শুশ্রূষার শক্তি নাই, বাসনা হইলেও বলিবার সামর্থ্য নাই—এখন দাতা আছে গ্রহীতা নাই, বক্তা আছে শ্রোতা নাই, কামনা আছে কার্য্য নাই। হায়, দন্তের পতনে দন্তের মর্য্যাদা বুঝিলাম—অসময়ে মানব জীবনের সার্থকতা বুঝিলাম।

অথবা এইরূপই বিধান। হয়ত, পূর্ণকাম, পরম পুরুষ, নানারূপে, নানা মূর্ত্তি লইয়া নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করেন, হয়ত, জননী গৃহকার্য্য সমাধার জন্য সন্তানকে ক্রীড়নকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন—সঙ্গীসহ ক্রীড়া করিতে ক্রীড়াভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন—আমার সাধ্য কি সে ক্রীড়ার ভঙ্গ করি!

আমি এক্ষণে লাভজনক ক্রীড়া পাইয়াছি; অসময় হইলেও তীর্থ পর্য্যটন করিতেছি। এইবার বিপরীত দিগ্‌গামী অর্থাৎ দক্ষিণ দিগ্‌গামী হইয়া এক অপরূপ স্থানে উপস্থিত হইলাম।

---

## শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমধামে।

দূর হইতে এক উন্নত মন্দির দৃষ্টি করিয়া পুলকে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল—প্রেত-নয়ন দিয়া বাষ্প-বারি উদ্গত হইতে লাগিল—অনুভবে বুঝিলাম এবং দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চয় জানিলাম শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছে। আমি ত্বরিত গমনে চলিতে লাগিলাম। আমার আনন্দ ধরেনা—মন্দির উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

পথে, শাখিশাখে বসিয়া বনবিহঙ্গ কলধ্বনি করিতেছে—স্বচ্ছন্দে কুরঙ্গসহ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে—স্বচ্ছ

সরোবরে অভয়ে মৎস্য সন্তরণ দিতেছে। ক্রমশঃ দূর মেঘগর্জ্জন-রব শ্রুত হইতে লাগিল—বসন্ত বায়ু সন্ সন্ করিয়া আমার তাপিত বপু শীতল করিতে লাগিল—এবং বনফুলের সুরভিতে আমার মন পুলকিত হইল। অপূর্ব্ব তুলসীক্ষেত্রের সারি মর্ত্ত্য-ধামের বার্ত্তাকুক্ষেত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল এবং বনপথে আমার প্রেতশিরে অশ্বত্থশির হইতে মালতী পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—আমি ত্বরান্বিত হইয়া চলিলাম। এইবার নীলাম্বুধি দৃষ্ট হইল—আনন্দে আমার অন্তর উথলিয়া উঠিল—উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে আমার মন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল—আমি শীঘ্র যাইয়া সিংহ-দ্বার এবং শ্রীমন্দিরের দর্শন পাইলাম, তখন প্রেত-অন্তরে বারংবার প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে মন্দিরমধ্যে ধাবিত হইলাম।

কিন্তু মন্দিরমধ্যে রত্নবেদীতে একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! "বিভো! তুমি কে?

অমন সুন্দর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছ তুমি কে? প্রেমময় মূর্ত্তিতে—আনন্দময় মূর্ত্তিতে—প্রাণভুলান মূর্ত্তিতে—ফুল্লতম মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ তুমি কে? আবার রসময় মূর্ত্তিতে, পূততম মূর্ত্তিতে, সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিতে, দর্শনমাত্র পাপতাপ ক্ষালন করিয়া আপন বলিয়া আহ্বান করিতেছ—তুমি কে?

সহস্র মস্তকে সহস্র অক্ষি ধারণ করিয়া—সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া, হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছে তুমি কে?

বিভো তুমি জনক হইবে, তোমায় পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব—অথবা তুমি জনক হইতেও আত্মীয়—জয় জনার্দ্দন! জয় জনার্দ্দন!

তুমি জননী হইবে, তোমায় মাতা বলিয়া সম্বোধন করিব—অথবা জননী হইতেও তুমি স্নেহময়ী—জয় জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!

বিভো! তুমি সুত সুতা, ভাই ভগিনী, অথবা তাহাদের হইতেও আত্মীয়, তোমায় আত্মা বলিয়া ডাকিব—জয় জনার্দ্দন! জয় জনার্দ্দন!

তুমি আত্মা হইতেও আত্মীয়, তোমায় পরমাত্মা বলিয়া ডাকিব। তুমি হৃদয়নাথ, তুমি প্রাণেশ্বর, তুমি দয়াময়, তুমি জগন্নাথ, তোমায় দীননাথ বলিয়া আহ্বান করিব। জয় জনার্দ্দন! জয় জনার্দ্দন!

নাথ! ঐ রূপ দেখিয়া কি যমুনা উজান বহিয়াছিল? ঐ সুন্দর বদনের বংশীরব শুনিয়া কি গোপললনাগণ পিতা মাতা, সুত সুতা, প্রাণপতি বিসর্জ্জন করিয়া গভীর নিশীথে কাননে ছুটিত? গবী গোগ্রাস ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারব করিত—বৎস ধেনু ছাড়িয়া বিপিনে দৌড়িত?

নাথ! ঐ রূপ দেখিয়া কি শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিত? ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া নাচিত—তরুশির ছাড়িয়া ভূতলে বসিয়া শুক গায়িত?

নাথ! এমন সুন্দররূপ ত দেখি নাই—অবাঙ্‌মনসোগোচর সচ্চিদানন্দ রূপসাগর, এত রূপ কেন ধারণ করিয়াছ নাথ? জয় জনার্দ্দন! জয় জনার্দ্দন!

তুচ্ছ বিষয়রূপ, তুচ্ছ নারীরূপ, তুচ্ছ কাঞ্চনরূপ, তুচ্ছ সংসাররূপ—রূপের সাগর কে দেখিবি আয়!

এ রূপে নয়ন মুগ্ধ হয়—মন মুগ্ধ হয়—চিত্ত মুগ্ধ হয়—প্রাণ মুগ্ধ হয়—মানব মুগ্ধ হয়—পশু মুগ্ধ হয়—স্থাবরজঙ্গম মুগ্ধ হয়—বিশ্ব মুগ্ধ হয়! বিশ্বমোহনরূপ কে দেখিবি আয়!

মন! রূপের অন্বেষণ করিতে—রূপের সাগরে নিমজ্জিত হও; নয়ন! রূপ খুঁজিতে, রূপের সাগরে তলাইয়া যাও; অহঙ্কার! রূপের গর্ব্ব করিতে, রূপের সাগর দেখিয়া তিরোহিত হও; আত্মা! আত্মীয় খুঁজিতে আত্মসাগরে মিশাইয়া যাও!

ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, প্রভুত্ব, ধন, মান, বিদ্যা, রূপ-রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া যায়—সাগর তরঙ্গে কে ভাসিবি আয়!

আবার হরিধ্বনি! জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! ইন্দ্রিয়-গণ তোমরাও পরিতৃপ্ত হও—ব্রাহ্মণভোজনের পর ইতর জাতিও খাইতে পায়—ইন্দ্রিয়গণ আহার গ্রহণ কর।”

শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দবিভোরচিত্তে স্তব করিতে করিতে

আমি মন্দিরতলে পতিত হইলাম—আমার জগন্নাথ দর্শন হইল; অথবা তীর্থ করিয়া নিজ মুখে প্রকাশ করিতে নাই—আমার সাগরস্নান হইল।

আমি দেবমূর্ত্তি ও মন্দির পরিভ্রমণ করিলাম, মন্দির ভবনে আরও কত দেব দেবী দেখিয়া পুলকিত হইলাম। পীঠ-দেবী বিমলা দর্শন করিলাম এবং সন্নিহিত সাক্ষীগোপাল, লোক-নাথ প্রভৃতি দেবতাগণকেও দেখিয়া আসিলাম। এ সকল স্থলে আমার মনে অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা উদয় হইয়াছিল। আমার অন্তরে দিব্য আলোক ও স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছিল; আমি চিত্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলাম। আমি এই সকল পুণ্য স্থানকে স্বর্গ ধারণা করিয়া এই সকল স্থানে থাকিবার বাসনা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেবদূতকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপিত করিলে তিনি বলিলেন--এ স্বর্গ নহে—উপস্বর্গ। কাশীপুর, বরাহনগর, বাঘমারি, বালিগঞ্জ যেরূপ খাঁটী কলিকাতা নহে, সহরতলী বা কলিকাতাতলী বলিয়া খ্যাত; এ সকল পুণ্যভূমিও তদ্রূপ স্বর্গতলী বা উপস্বর্গ বলিয়া অভিহিত। প্রকৃত স্বর্গ এখনও দূরে অবস্থিত। তখন আমি প্রকৃত স্বর্গ নহে শুনিয়া অন্তরে কুণ্ঠিত হইলাম এবং দেবদূতের সঙ্কেতে প্রকৃত স্বর্গে যাত্রা করি-লাম। আমি দেবদূতের সঙ্কেতে ত্বরিত গমনে চলিলাম। আবার উত্তর দিগ্বাহী হইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পুণ্য

স্থানসমূহে আসিয়া উপনীত হইলাম, আবার গঙ্গা, অলকনন্দা, কেদারাশ্রম, হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম, কৈলাস দৃষ্ট হইল,—আমি সে সকল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তখন উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমশঃ তুষারধবল রজতময় ও কাঞ্চনময় পর্ব্বত সমূহ দৃষ্ট হইল; সে সকল অতিক্রম করিতে লাগিলাম। শীতে আমার প্রেতবপু থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল—তুষারশীকরবাহী সমীর আমার অন্তরাত্মাকে কাঁপাইয়া তুলিল; বৃক্ষলতা নাই, জীব জন্তু নাই, স্থল জল নাই, কেবল তুষার—স্তূপীকৃত তুষার। তুষারের ভূমি, তুষারের জল, তুষারের মেঘ, তুষারের বায়ু, সকলই তুষারময়। হায়, মর্ত্ত্য দেহ হইলে এইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিত; কিন্তু সুকঠিন প্রেতদেহ—এত ক্লেশেও অবসান হয় না। আমি তুষার ভেদ করিয়া চলিলাম। অকূল জলধিতে কর্ণধার ভগ্নতরী লইয়া যেরূপ কিংকর্ত্তব্য-মূঢ় হইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ভাসিতে থাকে, আমিও তদ্রূপ ঘন ঘন শ্বাস ফেলিয়া তুষার সমুদ্রের উপর দিয়া দেবদূতের পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকিলাম। প্রায় সপ্তাহ-কাল প্রেতগতিতে ধাবিত হইয়া আমি তুষাররাজ্যের পরপারে অমরধামে উপনীত হইলাম।

---

# পঞ্চম অধ্যায়।

## স্বর্গধাম।

এই দিব্যধামের অনিন্দিত সম্পৎ! ঐ যে সারি সারি অভ্রভেদী সুধাধৌত প্রাসাদমালা বিরাজিত, এই সকল কি দেবভবন? তোরণদ্বার হইতে প্রাসাদপথের উভয় পার্শ্বে দিব্য লাবণ্যে কুসুমিত মনোহর পাদপগুলি পারিজাত পাদপ—উঁহাদের কুসুমের কি এই মনোহর সৌরভ? প্রশস্ত দেববর্ত্ম-পার্শ্বে নানা বর্ণের সুরভি কুসুম শিরে ধরিয়া দণ্ডায়মান তরুরাজী, মন্দার সন্তান হরিচন্দন নামে খ্যাত—দেবপথে কি উহাদেরই পুষ্পবর্ষণ হইতেছে? আর দেবপথের অদূরব্যবধানে স্থিত ঐ যে কুসুম উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব সুরভি আসিতেছে উহারা সুরপুরের আরামোদ্যান—ঐখানে কি কল বিহঙ্গ গান করিতেছে? এখানে কি চির বসন্ত বিরাজিত? স্বর্গীয় চূতমুকুললুব্ধ মত্ত পিকরাজ রবে উন্মত্ত ঐ যে যোষিৎমূর্ত্তিগণ গবাক্ষ পথ হইতে কটাক্ষপাত করিতেছেন, উঁহারা কি দেবমনোহারিণী? আর প্রস্তররচিত পথে দিব্য শকটে ঐ যে কান্তমূর্ত্তিগণ গতিবিধি করিতেছেন, উঁহারাই কি দেবমূর্ত্তি?

আমি ঔৎসুক্যবশতঃ সন্নিহিত আরামোত্থানে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে সন্তান তরুতলে উপবেশন করিলাম।

এইখানে আসিয়া দেবদূত "আর এক্ষণে আমার থাকিবার আবশ্যক নাই, সময় মত আসিব," এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি তরুচ্ছায়ায় বসিয়া রহিলাম। এখানে সকলই অদ্ভুত। এতক্ষণ আমি সূক্ষ্ম প্রেতদেহে আগমন করিতেছিলাম; কিন্তু এখানে প্রেতাত্মগণ স্বেচ্ছামত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে দেখিলাম। দেবতাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট দেহ বা আকৃতি নাই। আবশ্যকমত সুন্দর সুশ্রী আকৃতি ধারণ করেন। আমিও দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া এক মনোমত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বসনে মণ্ডিত হইল। শিরে শিরস্ত্রাণ, গাত্রে পশুলোমনির্ম্মিত অঙ্গরক্ষ, তাহার উপর সুবর্ণ হার দোলায়িত, নেত্রোপরি সুবর্ণের উপনেত্র, অঙ্গুলিতে হীরকমণিমুক্তাখচিত অঙ্গুরীয় পরিলাম—বিমোহন সাজে সজ্জিত হইলাম। আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় সম্মুখে একদল দেববালা হস্তে হস্ত ধরিয়া আমার সম্মুখে সমবেত হইলেন। আহা, ইহাদের কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্মিত বদনে হাস্য লাগিয়া আছে, ইহাদের কাহারও শুভ্র বসন, কাহারও দেহে পীতবাস, কেহ নীলাভ বস্ত্রে মণ্ডিত, কেহ বা গোলাবী বর্ণের বস্ত্রে রঞ্জিত—ইহাদের কিবা ক্ষীণ কটি, আবার কটিতটে মণিময়

কটিবন্ধ, গলে দোদুল্যমান মুক্তার হারের উপর প্রলম্বিত পারিজাত মাল্য, কর্ণে কর্ণভূষণ, মণিবন্ধে হীরকবলয় এবং পদদ্বন্দ্ব কোমল মসৃণ উপানহে আবৃত। ইহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবও বর্ণনীয়, কিন্তু চন্দ্রবদনের নিকট সকল সৌন্দর্য্য পরাভূত। এমন সুন্দর মুখ আমি দেখি নাই। মুখের বর্ণ রজত, তূলা, তুষারের ন্যায় শুভ্রতর। আবার সেই শুভ্র বদনে যখন শুভ্র দন্ত বিকাশ করিয়া হাস্য করেন তখন যে কি শোভা ব্যক্ত হয়, তাহা বাক্যে বর্ণনীয় নহে। প্রভাত চন্দ্রের ক্রোড়ে শুকতারার দীপ্তি দেখিয়াছি, সাদা মেঘের নিম্নে বকীর শ্রেণী উড়িতে দেখিয়াছি, কমলেরপার্শ্বে কুন্দ ফুটিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এমন সুষমা আমি দেখি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া স্মিত বদনের হাস্য দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা কিন্তু পরিচিতের ন্যায় আমাকে অভিবাদন করিলেন।

ইহাদের পশ্চাৎ কতিপয় দেবতাও বিনম্র ভাবে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল এবং উদ্যান পথ দিয়া আমাকে বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক এক দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করাইল, আমি রম্য রাজপথে বাহির হইলাম। তখন আমার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব পরিচিত দেবকুমারীরা আমাকে ব্যজন করিতে লাগিল, সারথি ধীরে ধীরে শকট চালাইতে লাগিল—মন্দ গতিতে চারি অশ্ব বাহিত স্যন্দন রাজপথের উপর দিয়া চলিল।

পথের উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ দেবতরুরাজী শ্রেণীবদ্ধ দাঁড়াইয়া রাজপথকে ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পর উন্নত সৌধমালা—সমোন্নত, সম-আকৃতি, সমবর্ণ, প্রাসাদশ্রেণী সম-অন্তরে বিরাজিত। হেমকক্ষ হর্ম্ম্যের চতুঃপার্শ্বে রমণীয় উদ্যান এবং সম্মুখে সরস কমলকুল শোভিত স্বচ্ছ সরোবর। প্রত্যেক অট্টালিকার বহির্ভাগে উন্নত তোরণ এবং তোরণ কক্ষে দিব্য নহবৎ ভেরী মৃদঙ্গ পাখোয়াজ ধ্বনিত হইতেছে।

এইরূপ কতিপয় ভবনানন্তর সমব্যবধানে স্বর্গীয় দেবোদ্যান সমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, দেবোদ্যানে মন্দার পারিজাত সন্তান হরিচন্দন চম্পক নাগকেশর বকুল কামিনী কদম্ব পাদপ মুকুলিত এবং তমাল শাল পিয়াল শিরে মাধবী অপরাজিতা জাতি যূথী মালতী প্রভৃতি কুসুমলতা বিকশিত হইয়া দর্শকশিরে সরস পুষ্পভার বর্ষণ করিতেছে; স্থানে স্থানে স্ফটিক-নির্ম্মিত বিশ্রামকুঞ্জ এবং তাহাতে স্বর্ণমঞ্চে আসীন হইয়া দেব-দেবীগণ অপূর্ব্ব সুখভোগ করিতেছেন। রাজোদ্যানে কৃত্রিম শৈল বিরচিত এবং শৈলগাত্র হইতে স্বচ্ছ সলিলের নির্ঝর অবতরণ করিতেছে, কোথায়ও বা হেমময় উৎস হইতে সুবাসিত শীতল জলধারা উত্থিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং স্বর্গীয় শ্যামা চটক বিহগ তাহাতে স্নান করিতেছে।

রাজপথের এবং দেবভবন সমূহের এই প্রকার শোভা দর্শন

করিতে করিতে শকটে বসিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে অত্যুন্নতভবন এবং রত্নপূর্ণ রঞ্জিত বিপণিশ্রেণী দৃষ্ট হইতে লাগিল—পদ্মরাগ মতি মুক্তা মরকত ও হীরার আভায় আমার নয়ন মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং বিপণিনিঃসৃত ঘ্রাণ-তর্পণ সুরভিতে চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিল। সুরসুন্দরীরা এই সকল বিপণিতে বসিয়া পণ্য বিক্রয় করিতেছিল।

মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত দেববর্ত্ম পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং নিম্নে প্রস্তর গাত্রে তাহাদের পরিচয় লিখিত। কেহ বাগ্মী, কেহ বীর, কেহ দেবনীতিজ্ঞ, কেহ বিজ্ঞানবেত্তা, কেহ দেবরাজমন্ত্রী, কেহ বিচারক ইত্যাদি। আমি পথের এই সকল শোভা দর্শন করিতে করিতে কিঞ্চিন্মার্গ অতিক্রম করিলে, এক মনোহর প্রাসাদের সম্মুখে আমার স্যন্দন সংযত হইল এবং সহসা পূর্ব্ব পরিচিত প্রধান দেব পশ্চাৎবর্ত্তী শকট হইতে অবতরণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া "এই আপনার প্রাসাদ" বলিয়া আমাকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিল। দ্বারবানগণও আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। তখন রথ আমাকে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া চলিল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্।

আমি রাজমার্গের পার্শ্বে যে সকল উন্নত সৌধমালা দেখিয়া আসিয়াছি, এ ভবন কোনও অংশে তদপেক্ষা হীন নহে। প্রাচীর মণ্ডিত প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে আরামোদ্যান, মনোহর পুষ্প বাটিকা

আর মধ্যে মধ্যে হৃদ্য ফলের বৃক্ষ। সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে প্রস্তরসোপানমণ্ডিত স্বচ্ছ সরোবর।

আমি প্রাসাদে প্রবেশ করিলে মহতী দেবসভা দৃষ্ট হইল। সভায় প্রবেশমাত্র অসংখ্য দেবতা যুগপৎ উত্থিত হইয়া আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন সেই প্রধান দেবতা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইয়া রত্নবেদীর উপর এক স্বর্ণমঞ্চে উপবেশন করাইলেন। দেবতারা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সভায় দেবরাজপ্রতিনিধি সমাগত হইলেন। "জয় শচীপতির জয়, জয় মহেন্দ্রের জয়!" এইরূপে ইন্দ্রের জয় বিঘোষিত হইতে লাগিল—আমি দেবরাজ প্রতিনিধির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সম্ভ্রম সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং প্রতিনিধিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিয়া পার্শ্বস্থিত স্বর্ণমঞ্চে বসাইলাম। তখন প্রতিনিধি আমাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং জলদগম্ভীররবে বক্তৃতা বা দেবরাজের আদেশপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন।

"ইনি মর্ত্ত্যধামে অতুল বিভববান্ ভূম্যধিকারী ছিলেন, ইঁহার সুপালনে গ্রাম্য প্রজাকুল নিরতিশয় প্রীত ছিল। ইনি অকাতরে দরিদ্র প্রজা ও অনুজীবীদিগের উপর সুবিচার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন, ইনি স্মৃতি-সৌধস্থাপনে, দুর্ভিক্ষে, জলকষ্টে

ও অন্যান্য সাধারণ হিতজনক কার্য্যে চাঁদার খাতায় অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন। ইনি (আমার নাম ধরিয়া) দেশে ডাক্তারখানা ইস্কুল অতিথিশালা চতুষ্পাঠী বালিকা-বিদ্যালয় লাইব্রেরী প্রভৃতি সাধারণের উন্নতিজনক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং বাপীকূপতড়াগাদি খনন করিয়া ও মার্গ নির্ম্মাণ করিয়া অলৌকিক পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন—এই সকল পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ ইঁহাকে ধনৈশ্বর্য্যযুক্ত এই রম্য প্রাসাদ ও দেবভূমির নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিকার প্রদত্ত হইল। আমাদের ইচ্ছায় ইনি দীর্ঘকাল দেবদেবীগণসহ স্বর্গসুখ ভোগ করুন।" এই বলিয়া প্রতিনিধি দেবরাজস্বাক্ষরিত আদেশপত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত পারিজাতমাল্য আমার গলে পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল।

তখন আমি উত্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলাম, "আমি দেবরাজের আদেশে এই প্রাসাদ ও ভূম্যধিকার গ্রহণে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। দেবরাজ যখন যে আদেশ করিবেন তখন অবিতর্কে তাহা সম্পাদিত হইবে।" তখন আমি দেবরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, সভাস্থ দেব দেবীগণকে ধন্যবাদ দিলাম এবং সপত্নীক প্রতিনিধি মহাশয়কে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। দেবসভা ভঙ্গ হইল—দেবরাজ-

প্রতিনিধি প্রস্থানের জন্য উত্থিত হইলেন এবং আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন—আমিও বিদায় দিলাম। বিদায়-দানকালে আমি পাঁচ ছড়া মতির মালা সাবধানে প্রতিনিধি মহাশয়ের পত্নীর গলে পরাইয়া দিলাম। এতক্ষণে আমার স্বরূপ অবগত হইলাম। এই প্রাসাদের এবং বিশাল স্বর্গরাজ্যের একাংশের আমি ভূম্যধিকারী—এই মণিমাণিক্য কাঞ্চন ভূষিত প্রাসাদের আমি অধিকারী, এই চিন্তায় আমি অহংকারে আত্মহারা হইলাম। আমি প্রাসাদের সকল স্থান দর্শন করিয়া অর্থাৎ দপ্তরখানা, কাছারিবাড়ী, পুস্তকালয়, উদ্যান প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্র একদল অনবদ্যাঙ্গী দেবযোষিৎ চিত্ত-বিমোহন সাজে সজ্জিত হইয়া আমাকে আসিয়া অভিবাদন করিল এবং হাস্যমুখে আমার স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্।

এই দেব ললনাগণের মধ্যে প্রধানা একজন আমাকে বীণাঝঙ্কার রবে বলিলেন "এ সমস্ত আপনারই—আমরা আপনার সেবকা; আপনি এই প্রাসাদ, এই সন্নিহিত দেবভূমি, আর এই দেব-ললনাগণের অধীশ্বর; আপনার সুকৃতভোগের নিমিত্ত আমরা সকলেই আপনার মনস্তুষ্টি সাধনে ও পরিচর্য্যায় নিয়োজিতা।" তিনি এই কথা বলিয়া স্মিতঅঙ্গাপে

আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদের শোভাও অপরূপ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ উত্তমরূপে সজ্জিত। আসন শয্যা মঞ্চ এবং স্বর্ণ ও রজতের তৈজসে গৃহ সকল পরিপূর্ণ। এই গৃহ সকল পর্য্যটন করিয়া শেষে শয়ন-কক্ষে আসিলাম। এ গৃহ অপরূপ সজ্জিত। পর্য্যঙ্ক আসন চৌকি সমস্ত স্বর্ণনির্ম্মিত। সুকোমল মসৃণ শয্যার উপর মুক্তা খচিত আস্তরণ বিস্তৃত, এবং চতুঃপার্শ্বে হীরক মতি পদ্মরাগের মালা গ্রথিত। ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপের আভায় তড়িতালোকও নিষ্প্রভ হইয়াছে। গৃহভিত্তিতে মূল্যবান্ আলেখ্য শোভিত এবং রঞ্জিত; বৃহৎ বাতায়ন দ্বারে মণি-মাণিক্য খচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র বিলম্বিত। গৃহভিত্তির গাত্রে ছাদের নিম্নে সর্ব্বত্র সুরভিধৌত; এরূপ সুগন্ধ কখনও আঘ্রাণ করি নাই—চিত্তোন্মাদকর সুরভিতে আমার মন ও সর্ব্বশরীর পুলকিত হইতে লাগিল—আমি শয্যাতে শয়ন করিয়া স্বর্গসুখ চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনবদ্যাঙ্গীগণ গৃহতলে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

এই সময় অপর কতিপয় দেবযুবতী হাসিতে হাসিতে আমার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার অনুমতি লইয়া নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল। তখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। আবার সুধা আনীত হইল, স্বর্গের অনুপম দ্রব্য সুধা—

অপার্থিব সুধা আমি আকণ্ঠ পান করিলাম এবং পানে বিভোর হইয়া স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়িত রহিলাম।

স্বর্গে সুখ অনন্ত। আমোদ আহ্লাদ উল্লাস নৃত্য গীত বাদ্য নিত্যই স্বর্গে বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়গণ এখানে ভোগের পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সুরপুরে ব্যাধিহীন জরাহীন উৎফুল্ল কলেবরে ও সতেজ ইন্দ্রিয়ে উৎসাহিত মন বিষয় ভোগের চরিতার্থতা লাভ করে। বিষয় অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ইহাদের অঙ্গহীনতা ব্যতীত ষোল কলায় পরিপূর্ণতা এখানে বিদ্যমান। অমরগণ অস্বপ্ন অর্থাৎ অনিদ্র—সুখভোগের ব্যাঘাত ভয়ে তাঁহারা রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—দিবস-রজনী সমানে সুখভোগ করিয়া থাকেন।

চক্ষুর বিষয় রূপ—রূপ এখানে ধরে না, উথলিয়া উঠিয়াছে—এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, এতই সুষমা এখানে সঞ্চিত।

রাঙা গগনে রাঙা চাঁদের আলো, প্রভাত গগনে তরুণ অরুণ; দিবস-যামিনী স্নিগ্ধকিরণে রবিশশী দিব্যভূমি সন্তর্পিত করেন।

হরিত প্রান্তরে প্রফুল্ল পাদপ, সরসী সলিলে সরস কমল—অলিকুল অনুক্ষণ বিকশিত মধুপানে উন্মত্ত। কুসুম-কাননে বেল যুঁই জাতি গন্ধরাজ গোলাব মন্দার পারিজাত দিক্ সকল আলোকিত করিয়া আছে—সুন্দর নিকুঞ্জে সুন্দর বনফুল

ফুটিয়াছে নীল পীত শুভ্র লোহিত—নানা বর্ণের সুরভি কুসুম লইয়া বনলতা নিকুঞ্জে, কাননে, উদ্যানে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

শৈলগাত্র হইতে নির্ম্মল তুষার সলিল ঝর্ ঝর্ রবে সরিৎগর্ভে পতিত হইতেছে, আর স্বর্গীয় শফরী রোহিত ঈল্লিশ নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া সেই জলে ক্রীড়া করিতেছে।

দেবভূমিতে নিরন্তর সন্ সন্ রবে বসন্ত বায়ু বহিতেছে আর দেব দেবীগণ তাহার সংস্পর্শে বিভোর ও উদাস হইতেছে। উর্দ্ধ হইতে চূতমুকুল এবং নিম্ন হইতে কুসুমিত জম্বীর, সৌরভ ছড়াইয়া দেবভূমিকে উৎফুল্ল করিতেছে। মত্ত ভৃঙ্গ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গান করিয়া বেড়াইতেছে, এবং পাপিয়া সপ্তম স্বরে তান ধরিয়া দেব মহিলাগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিতেছে।

বনভাগে মত্ত যোষিৎগণ সুধাপানে বিভোর হইয়া, কোকিলসহ গাইতেছে, কুরঙ্গ ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া নাচিতেছে, আর সরোবরে মৎস্যের সন্তরণ দেখিয়া সন্তরণ দিতে সরসী সোপানে অবতরণ করিতেছে।

দেব যুবতীগণ বনফুলের মালা গাঁথিয়াছে—কথনও কবরীতে পরিতেছে, কথনও গলে দোলাইতেছে, আর প্রেমিক দেবতা দেখিয়া নিক্ষেপ করিয়া, পুলকে প্রহার করিতেছে। দেবতাগণও সুন্দরীগণের হস্তধারণ করিয়া নিকুঞ্জে বনে বিচরণ করিতেছে। স্বর্গে বিভব ও প্রচুর—স্বর্গে কল্পতরুমূলে কমলা

বসিয়া দুই করে ধনদান করিতেছেন, দেবতারা ইচ্ছামত গ্রহণ করিতেছে। স্বর্গে ঐশ্বর্য্য ধরে না—স্বর্গে কামিনীর গাছে কাঞ্চনের শাখায় হীরার পত্র ও মতিমুক্তার ফলফুল ধরিয়াছে। দেবতাগণ কুড়াইয়া লইতেছে। স্বর্গে কামিনী কাঞ্চন ছড়াছড়ি; আবার স্থির যৌবন ও প্রফুল্ল বপুতে, উন্মত্ত মন অদম্য ইন্দ্রিয় দ্বারা এখানে ভোগের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিয়া থাকে।

আবার স্বর্গে যে যাহা কামনা করে, তাহা প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত, পণ্ডিতগণের, নৃপতি সম্রাট্‌গণের সমাদর লাভ করেন; অর্থকামী স্থবর্ণের খনি প্রাপ্ত হয়; রূপপ্রার্থী কন্দর্প-তুল্য দিব্যরূপ ধারণ করে; পুত্রকামী শত সহস্র পুত্রের মুখাব-লোকনে তৃপ্ত হয়; এবং বিষয়কামী ও রাজ্যকামী দেবভূমিতে বিশাল রাজ্যের অধিকারী হয়।

এখানে প্রণয়ীর প্রণয়বাসনা চরিতার্থ হয়, বিরহীর এখানে চির মিলন সম্পাদিত, বুভুক্ষুর জন্য প্রচুর অন্ন ও দরিদ্রের নিমিত্ত কল্পতরু নিয়ত এখানে উন্মুক্ত। স্বর্গে কোনও অভাব নাই—স্বর্গে অভাব নাই; আশঙ্কা নাই; প্রয়োজন নাই; প্রার্থনা নাই; অদর্শন নাই; বিরহ নাই; নিত্য মিলন নিত্য স্থখ নিত্য প্রীতি নিত্য প্রেম সুখের স্বর্গে বিরাজিত।

স্বর্গে কাহারও জন্য ভাবিত হইতে হয় না অর্থাৎ

স্বর্গে কাহারও উপর আসক্তি নাই,—যাহা কিছু আসক্তি সুখের উপর, ভোগের উপর, স্বচ্ছন্দের উপর—আর ভোগ এখানে ষোলকলায় পূর্ণ।

আর সুখ স্বর্গে স্বাধীনতা। আমি স্বাধীন—সহস্র প্রকারের পরাধীন জীব, আমি স্বাধীন হইয়াছি, এ সুখ আমার রাখিবার স্থান নাই, আহার বিহার করিতেছি, মনে হইতেছে আমি স্বাধীন, প্রচুর খাদ্য খাইয়া ফেলিতেছি, কাজকর্ম্ম করিতেছি মনে হইতেছে আমি স্বাধীন—শতগুণ উৎসাহে আমি কার্য্য শেষ করিতেছি, কথাবার্ত্তা গল্প গুজব করিতেছি মনে হইতেছে আমি স্বাধীন—আমার কথা ফুরায় না। হায় আমি স্বাধীন—আবার বলি আমি স্বাধীন—অনন্তপ্রকারে পরাধীন মানব আমি স্বাধীন হইয়াছি, ইহা স্বপ্ন নয় কল্পনা নয় চিন্তার অনুস্মৃতি নয়—প্রকৃত সত্য, যথার্থ সত্য—ভয়ানক সত্য সর্ব্ব লোকের অবিসম্বাদে এই স্বর্গরাজ্যে আমি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি।

আমি স্ত্রী পুত্রের অধীন নহি—তাহাদের রোগে শোকে আমার অন্তরাত্মা শুষ্ক হয় না—তাহাদের সুখের জন্য, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সমাধার জন্য আমাকে নরকের দ্বার অবধি অগ্রসর হইতে হয় না; আমি পরিজনের অধীন নহি, তাহাদের জন্যও আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট থাকিতে হয়

না; আমি প্রভুর অধীন নহি—পদোন্নতির আশায় আমাকে কৃতাঞ্জলি থাকিতে হয় না; নিজের ধর্ম্ম, নিজের প্রকৃতি, নিজের প্রবৃত্তি ও অভিমতে বলিদান দিয়া প্রভুর অর্থকেই পরম স্বার্থ জ্ঞান করিতে হয় না। হায়! নয়টার পূর্ব্বে জঠরে অর্দ্ধ সিদ্ধ অন্ন বোঝাই লইয়া উর্দ্ধনেত্রে ধাবনের অবসান স্বর্গভূমিতে সংঘটিত হইয়াছে। আমি স্বাধীন হইয়াছি।

এখানে আমি কাহারও অধীন নহি, আমি প্রতিবেশীর অধীন নহি, সমাজের অধীন নহি, নিয়মের অধীন নহি, গুরু-জনের অধীন নহি, ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন নহি, অধিক কি সময়ে সময়ে আত্মারও অধীন থাকি না—মত্ততায় আত্মহারা হইয়া যাই—এমনই স্বাধীনতা সুখের স্বর্গে বিরাজিত। স্বর্গে আমি যাহা মনে করি অর্থাৎ মনে যাহা উদিত হয় তাহাই সম্পন্ন করি। স্বর্গ মনোময় রাজ্য! স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার, সম্পূর্ণ প্রভুত্বাচার সুখের স্বর্গে বর্ত্তমান।

প্রাতঃকালে আমি শয্যা হইতে উঠিবামাত্র দেব ললনারা আমাকে চন্দন চুয়া কর্পূরবাসিত শীতল মুখপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দেন। আমি মুখধাবনে প্রবৃত্ত হই, তাহার পর বস্ত্র ত্যাগানন্তর স্বর্গীয় চা আনীত হয়—অনুচরীরা কেহ বাটী কেহ গেলাস কেহ চামচ লইয়া আমাকে চা পান করাইয়া থাকেন। লঘু প্রাতরাশও প্রদত্ত হয়—নবনীত, পিষ্টক, মধু-

রাম্ন ফল এবং মিষ্টান্ন অকাতরে খাইয়া ফেলি তখন সংগীত আরম্ভ হয়—সঙ্গিনীগণ মধুর বাদ্যের সহিত স্থর মিলাইয়া মধুর কণ্ঠে তান ধরেন—অপূর্ব্ব গীত শ্রবণে আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। ভানু গগনে প্রখরতা ধারণ করিলে অনবদ্যাঙ্গীগণ আমাকে তৈল চন্দন বিলেপন মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেন; স্নানের পর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—শাক সব্‌জী, ফলমূল, মাংস আর মিষ্টান্ন আহার; শেষে সুধা আনীত হয়—স্বর্গীয় সুধা আমি অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিতাম, এবং সর্ব্বদাই তৃপ্তিতে বিভোর থাকিতাম। আহারের শেষে আকণ্ঠ সুধা খাইয়া শয্যার উপর পতিত হইতাম, দেবমহিলাগণ আমার পরিচর্য্যা করিত।

প্রাতঃকালে দেবললনাগণের নৃত্যগীত, মধ্যাহ্নে নৃত্যগীত, সায়াহ্নে নৃত্যগীত, দিবায় নৃত্যগীত, নিশায় নৃত্যগীত এইরূপ আমোদআহ্লাদে সুখেস্বচ্ছন্দে আমার স্বর্গভোগ হইতে লাগিল—পুরুষের সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগ বা প্রয়োজন হয় না—অনুক্ষণ সুধা পানে বিভোর হইয়া স্বর্গীয় হৈম পর্য্যঙ্কে সুরললনাগণের অঙ্কে শায়িত থাকি, চৈতন্য হইলেই নৃত্য গীত; এইরূপে স্থানমাহাত্ম্যে বিলাসে, সুখভোগে, আর বিভোরতা বা অচৈতন্যে আমার স্বর্গভোগ হইতে লাগিল; অর্থের অভাব নাই, আবশ্যক হইলেই দেওয়ান অর্থ যোগাইয়া থাকেন—

নিশ্চিন্ত, নির্ভাবিত, প্রীত ও বিভোরভরপূর চিত্তে আমি দিন কাটাইতে লাগিলাম।

আমি দেখিলাম স্বর্গে প্রধানতঃ সুখ তিনটি। প্রধান সুখ দিব্য পীযূষের পিপার মধ্যে ভরা, তুষারধবলবদনা দেবললনাগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখ নিহিত এবং অবশিষ্ট আমার দেওয়ানের বাক্সর ভিতর চাবিবন্ধ—টক্‌টকে গিনিসোনা—তাহার মধ্যেই বাকী সুখ অবস্থিত। আমি পূর্ণমাত্রায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এইরূপে দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিয়া আমার চিত্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল, স্বর্গভোগ করিয়া আমি অন্তরে প্রীতি লাভের পরিবর্ত্তে অপ্রীতি অশান্তি অভাব ও অনুতাপ অনুভব করিতে লাগিলাম। একটী অভাব আমার চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিল।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ স্বর্গধামে পূর্ণ সৌষ্ঠবে অঙ্গহানিব্যতীত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—স্বর্গের সুষমা সম্ভোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইতে লাগিল, মন মুগ্ধ হইল, চিত্ত চমৎকৃত হইল; কিন্তু বুদ্ধি স্তব্ধ হইল আর চৈতন্য লোপ হইয়া যাইল। সকল সুখ, সকল আনন্দ, কিন্তু একটী অভাব অনুভবে ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলাম। আমি নিজেকে অনুভব করিতে পারিলাম না। আমি এই সকল শোভা সম্পৎ সুখ সম্ভোগ করিয়াও আমিত্ব অনুভব বিনা উন্মনা হইলাম। রাজাধিরাজতনয় বিলাস সুখসাগরে মগ্ন হইয়াও রাজ্যাধিকারের

আশা বিনা যেরূপ ক্লেশ ভোগ করেন—সুরাসক্ত মত্ত নেশার অবসান না হইলে আমিত্ব অনুভব বিনা যেরূপ যাতনা ভোগ করে—ধনবানের পার্শ্বচর আমিত্ব ভুলিয়া যেরূপ লাঘব অনুভব করে—অথবা সুদরিদ্র জামাতা ধনকুবের শ্বশুরের ভবনে বাস করিয়া আমিত্ব বোধ বিনা যে ক্লেশ ভোগ করে—আমি সেইরূপ অব্যক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলাম —আমার চিত্ত নাই অথবা চিত্ত সর্ব্বদা উন্মত্ত। কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব সব ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথমতঃ, দেবতাদের স্বকীয় মূর্ত্তি নাই। কল্পিত সুন্দর মূর্ত্তিই তাঁহাদের আকৃতি; আমিও দেবলোকে আসিয়া সেইরূপ এক সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি। কল্পিত মূর্ত্তি, সুতরাং ইহার উপর আমার আসক্তি নাই—দেহের উপর আসক্তি না থাকায় সেই দেহ সম্ভুক্ত বিষয়েও আমার প্রীতি নাই—বিষয় ভোগে দারুণস্পৃহা থাকিলেও, স্বীয় দেহও তন্নিবিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় আমি বিষয় ভোগ করিয়া প্রীতি লাভ করি না।

হায়, শুক রাধাকৃষ্ণ বলিয়া যেরূপ ভগবৎপ্রীতি অনুভব করে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ নাট্যশালায় সম্রাট্ সাজিয়া যেরূপ সাম্রাজ্য সুখ ভোগ করে, রজক প্রচুর বস্ত্রের অধিকারী হইয়া যেরূপ আচ্ছাদন সুখ ভোগ করে, বলীবর্দ্দ শর্করা বহিয়া যেরূপ মাধুর্য্যাস্বাদ

উপভোগ করে অথবা ধনরক্ষক মুদ্রাগণনাতে যেরূপ অর্থ সুখ ভোগ করে, আমিও দেব শরীরে সেইরূপ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে লাগিলাম। হায়, ইহা অপেক্ষা আমিত্ব লইয়া আমার বারাণ্ডায় ঝুলা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল, এ পারিজাতপ্রসূন আঘ্রাণ অপেক্ষা আমার দুর্গন্ধাঘ্রাণ বাঞ্ছনীয়, এ অমৃতাস্বাদ অপেক্ষা শত জন্ম অনশন ক্লেশও সহনীয়। আমার এ সুখ ভাল বোধ হইল না। স্বর্গ সুখে আমার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। আমি মনের কথা বলিয়া একটী সত্যবাদী প্রবীণ দেবমূর্ত্তির নিকট শুনিলাম, সকল দেবতাই এই স্বর্গ সুখে বিতৃষ্ণ—ধনবতী গণিকা প্রাসাদবাসেও যেরূপ ঘৃণা ও আত্মগ্লানিতে সন্তপ্তা এই স্বর্গ সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে দেবকুল সেইরূপ নিরন্তর গ্লানি অনুভব করেন। দেবগণ কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করেন না, অভিমানবশতঃ এবং নির্বুদ্ধিতাপ্রকাশ ভয়ে তাঁহারা হৃদয়ভাব সংগোপন করিয়া দেবলীলার অবসান অপেক্ষা করিতে থাকেন। আমি নূতন দেবতা, তাহাতেই প্রবীণ দেবতার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ সদুত্তর শুনিলাম। যাহা হউক এইক্ষণে মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইবে ইহা বুঝিলাম; নতুবা দেবলোকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে—আমি স্ফূর্ত্তি দেখাইয়া সর্ব্ববিধ আমোদ আহ্লাদে অনুরক্ত হইলাম। দেবকামিনীরাও আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন। তবে কোনও

কোনও দেবযুবতী আমাকে কাঁচা দেবতা বলিয়া পরিহাস করিতেন ; কিন্তু অন্তরের আগুন চাপা থাকে না।

আমি আত্মহারা মনে নিরন্তর ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রেতদেহে বারাণ্ডার নিম্নে ঝুলিয়া যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, এ স্বর্গযন্ত্রণা তাহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হায় কেন মর্ত্ত্যে জীবগণ স্বর্গ কামনা করে? পৃথিবীতে বিদ্যা ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব ইহাদের এক একটীর অধিকারলাভে মনে দম্ভের সীমা থাকে না, আর স্বর্গে পূর্ণ মাত্রাগ এই সকল ভোগ করিয়া অহঙ্কারের পূর্ণমাত্রা বর্দ্ধিত হয়। কুন্তী ভগবান্ কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "কৌলীন্য ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্পৎ রূপ এই সকলে পুরুষের অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অহংকৃত জন অকিঞ্চনের ধন তুমি—তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করে না—অতএব পুরুষোত্তম! আমাদিগকে এ সকল সম্পদের পরিবর্ত্তে বিপদ্ দান কর যাহাতে তোমাকে ডাকিয়া তোমার দর্শন লাভ করিব। তোমার দর্শন লাভে পুনর্ব্বার ভবদর্শন হইবে না।" * এ কথায় তাৎপর্য্য আমি

* বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বত্তত্রতত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতোদর্শনং যৎ স্যাৎ ন পুনর্ভবদর্শনম্॥
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যা ভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্।

এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। স্বর্গে পূর্ণমাত্রায় বিলাস বিভব ধন রূপ যৌবন কামিনী কাঞ্চন মদে আমি সম্পূর্ণ মত্ত, সকল দেব দেবীই এইরূপ মত্ত। এই সকল সুখ সম্ভোগকালে একবারও সেই সর্ব্বসুখময়ের কথা মনে উদিত হয় না। উৎকৃষ্ট অন্নাদি ভোজনকালে একদিনও সেই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া খাইবার বাসনা হয় না, বিশুদ্ধ সুরভি কুসুম দেখিলে নিজেই সম্ভোগের ইচ্ছা হয়—পরমাত্মার পাদপদ্মে দিবার সঙ্কল্প মনে হয় না। উৎকৃষ্ট কন্দ ফল মূল আহার্য্য দেখিলে নিজেই আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মণমুখে তাঁহাকে সেবা করাইতে ইচ্ছা হয় না, তীর্থ-স্থানের নাম শুনিলে স্বাস্থ্যলাভ বা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে ইচ্ছা হয়—দেবদর্শনের জন্য নহে—সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয় ও মনকে প্রীত করিবার প্রয়াস এই স্বর্গে বৃদ্ধি পায়।

আর আমি সুখী ধনী মানী জ্ঞানী রূপী গুণী মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায় অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। অহঙ্কার-ভরে নিজেকেই ক্ষমতাবান্ মনে হয়। নিজের অতিরিক্ত অপর কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না—স্বর্গীয় দেব-গণের এই অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অহঙ্কারে এবং বিলাসমদে মন সর্ব্বদাই উন্মত্ত; তাহাতে করিয়া মদমত্ত মন আত্মারও প্রভুত্ব বিনাশ করিয়া নিজে সুখ কল্পনা, সুখ ভোগ চিন্তা করিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া থাকে; মন প্রভু হওয়াতে চিত্ত-

বৃত্তি প্রভৃতি একেবারে প্রনষ্ট হইয়াছে এবং চিত্তবৃত্তি নষ্ট হওয়ায় দেবতা আমি চিত্তহারা বা আত্মহারা।

আমি চিত্তহারা ও আত্মহারা। চিত্তহারা বা আত্মহারা পুরুষ উন্মত্ত বা ক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। শুদ্ধ আমি নহি, সমস্ত দেবলোকই এইরূপ স্বর্গ সুখ ভোগ করেন, মন ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই লইয়াই স্বর্গ—আমার এ স্বর্গে প্রয়োজন নাই। বেদান্তে উক্ত আছে শ্লাঘ্য মানবজন্ম -যাহাতে মুক্তিসাধনের উপায় জ্ঞান ও ভক্তি লভ্য লইয়া থাকে। লোকে নরজন্ম দুর্লভ, এই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ জীব অর্থাৎ উন্নত দেবতাগণ নরত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল। নরত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে—দেব-জন্মে বিষয় সুখে রত মন সংযত বৈরাগ্যশীল বা শুশ্রূষু হইতে পারে না, নিরন্তর সুখে উন্মত্ত থাকায় অকিঞ্চনের ধন সেই দীনবন্ধুর পাদপদ্মে তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না এবং শীঘ্রই সে অধমাধম গতি প্রাপ্ত হয়। হায়, ব্রহ্মাদি দেবতাগণও নরত্ব লাভের ইচ্ছা করেন, আর সেই নরজন্ম—শুদ্ধ নরজন্ম নহে, নরজন্মের শ্রেষ্ঠ জন্ম, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়া আমি বৃথা দিন অতি-বাহিত করিয়াছি—আমা অপেক্ষা অধম আর কে আছে? কেন আমি ভোগসুখে রত হইয়া নিত্যসুখে বঞ্চিত হইলাম, অনিত্য ধনমদে মত্ত হইয়া আমি নিত্যধন হারাইলাম। হায়, সর্ব্বোচ্চ-

সোপানে উঠিয়া ছাদে উঠিলাম না—অবতরণ করিয়া ভূতলে পতিত হইলাম—আমা অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কাহার আছে? আত্মগ্লানিতে ও পাপের অনুস্মৃতিতে আমার হৃদয় অবশ হইল, অনুতাপে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এমন সময় দেখি, সেই দেবদূত আমার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম, আমার ক্লেশের কথা তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু তিনি "কিছুই বলিতে হইবে না আমি সকল জ্ঞাত আছি" এই কথা বলিয়া আমাকে অনুগমন করিতে বলিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিমনা হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলাম, দেখিলাম আমরা অবতরণ করিতেছি। ভাবিলাম হয়ত দেবদূত আমাকে পুনর্ব্বার বারাণ্ডায় ঝুলাইয়া দিয়া আসিবেন—সে ক্লেশ দুর্বিষহ অনুভূত হইল, বিশেষতঃ সেই স্ত্রীপুত্রাদির উপর এক্ষণে আমার আসক্তির অভাব হইয়াছে, তাহাতে করিয়া অনাসক্ত ভাবে সেই বারাণ্ডায় ঝুলা, কি যাতনা, তাহা অনুধাবন করিয়া আমি দারুণ মনঃক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলাম। আমি যে ক্লেশে পতিত হইব মন যেন পূর্ব্ব হইতে তাহার আভাস অনুভব করিতে লাগিল; আমি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "দেবদূত! আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? আর আপনিই বা কে আমাকে ইহা বিবৃত করিয়া সুস্থ করুন।" কিন্তু দেবদূত

আমার শিষ্টাচারে প্রীত হইলেন এরূপ বোধ হইল না; কারণ তিনি উদাসীনভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি স্বর্গসুখে বিতৃষ্ণ, তোমার স্বর্গবাস ফুরাইয়াছে সেজন্য তোমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছি।" হায়, তখন আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল, বিচারশুনানি মনে পড়িল—স্বর্গের পর নরকভোগ ঘটিবে শুনিয়াছিলাম—আমি সেই চিন্তায় অধীর হইলাম। স্থির থাকিতে না পারিয়া পুনরপি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ভীত ও কম্পিত দেখিয়া আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিলাম না—হায়, এইরূপই হইয়া থাকে। পুত্র ছাত্র বা ভৃত্য মনুষ্যতায় উন্নীত হইলে অর্থাৎ মানুষের মত হইলে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিতে হয়, অথবা অসময়ে অধীনও পদদলিত করিয়া থাকে—সুসময়ে ত্রিদিবপথে যাঁহার সমাদর লাভ করিয়াছিলাম আজ অসময়ে নিরয় পথে তিনি হতাদর করিলেন—আমি নিঃশব্দপদসঞ্চারে দেবদূতের অনুসরণ করিতে লাগিলাম—একবার ভাবিলাম ইনি আমার অন্তরের কথা জানিলেন কি প্রকারে? হয়ত, ইনি পরদুঃখকাতর কোনও উন্নত দেবতা হইবেন, কিন্তু ইঁহাকে আমার বিশেষ আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছিল—তবে আত্মীয় হইলেও উপকারক

কিনা সে বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। যাহা হউক, তিনি যে আমার উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন ইহা আমার বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না। তিনি বহুদূর অবতরণ করিয়া আমাকে এক দৃঢ় ও উন্নত প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গে আনয়ন করিলেন। হায় আলিপুরের জেলখানার প্রাচীর দেখিয়াছি, অনেক রাজ-ভবনের উন্নত প্রাচীর দেখিয়াছি, চীনের প্রাচীরের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ সমুন্নত প্রাচীর আমি দেখি নাই। সেই স্থানে প্রাচীর গাত্রে লৌহদ্বার দৃঢ় সংবদ্ধ ছিল; দেবদূত দ্বারে আঘাত করিলেন; দ্বার মধ্য হইতে উন্মুক্ত হইল, আর অমনি দেবদূত দৃঢ় মুষ্টিতে আমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে সেই প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইল। পুরুষমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## নিরয়বাসে।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক অন্ধকারময় কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পতিত হইলাম। অন্ধকার—ঘোরতর অন্ধকার—অমাবস্যার গভীর নিশীথে, জন্মান্ধ নয়ন মুদ্রিত করিলে যেরূপ অন্ধকার দর্শন করে, অথবা মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে পাতকীর মনের ভিতর যেরূপ অন্ধকার হয়, ইহা সেইরূপ অন্ধকার। কিছুই দেখিবার উপায় নাই—রাশি রাশি অন্ধকার—তাল তাল অন্ধকার—যেদিকে দৃষ্টিপাত করি অসীম অন্ধকার; এই অন্ধকারে কণ্টকাকীর্ণ বনে আমি পতিত হইলাম। কণ্টকময় বন—তীব্র কণ্টক—খর্জ্জুর, বব্বোল, বিল্ব, ময়না প্রভৃতির কণ্টক অপেক্ষা শতগুণে তীব্র ও শাণিত কণ্টক—তিল প্রমাণ স্থান নাই, কেবল কণ্টক, আবার যেদিকে পদক্ষেপ করি এই তীক্ষ্ণ কণ্টকে পদ বিদ্ধ হয়। পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল—রুধির ধারা উত্থিত হইতে লাগিল—যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম—'আর পারি না যে', 'প্রাণ যায় যে', 'মরি যে', 'আর করিব না পরিত্রাণ কর'' এইরূপ করুণ

আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই দয়া করিয়া পরিত্রাণ করিল না। আবার একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। যত ক্লেশ হয় হউক, একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিব, একস্থানের কণ্টকেই পদদ্বয় বিদ্ধ হউক মনে ভাবিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছি অমনি পিপীলিকা বৃশ্চিক দংশ মশক বিষাক্ত কীট পদদ্বয়ে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। কাতর ভাবে করযোড়ে তাহাদিগকে দুঃখ জানাইয়া নিবৃত্ত হইতে বলিলাম; কিন্তু তাহারা উত্তর করিল "জীবিত কালে মর্ত্ত্যধামে আমাদিগকে অকারণে হত্যা করিয়াছ জান না! তখন আমাদিগের কাতরতা অনুভব কবিয়াছিলে কি? পামর! এখন কৃপা ভিক্ষা করিতেছ! আমরা শতগুণ পরিশোধ দিব— দাঁড়াইওনা, কণ্টকের উপর দিয়া চলিয়া যাও।"

প্রাণান্তকারী বৃশ্চিক ও পিপীলিকাদংশনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না, পদদ্বয় তুলিলাম আর তীব্রতর কণ্টকে পদদ্বয় গভীরভাবে বিদ্ধ হইতে লাগিল, মনে হইল, জানু জঙ্ঘা পর্য্যন্ত পায়ের ভিতরে বিদ্ধ হইতেছে—রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল, অসহ্য যন্ত্রণায় স্থির হইতে না পারিয়া পতিত হইলাম, আর সর্ব্বাঙ্গে সেই তীব্র কণ্টক দারুণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। শুইয়াও স্থির থাকিবার উপায় নাই, সেই সকল জীব দংশনে অস্থির করিল, কণ্টকের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম,

কখনও দাঁড়াই কখনও বসি আর শুইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া যাই—হৃৎপিণ্ড নাভি, মস্তিষ্ক, ফুসফুস, জঠর, পাকস্থলী, দেহের যন্ত্র পর্য্যন্ত তীব্র কণ্টক সকল প্রবেশ করিতে লাগিল, যন্ত্রণায় নিরন্তর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম, আর এই কণ্টকের উপর ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি—হায়, কি করিলে এ যাতনার অবসান হয়, কিরূপে পরিত্রাণ পাইব—কে উদ্ধার করিবে, বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহ উত্তর দিল না, সমানে কণ্টকবনে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম রক্তের নদীনালা বহিল, অশ্রুর স্রোত ছুটিল, ঘর্ম্মের প্রবাহ চলিল, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনও প্রতিকার হইল না। হায়, জলাশয় পাইলে ডুবিয়া মরি, বৃক্ষ পাইলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি, অস্ত্র পাইলে দেহকে দ্বিধা করিয়া সকল দুঃখের শেষ করি, বিষ পাইলে ভক্ষিয়া জীবনের শেষ করি, কিন্তু হায় সে সকল মিলিল না, অথবা মিলিলেও সলিল এ দেহকে ডুবাইতে পারে না, অনল ইহাকে ভস্ম করিতে পারে না, গরল ইহাকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়া শেষ করিতে পারে না, অস্ত্র ভিন্ন করিতে পারে না—অজর অমর স্থির দৃঢ় কঠিন আমার এই প্রেত দেহ। আমি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ক্লেশে অচেতনপ্রায় হইয়া কণ্টকের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, কতদিন ধরিয়া এইরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি জানিনা,

প্রায় এক মাস পরে দেখি, কণ্টকবন অতিক্রম করিয়া অসিয়াছি। আমি দেখিলাম কণ্টক বন অতিক্রম করিয়া এক তরঙ্গায়িত উত্তপ্ত জলের নদী তীরে দাঁড়াইয়া আছি, এখানেও অন্ধকার, তবে তাদৃশ গাঢ় নহে, দৃষ্টি চলে। তীর হইতে দেখিলাম নদীর জল টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, অন্ন পাকের সময় জল যেরূপ ফুটে তদপেক্ষা তপ্তভাবে এই নদীর জল ফুটিতেছে, যেন তাহার মধ্যে কত কি পাক হইতেছে। আমি তীরে আসিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছি অমনি উপর হইতে এক কৃষ্ণাকার মূর্ত্তি আমাকে গলে হস্ত দিয়া এই নদীমধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। উহুঃ প্রাণ যায়—জ্বলিয়া মরি—আমার ধর ধর, তুলিয়া দাও—জীবন রক্ষা কর, পুড়িয়া মরি, এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিলাম কিন্তু কেহ কর্ণপাত করিল না; সর্ব্বাঙ্গে ফুটন্ত জল লাগিয়া ফোস্কা উঠিল, আমি সন্তরণ দিতে লাগিলাম—মনে করিলাম যেদিক হইতে ফেলিয়া দিয়াছে সাঁতার দিয়া সেই দিকে যাইব; এই ভাবিয়া যেমন সেই তীরের দিকে সন্তরণ দিয়া যাইব, অমনি হাঙ্গর কুম্ভীর মুখব্যাদানপূর্ব্বক আমাকে গ্রাস করিতে আসিল, ভয়ে প্রাণপুরুষ শুষ্ক হইয়া যাইল, ফিরিয়া গভীর জলের দিকে ছুটিলাম কিন্তু এখানেও ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্য আমাকে দংশন করিতে লাগিল—দংশন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল, তাহারা আমার ফোস্কা খাইতে লাগিল, আর সেই গলিত ফোস্কায়

উষ্ণ জল লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ তীব্রতর জ্বলিতে আরম্ভ হইল। পামর মৎস্যগণ তাহার উপরেই দংশন করিতে লাগিল—আমি কত অনুনয় করিলাম কিন্তু মৎস্যকুল উত্তর করিল, "দুর্বৃত্ত! তুচ্ছ রসনার প্রীতির জন্য আমাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছ জাননা? তখন আমাদের অনুনয়ে, কাতরতায়, ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়াছিলে কি? জাননা, পামর আমরা এক্ষণে তাহার পরিশোধ লইতেছি?" অমি উত্তর করিলাম, "আমি ত সকল সময় হত্যা করি নাই।" তাহাতে এক প্রবীণ মৎস্য বলিল, "ধারক, হত্যাকারক আর ভক্ষক তিন জনেই তুল্যাংশে হত্যার ফলভাগী হয়, ভক্ষক না থাকিলে হত্যাকারক বা ধারক থাকিত না।" এই বলিয়া তীক্ষ্ণদন্তে আমায় সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিতে লাগিল। অমি চীৎকারধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলাম—কখনও নিমজ্জিত হই, কখনও ভাসিয়া উঠি, কখনও সেই ফুটন্ত জল পান করি, আর নাকে মুখে চখে সেই জল লাগিয়া দারুণ জ্বালা উপস্থিত হয়; তদুপরি মৎস্যদংশনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম, নয়নের জলে বোধ করি নদীর জল বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু কেহই দয়া করিল না; আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এই নদীতে সন্তরণ দিতে লাগিলাম, আর মধ্যে মধ্যে এক একটা মৎস্য আমায় পা ধরিয়া এই নদীজলে ডুবাইয়া

দিতে লাগিল। কতদিন ধরিয়া এ ক্লেশ সহ্য করিলাম জানিনা, পনর ষোল দিবস পরে প্রাণান্ত ক্লেশের পর দেখি অপর কূলে আসিয়াছি। এই কূলে কৃষ্ণকায় ঘোরতর মূর্ত্তি সকল দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা "এস এস, বৈতরণী পার হইয়া আসিয়াছ ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল—আমি বুঝিলাম ইহা বৈতরণী নদী।

তীরে উঠিয়া দেখি বহু কৃষ্ণকায় মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে; তাহারা আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম আমার দেহও তাহাদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে—এরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে যে আমার নিজেরই নিজদেহের উপর ঘৃণা উপস্থিত হইল—দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। আমি দেখিলাম ও পরিচয়ে বুঝিলাম ইহারাও আমার ন্যায় প্রেতাত্মা, নরক ভোগের জন্য এখানে সমবেত। আমি এবং সঙ্গীগণ অর্দ্ধঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখি রৌদ্রাকার প্রচণ্ড মূর্ত্তিসকল দণ্ডহস্তে আমাদের দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে,—তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি—দেহের বর্ণ আমাদের দেহবর্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণতর, মস্তকে রুক্ষ কেশ রাশি, এবং তাহার মধ্য হইতে জটা প্রলম্বিত। ক্রোধরৌদ্র বদন, তাহাতে আরক্ত গোল নয়ন—যেন জ্বলিতেছে। নাসিকা স্থূল, ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত পুরু এবং কর্ণ প্রভৃতি তদনুরূপ,

ইহাদের আকার খর্ব্ব। এই খর্ব্বাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি সকল তীব্র দণ্ডহস্তে আমাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া, আমরা হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলাম—কেহ শিরে করাঘাত, কেহ বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল, আর অধিকাংশ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। রৌদ্রাকার মূর্ত্তি সকল আসিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের উপর অকাতরে অবিচারে সেই দণ্ড চালাইতে লাগিল। যষ্টির আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল, সমস্ত গাত্রে দারুণ জ্বালা ও বেদনা উপস্থিত হইল, সকলেই দারুণ আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলাম—নিদারুণ চীৎকারে গগন-তল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, দশদিক্ প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু সে ক্রন্দন এই নৃশংসদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। আমরা কত বিনয় করিতে লাগিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আর মারিও না—ক্ষমা কর আর মারিও না—আর করিব না, আর মারিও না—আর সহ্য করিতে পারি না, আর মারিও না, প্রাণ যায়, আর মারিও না, রক্ষা কর আর মারিও না, জীবন জ্বলিয়া যায়, আর মারিও না।" এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদের পায়ে ধরিতে যাইলাম, কিন্তু নির্দ্দয় দূতগণ ততই প্রহার করিতে লাগিল। মস্তক দেহ সর্ব্বাঙ্গ গুরু যষ্টির আঘাতে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু পামরগণ

সেই ফুলায় উপরে প্রহার করিতে লাগিল, অসহ্য হওয়ায় আমি জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলাম কিন্তু সে অবস্থায়ও প্রহারের আঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ অচেতন ছিলাম জানিনা, বহুক্ষণ পরে কি উষ্ণ বস্তুতে গাত্র দগ্ধ হইতেছে অনুভব করিলাম, দেখি—তপ্ত বালুকার মধ্যে পতিত হইয়াছি, হায়, ইহাও তীব্র জ্বালা, যে দিকে দৃষ্টি-পাত করি—যতদূর দৃষ্টি যায়, চারি দিকেই উত্তপ্ত বালুকা। মুড়ি অথবা খৈ ভাজিবার কালে, কটাহে যেরূপ উত্তপ্ত বালি প্রস্তুত হয় এই বালুকা তদপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত। এই উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে শৃঙ্খলবদ্ধ হস্ত পদে আমি পাতিত হইয়াছি।

ছায়া নাই, জল নাই, আশ্রয় নাই- ধূ ধূ করিতেছে বালুকা, চারিদিকেই তপ্ত বালুকা দেখিতে পাইলাম। তপ্ত বালুকা লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল, দেহের রস রক্ত একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইল, সর্ব্বাঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা উত্থিত হইল—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু দাঁড়াইয়া স্থির থাকি কি সাধ্য, দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম, কোন দিকে যাইব কিছুই স্থিরতা নাই, কখনও পূর্ব্বে কখনও পশ্চিমে কখনও উত্তর দিকে কখনও দক্ষিণ দিকে, হতবুদ্ধির ন্যায় চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম; দূরে আরও দুই চারিটী আমার ন্যায় প্রেতাত্ম জীব আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছে

দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কে কাহাকে দেখে, নিজের জ্বালায় সকলেই অস্থির, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৌড়িতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম যেদিকে হয় একদিকে যাই, যদি কোনও রূপে এ বালুকা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। এই ভাবিয়া ক্রমাগত একদিকেই ধাবিত হইতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু সাধ্য কি, অধিক দূর গমন করি—কিয়দ্দূর গিয়াই চৈতন্যহীন হইয়া পতিত হইলাম, কিন্তু তখনও সর্ব্বাঙ্গ তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল—অচেতন অবস্থাতেও উঠিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, একবার শুই আবার উত্থিত হই, একবার উঠি একবার পড়ি, গড়াগড়ি দিয়া বালুকার উপরে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তপ্ত বালুকায় নয়নের জল অবধি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, দারুণ আর্ত্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, শেষে একবারে সংজ্ঞা-হীন হইয়া পতিত হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ বা কতদিন এরূপ অবস্থায় আছি জানি না, বোধ হয় পাঁচ ছয় দিবস পরে দেখি তুষারের স্তূপের মধ্যে আমি প্রোথিত আছি। শীতে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে, অবিশ্রান্ত কাঁপিতেছে, গাত্রের মধ্যে যেন বরফ প্রবিষ্ট হইতেছে, বাহ্য অভ্যন্তর যেন সমস্তই তুষারময় হইয়া গিয়াছে, মনে হইল। শীতে প্রাণ যায়, আর স্তূপ স্তূপ বরফ গাত্রের উপর পতিত হইতে লাগিল, তুষারভারে শ্বাস রোধের উপক্রম হইল, তুষারস্তূপে চাপা

পড়িলাম, শেষে আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল না ; হৃৎপিণ্ড শ্বাসযন্ত্র সমস্ত রুদ্ধ হইল—নিশ্বাসরোধ হইয়া অচেতন অবস্থায় পতিত রহিলাম। কতক্ষণ বা কত দিন পরে দেখি, দুর্গন্ধে আমার চৈতন্যোদয় হইতেছে অমি ভীষণ নরক কুণ্ডে নিমজ্জিত হইতেছি।

"তুল তুল আর ডুবাইও না, উঠাও শীঘ্র উঠাও—প্রাণ যায়, ডুবিয়া মরিব, বিষ্ঠা কুণ্ডে মরিব, অন্য যন্ত্রণা দাও, ইহা সহ্য হয় না, দুর্গন্ধে প্রাণ যায়" এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিলাম, শেষে বমন, অবিশ্রান্ত বমি হইতে লাগিল, অন্নপ্রাশনের প্রথম অন্ন অবধি উঠিয়া যাইল কিন্তু কাহারও দয়া হইল না, সেই সুগভীর বিষ্ঠাকুণ্ডে আমি নিক্ষিপ্ত ও ক্রমশঃ নিমজ্জিত হইতে লাগিলাম, জানু জঙ্ঘা উরু কটি বক্ষ অবধি ডুবিয়া যাইল—আবার চীৎকার করিতে লাগিলাম, পরিত্রাহি পরিত্রাহি রবে দারুণ ক্রন্দন করিতে লাগিলাম—ইহার বিনিময়ে আর সকল ক্লেশ সহ্য করিব, আমাকে রক্ষা কর, আমায় উদ্ধার কর, এরূপে আমাকে মারিও না ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু অরণ্যে রোদন, কেহ তুলিল না—বক্ষঃ কণ্ঠদেশ শেষে মুখ মস্তক মগ্ন হইল, বিষ্ঠাকুণ্ডে আমি নিমজ্জিত হইলাম—তলাইয়া যাইতে লাগিলাম, বড় বড় কৃমি-কীট আমার নাসিকায় কর্ণবিবরে ও মুখবিবর দিয়া বক্ষমধ্যে

জঠরেও প্রবেশ করিতে লাগিল, আবার বমন আরম্ভ হইল, কেবল বমন—উদরের নাড়ী অবধি বমন হইল—আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম, কিন্তু অচেতন অবস্থাতে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া তলাইয়া যাইতেছি ইহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। দুর্গন্ধে প্রাণ যায়, শেষে ঘৃণায় দুর্গন্ধে যন্ত্রণায় এবং বমনবেগে একেবারে সংজ্ঞহীন হইয়া পড়িলাম।

কতদিন এরূপ অবস্থায় ছিলাম, জানি না দুই তিন দিবস পরে দেখি, আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদে এক সুভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। আমার ন্যায় আরও অসংখ্য প্রেতাত্ম জীব এই ভাবে এই স্থানে দণ্ডায়মান। হায় কসাইকালীর সম্মুখে নিহত ছাগশিশু দেখিয়া অপর রজ্জুবদ্ধ ছাগবৃন্দ যেরূপ কম্পিত হয় ও আর্ত্তনাদ করে, আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেতত্মাগণের অবস্থা দেখিয়া সেইরূপ কম্পিত কলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম। ইহা তপ্ততৈল নরক। সুবৃহৎ লৌহ কটাহে তৈল ফুটিতেছে, নিম্নে চুল্লীতে শুষ্ক তিন্তিড়ী কাষ্ঠের ইন্ধন প্রদত্ত হইতেছে, আর কটাহের দুইদিকে দার্ব্বীহস্তে দুই রৌদ্রাকৃতি কৃষ্ণমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। দেখি, প্রেতাত্ম পাপীকে সেই তৈলে ভর্জ্জিত করিতেছে। বাঙ্গালী কুলবধূ হাস্য নেত্রে যেরূপ লৌহখন্তী দ্বারা উলটিয়া পালটিয়া

কইমৎস্য ভর্জ্জন করেন এই দূতগণ সেইরূপ প্রেতাত্ম পাপীকে তৈলকটাহে ভাজিতেছে; চুল্লীর পার্শ্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত পদে আমরা দণ্ডায়মান। এ দৃশ্যে কিরূপ ভয় ও ভাবনা হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই, সহজেই অনুমেয়। আমরা কসাইকালীর নিকটে ছাগবৎ অবিশ্রান্ত কাঁপিতে লাগিলাম, চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল, কখনও বা নৃশংস দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া নেত্র-দ্বয় মুদ্রিত করিতে থাকিলাম,—অধিক ক্ষণ নহে, অবিলম্বেই এক একজন প্রেতাত্মা উত্তমরূপে ভৃষ্ট হইলে অর্থাৎ এক একটী কটাহ খালি হইলে আমাদিগের সময় উপস্থিত হইল, বিনা বাক্যব্যয়ে গলদেশ ধরিয়া আমাদিগকে এক একটী কটাহে নিক্ষেপ করিল—তপ্ততৈল কটাহে পড়িলাম। পতনমাত্র গাত্র ঝলসিয়া যাইল, হস্ত পদ বদ্ধ, নড়িবার উপায় নাই, বক্ষঃ জঠর পৃষ্ঠ কম্পিত, স্পন্দিত ও উত্থিত হইতে লাগিল; আর্ত্তনাদে বোধ করি কটাহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু কেহ তুলিবার নাম করিল না। একপার্শ্ব উত্তম রূপে ভাজা হইলে যমদূত দার্ব্বী দ্বারা উল্‌টিয়া দিল, অপর পার্শ্ব ভাজিতে লাগিল—চীৎকার, দারুণ চীৎকার, প্রাণান্তকারী-চীৎকার—আমাদিগের চীৎকারে যমপুরী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, মনে হইল কটাহ

হইতে উত্থিত হইয়া চুল্লী মধ্যে পতিত হইয়া একেবারে ভস্ম হইয়া যাই, এই খানে প্রেতদেহের অবসান করি, কিন্তু অন্তর্যামী দূতগণ ঠিক সেই সময়ে দার্ব্বী দ্বারা চাপিয়া ধরিল, সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া তপ্ত তৈল কটাহে উত্তম রূপে ভাজিতে লাগিল। শেষে আর নড়িবার শক্তি রহিল না। হায়, বাঙ্গালী গৃহলক্ষ্মীগণ তপ্ততৈলে দুই চারিবার ভাজিলেই কই মৎস্যের প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়; কিন্তু যমদূতগণ সমস্ত দিন ধরিয়া ভাজিতে থাকিলেও আমাদের প্রাণবায়ু বাহির হইল না, কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম, বলিহারি সুবিচার! এইরূপে ভাজিয়া প্রাণমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে আমাদের কয়েক জনকে দূতেরা কটাহ হইতে নামাইল। আমি গতসংজ্ঞ হইয়াছিলাম, লুপ্তসংজ্ঞা অবস্থাতেই চুল্লীপার্শ্বে পতিত রহিলাম।

কতক্ষণ পরে চৈতন্যোদয়ে দেখি কুম্ভীপাক নরক সম্মুখে সমানীত হইয়াছি। এখানেও হস্ত পদ বদ্ধ—হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছি। কুম্ভীপাক নরক দেখিয়া প্রাণ একেবারে উড়িয়া যাইল, হাণ্ডী বা কুম্ভের মধ্যে যেরূপে অন্ন ব্যঞ্জন পাক হয় সেই রূপে প্রেতাত্ম পাপীকে কুম্ভ মধ্যে পূরিয়া মুখে শরাব আচ্ছাদন-দিয়া, দূতগণ পাক করিতেছে—উত্তমরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ সুসিদ্ধ করিতেছে—অর্থাৎ অস্থি মাংস মেদ মজ্জা রস রক্ত সম্যক্‌রূপে

গলাইতেছে—আমি দেখিয়া অবাক্। কুম্ভ খালি ছিল না বলিয়াই হউক অথবা অনুভূতি দ্বারা অধিকতর ক্লেশ ভোগ উপলক্ষে হউক, ক্ষণকাল এই কুম্ভীপাক নরক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুদীর্ঘ চুল্লী, তিন্তিড়ী কাষ্ঠের ইন্ধন জ্বলিতেছে, আর তাহার উপর সারি সারি অসংখ্য কুম্ভ সজ্জিত আছে—তাহার মধ্যে প্রেতাত্ম পাপীর পাক হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে একটী কুম্ভ খালি হইলেই আমাকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। মধ্যে উষ্ণজল ফুটিতেছিল, আমি তাহার মধ্যে পতিত হইবামাত্র মুখে শরাব আচ্ছাদন প্রদত্ত হইল। তপ্তৈতল কটাহে বরং বায়ুসঞ্চার ছিল, এখানে মুখবদ্ধ – বায়ুর লেশমাত্র নাই, শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। আমি উত্তমরূপে পাক হইতে লাগিলাম, অর্থাৎ বেশ সিদ্ধ হইতে থাকিলাম। নয়নে অশ্রু নাই,দেহে রসরক্ত নাই, ক্রন্দনের শক্তি নাই, নীরবে অচেতনে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অচেতনে আর্ত্তনাদ করিলাম ; কিন্তু শরাবে কুম্ভমুখ বদ্ধ থাকায় সে আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনিই ফিরিয়া আসিল—আমি কাঁদিলাম মরি গো—প্রতিধ্বনি শুনিলাম মরি গো, আমি কাঁদিলাম আর পারি না – প্রতিধ্বনি শুনিলাম আর পারি না, আমি কাঁদিলাম সিদ্ধ হইলাম – প্রতিধ্বনি হইল সিদ্ধ হইলাম—আমি কাঁদিলাম জ্বলিয়া মরিলাম,পুড়িয়া মরিলাম, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ হইয়া মরিলাম—প্রতিধ্বনি হইল জ্বলিয়া মরিলাম, পুড়িয়া

মরিলাম, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ হইয়া মরিলাম—প্রতিধ্বনি যেন আমার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে সহ্য করিতে না পারিয়া অচেতন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া সিদ্ধ হইতে লাগিলাম। চৈতন্যোদয় হইলে দেখি অসিপত্র নরক মধ্যে আমি দৌড়িতেছি। অসিপত্র নরকচারি দিকে ষোড়শযোজন বিস্তৃত, অসংখ্য শাণিত অসি উত্তানভাবে অর্থাৎ অসিধার উপরে করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে ঈষৎ প্রোথিত—মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় না, কেবল অসি—শাণিত অসি সকল, খুর ধার অসি সকল ভূমির উপর সংরক্ষিত; আমি এই অসিপত্র নরকের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছি; দাঁড়াইবার উপায় নাই দাঁড়াইলেই কৃষ্ণ গোক্ষুরাদি তীব্র বিষাক্ত সর্প দংশন করে, ঘুরঘুরে কীট পদতল দংশন করিয়া স্থির থাকিতে দেয় না, অসি হইতে অন্য অসিধারের উপর যাইতে হয়; আমি এই অসির উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। পদদ্বয় কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল, তীব্র জ্বালা অনুভূত হইল, রুধির স্রোতে অসিধার সকল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। আমি তীব্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলাম, কিন্তু শ্রোতা বা পরিত্রাতা নাই—ভীষণ রবে চীৎকার করিতে করিতে অসিপত্রের উপর দৌড়িতে লাগিলাম, কখনও বা পিচ্ছিল অসিধারে পদ স্খলন হইল আর আমি অসিপত্রের উপর পতিত হইতে লাগিলাম। পতন মাত্র সর্ব্বগাত্র কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল এবং গাত্র হইতে রক্তধারা

ছুটিল। আমি ভৈরব রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম পরিত্রাণের জন্য দারুণ চীৎকার করিলাম কিন্তু পরিত্রাণ দূরের কথা, পরিত্রাণের পরিবর্ত্তে রক্তাক্ত ক্ষতের উপর ক্ষার ( লবণ ) বৃষ্টি হইতে লাগিল, সর্ব্বদেহ দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল এবং আমি বেগে অসির উপর গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল, চীৎকারের শক্তি রহিত হইল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, যন্ত্রণায় আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম।

ইহার পর জ্ঞানোদয় হইলে দূত মুখে 'মূত্রকুণ্ড', 'ক্ষারকুণ্ড,' 'পূয়কুণ্ড,' 'অন্ধতম,' 'রৌরব' প্রভৃতি ভীষণতর নরকের কথা শুনিলাম।

কিন্তু এই নরক ভোগের মধ্যেও আমি সেই কল্যাণময়ের মঙ্গলময় বিধান দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইলাম—আমি তাঁহার অচিন্তনীয় মহিমা অনুধাবন করিয়া প্রীতি ও ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইলাম। পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন পাতকী অনুতাপের শাসন না মানিয়া পুনঃ পুনঃ অবৈধরূপে বিষয়াসক্ত হইলে—বিবেকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়গণের পুনঃ পুনঃ অপব্যবহারে মানব ঘোরতর পাপে রত থাকিলে—দুষ্কৃত অধমাধম গতির দিকে ধাবিত হইলে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না। পাপী বলিয়া সকলে ঘৃণা করে, সকলে উপেক্ষা করে, সকলে বিস্মৃত হয়, তিনি কিন্তু বিস্মৃত হন না।

কুক্রিয়াসক্তের মুখাবলোকন করিতে আত্মীয়স্বজন পিতা মাতা অবধি কুণ্ঠিত হন, তাঁহারও পরিত্যাগ করেন—তিনি কিন্তু পরিত্যাগ করেন না। পাপানুরূপযাতনা পাতকীর শরীর ও মনকে প্রপ্রীড়িত করিতে থাকে। পীড়ার যাতনা, ব্যাধির যাতনা, মরণ যাতনা, নিরয় যাতনা অতিক্রম করিতে তাহার সাধ্যে সংকুলান হয় না—পাপীর সাধ্য নাই নরক যাতনা উপেক্ষা করে—পাপের তীব্রতর তীব্রতম চতুর্গুণ পঞ্চগুণ শতগুণ শাস্তি পুরুষাধমকে দগ্ধ করিতে থাকে—সে অসহ্য নরক যাতনা ভোগ করে—অসহ্য হওয়ায় মৃত্যুকামনা করে এবং শেষে নিরুপায় হইয়া পাপহারী পুরুষোত্তমের শরণাপন্ন হয়। বাষ্পাকুলনয়নে কোথায় পতিতপাবন দীনবন্ধো বলিয়া পাতকী কাতরস্বরে ক্রন্দন করে, আর তখনই পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণে অগ্নিতে তূলাদাহের ন্যায় তাহার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। এইরূপে শাস্তিদানে তিনি পাপীর পরিত্রাণ সাধন করেন। স্নেহপ্রদর্শন অপেক্ষা দণ্ডদানে বিশুদ্ধির আশু সম্ভাবনা দেখিয়া, প্রশ্রয়দান অপেক্ষা শাসনে সংশোধনের সহজ পথ দেখিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর পাতকীকে প্রশ্রয় না দিয়া তীব্র তাড়না করিয়া থাকেন।

স্নেহময় জনক জননী যেমন অশান্ত পুত্রের কল্যাণ কামনায় আদরের পরিবর্তে তাড়না করেন—মাতা পিতা সন্তানের দোষ দেখিলে পুরস্কৃত না করিয়া যেরূপ সংশোধনকল্পে তিরস্কৃত

করেন, সেইরূপ করুণাময় জগৎপিতা এই শোকমোহার্ণব সংসারের জটিলাবর্ত্ত হইতে উদ্ধারকল্পে জীবের পরমকল্যাণ-কামনায় এই নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিজ্ঞ স্বর্ণকার সলিলে প্রক্ষালনের পরিবর্ত্তে যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বর্ণাদির শ্যামিকা নাশ করে, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ জগৎকার যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিয়া সমল আত্মাকে নির্মল করিয়া থাকেন। বারংবার যন্ত্রণা পাইয়া কলুষমতি জীব কলুষস্বভাব ত্যাগ করে। পাপী পাপের প্রতিফল পাইয়া বিমল হইয়া উঠে।

আমি দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম; আমার কৃষ্ণ-বর্ণ দেহ ও তমসাচ্ছন্ন চিত্ত নরক ভোগে ক্রমশঃ শুভ্রতা ও প্রফুল্লতাধারণ করিতেছে।

ঠিক এই সময়ে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইল। আমি 'রৌরব' ভয়ে কম্পিতবপুতে পতিতপাবনের স্মরণ করিতেছি আর সম্মুখে দেখি, এক নূতন দূত আমাদের শাস্তা দূতের নিকট আসিয়া কর্ণে কর্ণে কি বলিতেছে। নূতন দূত আমার নিকট আসিয়া আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি মর্ত্ত্যধামে এণ্ট্রান্স্ ফেল করিয়াছিলাম কিন্তু যাবজ্জীবন লেখা-পড়ার চর্চ্চা রাখিয়াছিলাম এই কথা বলায় নূতন দূত আমার উপর সন্তুষ্ট হইল, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। নূতন দূত অনুচ্চ-স্বরে আমাকে বলিল "চিত্রগুপ্ত কয়েক দিবস ধরিয়া তাঁহার

পুত্রকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত একজন কৃতবিদ্য প্রেতাত্মার অন্বেষণ করিতেছেন, যদি তোমা দ্বারা সে কার্য্য হয়, তবে বোধ হয় তোমার উপকার করিতে পারিব" হাস্যমুখে দূত এই কথা আমার নিকট প্রকাশ করিল। আমি আহ্লাদে অধীর হইয়া দূতকে পরোপকারের মহিমা বুঝাইতে লাগিলাম। দূত সন্তুষ্ট হইল এবং আমাকে একেবারে চিত্রগুপ্তের ভবনে লইয়া চলিল। আমি মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলাম। হায়, যমালয়ে এক্ষণে লাভজনক দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলাম। নারকীকে অকারণ বৃথা ক্লেশদান অপেক্ষা লভ্যজনক শ্রমে ও ক্লেশে নিযুক্ত করিলে উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষের মস্তিষ্কে বোধ হইল এ ধারণা এক্ষণে উদিত হইয়াছে—চোর ঘানি টানিলে তাহার অপরাধেরও দণ্ড হয় আর তৈল বিক্রয়ে বিলক্ষণ আয়ও হইয়া থাকে—যমালয়ে দেখিলাম পৃথিবীর অনুকরণে দণ্ডনীতির সংশোধনের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাকে অকারণ 'রৌরবে' রাখিবার অপেক্ষা চিত্রগুপ্তের গৃহে নিযুক্ত করিলে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে দেখিয়া বোধকরি চিত্রগুপ্ত আমাকে আহ্বান করিয়া থাকিবেন—আমি চিত্রগুপ্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

চিত্রগুপ্ত আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন—আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় লইয়া আমাকে তাঁহার পুত্রের শিক্ষক পদে

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি পাকা খাতা দেখিয়া আমার দুই বৎসর নরক ভোগ কাল নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নরক ভোগে আমার তিন মাস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, অবশিষ্ট কাল তাঁহার পুত্রকে শিক্ষাদান করিলে আর অন্য নরক ভোগ করিতে হইবে না, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলে তিনি আমাকে মুক্তিদান করিবেন। এই কথা উত্তমরূপে চিত্রগুপ্ত আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

আমি বিনাবাক্যব্যয়ে সম্মত হইলাম এবং বিনা বেতনে চিত্রগুপ্তের পুত্রের শিক্ষক পদে অভিষিক্ত হইলাম। আমার 'রৌরব' রহিত হইল।

কিন্তু ধনবানের পুত্রের অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের পুত্রের শিক্ষকতা নরকভোগ হইতে পৃথক্ দেখিলাম না। সমস্ত দিবস পড়াইয়াও হাঁসাকে একটী কথা শিখাইতে পারি না। চিত্রগুপ্তের পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক হাঁসা বলিয়াই অভিহিত হইত, অবশ্য তাহার চন্দন বিলাস কিংবা রতিরঞ্জন প্রভৃতি একটা উৎকৃষ্ট নাম থাকিবে, কিন্তু আমি শিক্ষক—পিতৃস্থানীয়, আমি হাঁসাকে হাঁসা বলিয়া সম্বোধন করিতাম। হাঁসার একটী বর্ণও মনে থাকিত না, আবার পড়িতে বলিলে সে চাঁক প্যাঁক * প্রস্তুত করিত—লিখিতে বলিলে ছবি আঁকিত, ধারাপাত অভ্যাস

* নিরয়রাজ্যের খেলানা বিশেষ।

করিতে বলিলে যমালয়ের গল্প করিত, অঙ্ক কষিতে বলিলে পঞ্জিকা দেখিত। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম; প্রাণপণ চেষ্টাতেও হাঁসাকে পাঠে অবহিত করিতে পারিলাম না। চাকরী ছুটিয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে শাসনও করিতে পারি না, প্রশ্রয়দানেও সে শিক্ষা করে না, আমি অস্পন্দ ভাবে কাল কাটাইতে লাগিলাম। ইহার উপর চিত্রগুপ্ত একদিন আমাকে গোপনে আহ্বান করিয়া হাঁসাকে একটু ইংরাজী শিখাইতে বলিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন, "ইংরাজ প্রায় সমস্ত পৃথিবীর রাজা, এই যমালয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে, আমিও এই বৃদ্ধবয়সে ইংরাজী শিক্ষা করিতেছি" চিত্রগুপ্ত যুক্তি দেখাইয়া হাঁসাকে ইংরাজী শিখাইতে আদেশ করিলেন, আমি "যে আজ্ঞে" বলিয়া অধোবদনে নীরব রহিলাম। হাঁসাকে ইংরাজী পড়াইতে হইবে। পৃথিবীতে আমি এণ্ট্রান্স্ ফেল করিয়াছিলাম, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় বেশ অধিকার আছে বলিয়া আমার মনে মনে খুব অহঙ্কার ছিল—হায়, এক্ষণে পুস্তক খুলিয়া দেখি, সব ভুলিয়া গিয়াছি, অবশ্য এ, বি, সি অক্ষরগুলি ভুলি নাই, কিন্তু বড় বড় কথা, বড় বড় পদ, বড় বড় বাক্যের ভাব বা অর্থ বিস্মৃত হইয়াছি। হায়! ইংরাজীর ন্যায় কবে বাঙ্গালা ভাষাও বিস্মৃত হইব, আর আমাকে হাঁসার মত ছাত্রগণের অধ্যাপনায় ব্রতী হইতে হইবে না।

আমি হাঁসাকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। হাঁসা ইংরাজী শিখিতে লাগিল। এইখানে হাঁসার একটু বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিব—হাঁসা সমস্ত দিবস আমার নিকট পাঠ অভ্যাস করিত, সন্ধ্যার পর আর আমাকে পড়াইতে হইত না, তখন চিত্রগুপ্তের পাকা খাতা দেখিতাম। হাঁসা সন্ধ্যার সময় বাটীতে বসিয়া শিক্ষিত পাঠগুলি স্বয়ং অভ্যাস করিত।

একদিন ইংরাজী পড়াইবার সময় আমি পুস্তক খুলিয়া অর্থ বলিয়া দিলাম—'এ বড্' ( A bud ) এক ফুলের কুঁড়ি, 'দি ফর্' (The fur) ঐ লোম, মাই হেড্ (My head) আমার মাথা ইত্যাদি। হাঁসা সন্ধ্যার পর গৃহে যাইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল 'মাই হেড্' মাষ্টারের মাথা, 'মাই হেড্' মাষ্টারের মাথা, 'মাই হেড' মাষ্টারের মাথা—বারংবার মাষ্টারের মাথা মুখস্থ করিতে লাগিল। চিত্রগুপ্ত রাত্রিতে বিষয় কার্য্য শেষ করিয়া বাটী প্রবেশ কালে হাঁসাকে অত রাত্রি অবধি পাঠ অভ্যাস করিতে দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন, কিন্তু নিকটে যাইয়া শুনিলেন হাঁসা 'মাই হেড্' মাষ্টারের মাথা পাঠ মুখস্থ করিতেছে।

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চিত্রগুপ্ত পুত্রের দুই গণ্ডদেশে চারি চপেটাঘাত করিলেন—বলিয়া দিলেন—মাই হেড্ মাষ্টারের মাথা নয়—মাই হেড্—আমার মাথা। আমার মাথা, বলিয়া, তিনি

উপরে উঠিয়া যাইলেন। হাঁসা তখন মুখস্থ করিতে লাগিল, মাই হেড, কার মাথা? মাই হেড্ বাবার মাথা। শেষে রাত্রি অধিক হওয়ায় পাঠ ভঙ্গ করিল—পর দিবস পড়িতে আসিলে আমি দুই চারি কথার পর 'মাই হেডের' অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, হাঁসা আমাকে অম্লানবদনে উত্তর করিল 'মাই হেড্' অর্থ বাবার মাথা। আমি ক্রোধান্ধ হইয়া চারি চপেটাঘাত করিলাম এবং প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলাম। হাঁসা অভিমানে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন অনেক প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিলাম কিন্তু পুনর্ব্বার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে হাঁসা বলিল মাই হেড্ (my head) অর্থ—এখানে আপনারই মাথা আর বাটিতে বাবার মাথা।

অনেক দিবসে হাঁসার এ ভ্রম ঘুচিয়াছিল।

এইরূপে হাঁসা কৃতবিদ্য হইতে লাগিল। আমিও দিন গুণিতে থাকিলাম। ক্রমশঃ দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইল—আমার মুক্তির দিন উপস্থিত হইল। অদ্য আমার মুক্তির দিবস। প্রভাতে যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম মনে নাই, আমার অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। প্রাতঃকালেই আমার মুক্তির আদেশ প্রদত্ত হইল, চিত্রগুপ্ত স্বয়ং আসিয়া আমাকে বিদায় দান করিলেন; হাঁসা আসিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, শেষে

চিত্রগুপ্ত একজন যমদূত আহ্বান করিয়া আমাকে নিরাপদে নিরয়রাজ্য পার করিয়া দিয়া আসিতে বলিলেন।

আমি শুনিয়া ধন্য হইলাম, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, আনন্দে অশ্রুনীর বহিতে লাগিল—আমি দুই হস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক চিত্রগুপ্তকে উচ্চৈস্বরে জয়োঽস্তু কল্যাণমস্তু দীর্ঘায়ুরস্তু সিদ্ধিরস্তু আর কত কি আশীর্ব্বাদ করিলাম; মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করত দূতের সঙ্গে চলিলাম। চিত্রগুপ্তদূত প্রভুভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল, এবং আমাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া নিমেষের মধ্যে নিরয় রাজ্য পার করিয়া এক অপূর্ব্ব স্থানে অবতরণ করাইয়া দিল। আমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম দূত অন্তর্হিত!

---

# সপ্তম অধ্যায়।

## পিতৃলোক।

'চিরদিন কখনও সমান না যায়।' অমানিশার দারুণ অন্ধকার সূচিভেদ্য ধ্বান্ত—অঙ্কের শিশু দৃষ্ট হয় না, জগৎ অন্ধতম নরকে আবৃত, কিন্তু তাহার পর রাকা রজনী, নৈশ গগনে পূর্ণ শশধরের উদয়—চকোর উলটিয়া পালটিয়া সুধাপান করিতেছে। ঝঞ্ঝাবাতে তুফানময় অর্ণব, উত্তাল তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত সমুদ্রপোত—কর্ণধার ভবকর্ণধারের শরণাপন্ন, কিন্তু তাহার পর স্থির বায়ু, ধীর সমুদ্র, মৃদুসমীরহিল্লোলে পরিচালিত বাষ্পযানে উৎফুল্ল কর্ণধার সংগীত লহরী তুলিয়াছে। নিদাঘের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে, মরুস্থলীর উত্তপ্ত বালুকা উষ্ণ বায়ুভরে পান্থের গাত্র দগ্ধ করিতেছে, আবার তাহার পর মেঘাচ্ছন্ন নভঃ হইতে বারি বর্ষণে আদ্রবপু-পথিক শৈত্য অনুভব করিতেছে। আমি বিপদ্ সমুদ্রে সন্তরণ দিতে দিতে তলাইয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, সম্মুখে ধৈর্য্যতরণি দৃষ্ট হইল, নৈশ অন্ধকারে শোকজলধিতে দিঙ্‌নিরূপণে অকৃতকার্য্য হইয়া তরণীসহ জলমগ্ন হইব ভাবিয়াছিলাম, সহসা মনোগগনে অনুরাগ-অরুণের উদয়

দেখিলাম। সংসারে দ্বেষদ্রোহ শ্বাপদসঙ্কুল নিরাশ কাননে শার্দ্দূল কবলে যাইব ভাবিয়াছিলাম, সহসা আশাকুটীর পরিদৃষ্ট হইল—শোক দুঃখ সন্তাপময় পরিত্যক্ত জীবন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিব ভাবিয়াছিলাম সহসা সমব্যথির মুখ দর্শন করিলাম।

এই নূতন লোকে আসিয়া আমি শ্রান্তদেহে প্রান্তরস্থিত পলাশ তরুমূলে উপবেশন করিয়া আছি এবং বৃক্ষতলে বসিয়া অতীত সুখ দুঃখ পর্য্যালোচনা করিতেছি—কতদিনে কি উপায়ে আমরা এ ক্লেশের অবশান হইবে, কতদিন আর আমাকে এই প্রেতদেহ বহন করিতে হইবে? কতদিনে আত্মীয়ের মুখ দেখিব? কতদিনে আমার মন সুস্থ হইবে! এই চিন্তা করিতেছি এবং চিন্তা করিতে করিতে গণ্ডদেশ ভাসাইয়া নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি,—কতক্ষণ কাঁদিতেছি জানি না, সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কে আমাকে আহ্বান করিল। আমি ফিরিয়া দেখিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলাম। দেখি, আমার বাল্যসখী মৃণালিনী আমাকে সম্ভাষণ করিতেছেন। মৃণালিনী আমার প্রথম পত্নীর বাল্য-সখী, পত্নীর সখী সুতরাং আমিও তাঁহাকে সখী বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম—মৃণালিনীকে আমি বিশেষরূপে জানিতাম। এই নির্জ্জন প্রান্তরে সহসা সখীসমাগমে আমার সন্তপ্তচিত্ত অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমজ্জিত হইল। সখী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "কৈ আছি!"

বস্তুতঃ এ অবস্থায় থাকা আমি থাকার মধ্যে গণনা করি নাই, বরং ইহা অপেক্ষা আমার না থাকা ভাল। নিত্য ক্ষুদ্র মৎস্য খাওয়া অপেক্ষা যেরূপ বৈধব্য শ্রেয়স্কর, যেরূপ অনুরাগহীন পতিলাভ অপেক্ষা কৌমার্য্য শ্রেয়ঃ, মূর্খ সন্তান অপেক্ষা অনপত্যতা সহনীয় অথবা অল্প আয়ের দাসত্ব অর্থাৎ শিক্ষকতা অপেক্ষা ভিক্ষা মঙ্গল-জনক তদ্রূপ ক্লেশময় জীবনধারণ অপেক্ষা জীবনশেষ শ্রেয়ঃকল্প। আমরা উক্তি শুনিয়া সখী আমার ক্লেশ বুঝিতে পারিলেন আর সে কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন "এখানে আসিয়াছ কি জন্য ?" আমি বলিলাম কাঁদিবার জন্য। সখী বলিলেন "আমি যদি তোমাকে হাঁসাই ?" আমি বলিলাম "শুড়শুড়ি দিয়া না কি ?" এই সময়ে সখীর মুখের দিকে চাহিয়া আর আমার তাঁহার সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। আমার সখীকে বিধবা অবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে দেখিয়াছিলাম, অদ্য সহসা তাঁহার মস্তকে সিন্দূর বিন্দু দেখিয়া আমার বিস্ময় ও অভক্তির উদয় হইল, আমি গম্ভীরতার সহিত বলিলাম "সখি এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন আমি দোষাবহ বিবেচনা করি অতএব আপনি স্বস্থানে যাইতে পারেন।" মৃণালিনী আমার কথায় আহত হইলেন বোধ হইল, কারণ তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন; আমার তাঁহাকে আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তখন সুবিলম্ব। সখী

তখন চলিয়া গিয়াছেন। সখী চলিয়া যাইলেন, আমি যে একা সেই একা।

জগতে একা থাকা বড় ক্লেশ, একা থাকিতে কেহ চাহে না—মানব একা থাকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। দরিদ্র ভিখারী, ভিক্ষার অন্নে অর্দ্ধাশন সংকুলান হয় না, সেও অর্দ্ধাশনের অংশ দান করিতে কামনা করে; ধনীর অনন্ত মিত্র, সেও একা থাকিবার ক্লেশ অনুভব করে না; বালক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলই স্বজন সহ মনের সুখে কালহরণ করে। ব্রহ্মচারী সঙ্গীসহ গুরুগৃহে বাস করেন, গৃহস্থ পরিবারবর্গে পরিবৃত থাকে, বনবাসী সেও বনের বিহগ দেখিয়া নির্জনতা বনবাস ক্লেশ বিস্মৃত হয়। শুদ্ধ মানব নহে, ইতর জন্তুও একা থাকিতে চাহে না। গো অশ্ব মৃগ সঙ্গী সহ গ্রামে, বনে বাস করে। মাতঙ্গ তুরঙ্গ যূথবদ্ধ হইয়া রঙ্গে বিপিনে বিচরণ করে। মেষ মহিষ তাহারাও বৃহৎ দল বাঁধিয়া মনের সুখে কাননে ভ্রমণ করে। ক্ষুদ্র পিপীলিকা, দেখ, বৃহৎ তাদের সমাজ, অনন্ত তাদের সুহৃদ্, অপূর্ব্ব তাদের সখ্য, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। মৎস্য দল বাঁধিয়া জলে সন্তরণ দেয়, পক্ষী স্বগণে বেষ্টিত হইয়া সুদূর আকাশে উড্ডীন হয়, মক্ষিকা ঝাঁক বাঁধিয়া মধুচক্রে অবস্থিতি করে; কেবল ভীষণ-প্রকৃতি ক্রূর ভুজঙ্গ, হিংস্র শ্বাপদ শার্দ্দূল ব্যাঘ্র নির্জন গুহায় অবস্থান করে আর প্রেমিক ভক্ত নির্জ্জন গুহায় বসিয়া নয়নাশ্রু

বিসর্জ্জন করেন। হয় ত বিশ্বস্রষ্টা এক থাকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকিবেন. হয়ত তিনি একা থাকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন নাই—হয়ত বিশ্বস্রষ্টা একা থাকার ক্লেশ অসহ্য দেখিয়া বহু সঙ্গে, রঙ্গে থাকিবার বাসনায় বহু মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। আমি একা—একা বলিয়া মনের ক্ষোভে কাঁদিতে লাগিলাম।

আমি একা বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, দেখি, সখী অপর দুইজন সহচরী সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন। আমার বাক্যে সখী আহত হইয়াছেন ভাবিয়া আমি বিনয় বচনে তাঁহার নিকটে মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, তাহাতে তিনি ঈষৎ হাসিয়া "এই কথা!" এই বলিয়া আমাকে তাঁহাদের ভবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, আমিও অনুকূল গলহস্ত ভাবিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিলে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ লক্ষিত হইল, সঙ্গিনীদ্বয় "এই বাটীতে আগমন করুন," এই বলিয়া আমাকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইলেন। বাঁটীতে প্রবেশমাত্র বাটীর ভৃত্য পরিচারিকা সকলে আসিয়া আমাকে বিশিষ্টরূপ সম্ভাষণ ও সমাদর করিতে লাগিল—তাহারা যে যেরূপে পারে, আমার সন্তোষসাধনে ব্যগ্র হইল। আমি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। আমি এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া সখীকে, বাটী, বাটীর অধিকারী ও আমাকে এইরূপ অমায়িক সৌজন্য প্রদর্শনের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলাম। সখী কিন্তু "সকলই জানিতে পারিবেন", আমাকে এই বলিয়া এক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি ঐ ঠাকুরঘরে যাইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া আসুন।" সখী বলিলেন, "ঐ দেবগৃহে এই বাটীর কর্ত্ত্রী শিব-পূজায় মগ্না আছেন, তাঁহারই কার্য্যবিশেষনির্ব্বাহার্থ আপনাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি। আপনি আগমনমাত্র পূজাগৃহে যাইতে অনুরুদ্ধ; এতক্ষণ আমি আপনাকে একথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" সখীর কথা শেষ হইলে আমি ভাবিলাম হয় ত এ বাটীর কর্ত্ত্রী আমার দ্বারা কোন ব্রত বা যজ্ঞ উদযাপন করাইবেন, অথবা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন; যাহা হউক যেমন আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হইলাম কালবিলম্বব্যতিরেকে সেই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম।

গিয়া দেখি এক বিধবা মূর্ত্তি মুদ্রিত নেত্রে শিবপূজায় নিমগ্না।

## বিধবাসমাগমে।

কিন্তু এ কি বিধবা মূর্ত্তি? এ কি দেখিলাম? আমি কি ভ্রান্ত না উন্মত্ত হইয়াছি? চক্ষু—শত চক্ষু, সহস্র চক্ষু, লক্ষ চক্ষু, অথবা চক্ষুময় দেহ হউক—যাহা দেখিতেছি, তাহা ভাল করিয়া

দেখি—একবার প্রাণ ভরিয়া এ মূর্ত্তি দেখি—স্পর্শ করিবনা, যদি ও মূর্ত্তি পবিত্রতানাশভয়ে পলাইয়া যায়—নিকটে যাইব না, যদি ও মূর্ত্তিঅন্তরে ব্যথা অনুভব করে—জোরে চাহিব না, যদি ও মূর্ত্তি আতঙ্কিত হয়—কেবল দেখিব—মনে মনে যাহা এত দিন ধরিয়া দেখিয়াছি, অন্তরে অন্তরে যাহা দ্বাদশবর্ষ গোপনে, সস্নেহে রক্ষিত করিয়াছি—শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে, অস্থিতে চর্ম্মেতে, মাংসেতে রুধিরে, যে মূর্ত্তি অনুপ্রবিষ্ট সে কি এই মূর্ত্তি নহে? চন্দ্র নিষ্পেষণ করিয়া কি বিধাতা ইহাকে লাবণ্য দান করিয়াছেন, কমল দিয়া কি তিনি এ আননের কমনীয়তা গঠন করেন? স্বপ্নে কি তিনি এ মূর্ত্তির সরলতা উদ্ভাবন করেন—ঐ যে নীলোৎপলাভ ফুল্ল লোচন, দিবসাত্যয়ে প্রাণনাথ বিনা কি উহা হইয়া মুদিয়া যাইতেছে? ঐ যে অনুরাগপূর্ণ স্মিতবদন, বিয়োগ-বিধুরতায় কি উহা করুণতায় পরিণত হইয়াছে? অথবা আমি ভ্রান্তই হইয়াছি! নির্ব্বাপিত দীপ কি পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হয়? রবিতাপে আকৃষ্ট সলিল কি গগন হইতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়? গন্ধবহহৃত কুসুমসুরভি কি স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়? অথবা হইয়াও থাকে। দীপালোক অনন্ত অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, আকৃষ্ট সলিল ধারাকারে ধরায় পুনঃ পতিত হয়, কুসুমসুরভি স্বস্থানে পরস্থানে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়—তবে আমার দৃষ্টি ভ্রান্ত না হইতে পারে, (আমি সশঙ্ক নেত্রে পর্য্যঙ্কে

বসিয়া চিন্তা করিতেছি ) কিন্তু ঐ যে মূর্ত্তি চক্ষুরুন্মীলন করিল —এত স্বপ্ন নহে, এ যে জীবিত মূর্ত্তি—আমার পরিচিত মূর্ত্তি, আমার প্রাণের মূর্ত্তি, আমার প্রেমের মূর্ত্তি—ঐ যে মূর্ত্তি সঞ্চালিত হইল।

"সুন্দরি! তোমার এই অবস্থা!" রাকা রজনীর পূর্ণ শশধর প্রভাতপাংশুলতা লাভ করিয়াছে কেন? ইন্দীবরফুল্ল গভীর মানসসরোবর বিশুষ্কতা লাভ করিয়াছে কেন? সুন্দরি! কাহার জন্য কাঁদিয়া কুরঙ্গ অপাঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছ? চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া কাহার জন্য ফুল্ল বদনকমল অবনত করিয়া রাখিয়াছ? কাহার মূর্ত্তি ধ্যান করত সরস হৃদয়ে নীরসতা আনয়ন করিয়াছ? তন্বি! কাহার বিরহে হৃষ্ট তনু কৃশাঙ্গে পরিণত করিয়াছ?

চন্দ্রাননি! সে হাস্যরাশি কি বিষাদনিষ্প্রভায় অবসিত হইয়াছে? চঞ্চলমনঃ স্থিরতা ধারণ করিয়াছে—অনুরক্ত চিত্ত উদাসীনতা শিক্ষা করিয়াছে? অথবা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছ বলিয়া কি বিষাদক্ষোভে নীরব রহিয়াছ? অসদৃশ পাত্রে অনুরাগহীনতা বশতঃ কি এই দুস্ত্যজ অবসাদ? অথবা অধীর অসত্য অপ্রেমিক দেখিয়া এই অবিশ্বাসের অভিমান? কিন্তু সুন্দরি! কোমল মালতীলতা কি জীর্ণ অশ্বত্থ পাদপ বলিয়া নবীন রসালে আরোহণ করে—ছায়া কি পদার্থ ছাড়িয়া অপদার্থের অন্বেষণ

করে—সরিৎ কি লবণাম্বু সিন্ধু বলিয়া শীতল সরোবরে পতিত হয়?

সুন্দরি! অভিমান পরিহার কর—অপরাধী মনে কর, দণ্ড-বিধান কর—কোমল করমৃণালে বন্ধন করিয়া হৃদয়কারাগারে নিক্ষেপ কর। দণ্ডভোগে অপরাধীর পরিশুদ্ধি হউক।

বিধবা উত্তর করিলেন * * "আর তোমারও এই অবস্থা! নাথ! এতদিন পরে ফুল্ল মুখারবিন্দ দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিব ভাবিয়াছিলাম, বদন কমল বিশুষ্ক দেখিতেছি কেন? অমানিশার গভীর তমোশেষে পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া উদয় হইল কেন? উদ্বেলজলধি বারিশূন্য হইয়াছে কেন? নাথ! কাহার জন্য ভাবিয়া ও প্রফুল্ল আনন মলিনতাক্লিষ্ট করিয়াছ? উৎফুল্ল নেত্র ছল ছল দেখিতেছি কেন? ও কমল-আনন মলিন দেখিলে অধিনী শতধা বিদীর্ণ হইত, নাথ! দীর্ঘকালের অন্তরায় বলিয়া তাহা কি চিত্ত হইতে বিস্মৃত হইয়াছ, অথবা শ্রীপদে অপরাধিনী আশঙ্কা করিয়া অভিমানে বদন আনত করিয়া রহিয়াছ? হৃদয়েশ্বর! হৃদয় মধ্যে নিরীক্ষণ কর, সেখানে তোমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে—অভাগিনীর তাপিত হৃদয়ে সন্তর্পণে ও মূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে—প্রকাশিত দেখিতেছ না কি? প্রেমের পবিত্র আলিঙ্গনে তাহা সংযত করিয়া রাখিয়াছি, উন্মোচনের ক্ষমতা ধারণ কর কি?

'নাথ! পুরাতনে অরুচিবশতঃ নবীনা সহবাসে মনো-বৃত্তির পরিতৃপ্তি দেখিতেছি না কেন? নবীনার অনুরাগ লাভে অকৃতকাম হইয়া হৃদয়ে বিষাদ বিষ বহন করিতেছ কি?' কিন্তু নাথ! তরুণ অরুণভাতি গোলাপ জাতি যুথি মল্লিকা বিকসিত করিলেও কমলিনীপতি বলিয়াই দিনপতি ভুবনে বিদিত—নাথ! অধিনীর বিরহে কৃশ হইয়াছ কি? হায় নাথ! কৌস্তুভ মণি নারায়ণ বক্ষঃ ভিন্ন অন্যত্র শোভা পায় কি? বিষ্ণুক্ষেত্র ভিন্ন তুলসী কোথায় সমাদৃত হয়? অলক্তক সুভগাকামিনী-পদ ভিন্ন আর কোথায় রঞ্জিত হইয়া থাকে? দাসী শ্রীপদ ভিন্ন কোথায় গৌরবিণী হইবার প্রত্যাশা করে?

নাথ! শোক পরিহার কর—তোমার দাসী তোমার বই আর কাহারও নহে, হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত কর; স্মিত-বদনে অধীনীকে "তোমার সুন্দরী" বলিয়া ডাকিয়া প্রাণমনঃ চরিতার্থ কর।

দীর্ঘকাল শিবপূজার ফলে আজ তোমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ দেখ, গঙ্গাধর প্রীত হইয়া বরদানচ্ছলে পুরাণ বর আনিয়া দিয়াছেন—এস নাথ! উভয়ে প্রজাপতি পশুপতি পদে প্রণিপাত করিয়া চরিতার্থ হই।"

তখন উভয়ে পার্ব্বতীপতি শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর পত্নী উঠিয়া আসিয়া নিজ হস্তে আমার দক্ষিণহস্ত ধারণ

করিলেন, আমিও নিজ করে তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে স্বীয় অঙ্কে বসাইলাম—বাহির হইতে শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি হইতে লাগিল, মৃণালিনী ইত্যবসরে আসিয়া আমাদের উভয়ের গলে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন।

তখন বিধবা ক্ষিপ্রতাসহ আমার অঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন, অন্য এক সঙ্গিনী পট্টবস্ত্র, সিন্দূর কৌটা, লৌহ ও শঙ্খ আনয়ন করিয়া দিলেন—আমাকে মাথায় সিন্দূর পরাইয়া দিতে বলিলেন—আমি বিধবার ভালে মোটা করিয়া সিন্দূর পরাইয়া দিলাম। তাহার পর তিনি হস্তে লৌহও শঙ্খ পরিলেন, পট্টশাটীও পরিধান করিলেন—বিধবা সধবা হইল।

## সুখের সংসার।

তাহার পর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা শ্বশুর শ্বশ্রূ যাঁহাদের মর্ত্ত্যধামে হারাইয়াছিলাম, সকলে সমবেত হইলেন। পিতামাতা গুরুজনদিগকে বার বার প্রণাম করিলাম, তাঁহারা স্নেহের আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণে আমার সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত করিলেন। মাতা দীর্ঘকাল পরে আমাকে দেখিয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, পুত্ররত্ন পাইয়া ধন্যা হইলেন এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; আমার শিরোঘ্রাণ করিলেন এবং কখনও হর্ষে কখনও শোকে ক্রন্দন

করিতে লাগিলেন। হর্ষে ও শোকে তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল; আমি নিকটে বসিয়া শীতল ভক্তি সলিল সেকে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। পিতাও আনন্দাশ্রুপাত করিয়া আমাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—তাঁহার আহ্লাদ ধরে না। ভাই ভগিনী দাদা বলিয়া নিকটে আসিল, পুত্র কন্যা, পিতঃ! বাবা! বলিয়া ক্রোড়ে আসিয়া উঠিল; শ্বশুর শ্বশ্রূকে ও দেখিলাম, আমার পত্নীই তাঁহাদের একমাত্র কন্যা, সুতরাং কন্যাকে ছাড়িয়া তাঁহারা অন্যত্র যাইতে পারেন নাই,—সকলে সুখের সংসারে আনন্দে মিলিত হইলাম। নষ্ট বন্ধু বান্ধবও আসিলেন, মৃণালিনীর স্বামী আসিলেন—এইবার মৃণালিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া আমার কাণের নিকট মুখ আনিয়া বলিল—"ভালে সিন্দূরের কারণ বুঝিলে?" আমি দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে অবাক্।

ইহা কল্পনার আনন্দ নহে, চিন্তার অনুস্মৃতি নহে, কবির ভাবস্রোত নহে—প্রকৃত অনুভূত আনন্দ—দেহ না থাকিলেও, পার্থিব দেহের অভাব ঘটিলেও আত্মায় আত্মায় এ মিলন অনুভূত হইয়া থাকে। পত্নীর মৃত্যুর পর মর্ত্ত্যধামে স্বপ্নে কত দিন তাহার সহবাসে কাল কাটাইয়াছি, পুত্র কন্যাগণকেও অঙ্কে ধারণ করিয়া যথাপূর্ব্ব স্নেহ ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়াছি, মাতা পিতাকে প্রত্যক্ষবৎ সেবা সমাদর করিয়াছি ও তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়াছি, দেহ ত নিদ্রায় অভিভূত অসাড় ও

অচেতন থাকিত—দেহ ত তখন কার্য্য করিত না, চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি সকলই স্পন্দহীন, কিন্তু সমান আনন্দ উপভোগ হইত—স্বপ্নে স্বজন সম্মিলনের আনন্দ ভোগের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, তখন আত্মায় আত্মায় সম্মিলন হইত—আত্মা ও মন সে সুখ ভোগ করিত, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে, নিদ্রাভঙ্গে হতাশ হইতাম ও কাঁদিয়া আকুল হইতাম—এখন সেই আত্মায় আত্মায় সম্মিলন হইয়াছে, এ দেহেও সেই আত্মা মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে অথবা ইন্দ্রিয় আত্মা ও মনোময়ই এই দেহ। ইহারাই সুখ দুঃখ ভোগ করিত এক্ষণে আত্মায় আত্মায় অপূর্ব্ব সম্মিলনে ইহারই আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল; আর নিদ্রা ভঙ্গের পর সে আনন্দের মত ইহার নাশ হইল না। আত্মায় আত্মায় আবার আমাদের বিবাহ হইল, পুত্রকন্যা ভাই ভগিনী সহ আত্মায় আত্মায় মিলিত হইলাম, আত্মায় আত্মায় পিতা মাতার চরণে পতিত হইয়া প্রণিপাত করিলাম—আত্মায় আত্মায় সম্মিলনে আনন্দে আজ আমরা আত্মহারা। সুখের সংসারে আমরা সকলেই সুখে উন্মত্ত।

পার্থিব পাঠক! যদি স্বপ্নে মৃত বন্ধুর সম্মিলনে জীবিতবৎ তাহাকে পাইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাক—যদি স্বপ্নে জীবিতবৎ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাক যদি স্বপ্নে জীবিতবৎ তাহার অঙ্গ ধরিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া থাক—যদি স্বপ্নে

জীবিতবৎ তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ রহস্য ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাক, এবং নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্নের অপগমে কাঁদিয়া আকুল হইয়া থাক, তবে আমাদের আত্মায় আত্মায় সম্মিলন বুঝিতে পারিবে—কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে তোমার সুখভঙ্গ হইত—আত্মায় আত্মায় সম্মিলনসুখ ফুরাইয়া যাইত—আমাদের ইহা স্বপ্ন নহে প্রকৃত আত্মায় আত্মায় সম্মিলন সুতরাং স্বপ্ন ভঙ্গের ন্যায় এ সুখের ভঙ্গ হয় না—আমরা সুখের সংসারে আত্মীয়সম্মিলনে অপূর্ব্ব সুখভোগ করিতে লাগিলাম।

পুত্র কন্যার আত্মার সহিত আমার আত্মার মিলন সাক্ষাৎকার ও সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি, মাতা পিতার আত্মার সহিত আমার আত্মার মিলন সন্দর্শন ও একত্র অবস্থান, পত্নীর আত্মার সহিত আমার আত্মার সম্মিলন সহবাস ও সন্দর্শন, স্বজনগণের আত্মার সহিত আমার আত্মার মিলন সন্দর্শন ও একত্র বাস—এ মিলনে বিরহ নাই,—এ সংযোগে বিয়োগ নাই,—এ দেহে ব্যাধি নাই, এ দেহরক্ষণে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন নাই সুতরাং ধনার্জ্জনের নিমিত্ত দাসত্ব করিতে হয় না—এখন দাসত্ব বা উপাসনার জন্য ছুটিতে হয় না—প্রভুর মনস্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত রুগ্ন শিশুকে ত্যাগ করিয়া প্রবাসে যাইতে হয় না,—সংসারব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পীড়িতা পত্নীকে অদৃষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদেশ যাত্রা করিতে হয় না—মুমূর্ষু মাতা পিতাকে ভিষকের হস্তে রক্ষা

করিয়া প্রস্থান করিতে হয় না—হায় এ সংসারে উত্তমর্ণের তীব্র তাগাদা নাই, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর গুরু গঞ্জনা নাই, রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ নাই, এবং রাজকর্ম্মচারীর প্রবল শাসনভয় নাই, এ সংসারে বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদ নাই, গৃহহীন বস্ত্রহীনের অর্থ যাচ্ঞা নাই—অভাব, অশান্তি, গর্ব্ব, দ্রোহ, দ্বেষ, অহঙ্কার এ সংসারে এ সকলের স্থান নাই। এখানে নিত্য প্রেম, নিত্য প্রীতি নিত্য স্নেহ, নিত্য ভক্তি বিরাজিত। আমরা এ সুখের সংসারে আনন্দে বিভোর হইলাম।

## সুখের ঘরকন্না।

আমাদের এ সংসারে সকলই অদ্ভুত, সকলই অপূর্ব্ব, সকলই অলৌকিক। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ-স্মরণে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হই, গঙ্গা গঙ্গা উচ্চারণ করিয়া মান্ত্র্য স্নান সমাপন করি ও মনোময় কুসুম ভক্তি-চন্দনে মাখাইয়া ভগবানের পদে প্রদান করি। তাহার পর রাশি রাশি শ্রদ্ধা তুলসী অনুরাগ জবা অকাম বিল্বপত্র ও মায়া দূর্ব্বা তুলিয়া তন্ময়তা মন্দাকিনীসলিলে সিক্ত করিয়া মাতা পিতার পূজা করি। রত্নাসন কল্পনা করিয়া দিই, মাতাপিতা তাহাতে উপবেশন করেন। মানসোপচারে সুশীতল চন্দন, কর্পূরবাসিত স্বচ্ছ গঙ্গাজল

আচমনীয় ও স্নানোদক প্রদান করি, মাতাপিতা তাহাতে স্নান করেন, মনোময় পট্টবস্ত্র প্রদান করি, মাতাপিতা তাহা পরিধান করেন, রম্ভা আতপতণ্ডুল পক্ক আম্র পনস আনারস আতা সন্দেশ নারিকেল নাড়ুর মনোময় নৈবেদ্য প্রদান করি—পত্নী মানসোপচারে সে গুলি প্রক্ষালন করিয়া সজ্জিত করিয়া দেন, তাহার পর পত্নী পায়স পিষ্টক অন্ন ব্যঞ্জন শাক সুক্তা দধি ঘৃত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করেন আমি তাহা উৎসর্গ করি—হায়, জীবিত কালে অর্থাভাবে, অবকাশাভাবে এবং প্রবৃত্তি অভাবে মাতা পিতার সেবায় বঞ্চিত ছিলাম, তাঁহাদের অন্তর্ধানে তাঁহাদের মহিমা বুঝিয়াছি- এক্ষণে মনের সাধে তাঁহাদের সেবা করি।

পত্নীকেও অনাদর করিতাম—কত গালি দিয়াছি, প্রহার করিয়াছি, অবাচ্য বলিয়া অন্তরে আঘাত দিয়াছি, তখন দন্ত থাকিতে দন্তের মর্য্যাদা জ্ঞাত হই নাই—আজ নষ্ট ধন পাইয়া তাহার গৌরব জ্ঞাত হইয়াছি, প্রাণ ভরিয়া আদর করি, পত্নী সে আদরে আত্মহারা।

পুত্র কন্যাকে কত অযথা তিরস্কার করিয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বসন ভূষণ গ্রাসাচ্ছাদন দিতে পারি নাই, তাই হয়ত, অভিমানভরে তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল—সোণার সংসার ছারেখারে দিয়া,—চিরদিন তরে কাঁদাইয়া—শোকে আকুল

করিয়া তাহারা তাই হয়ত, পলাইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের মূল্য বুঝিয়াছি, জীবন অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রকন্যাকে তাহাদের প্রিয় বস্তু দান করি—চাহিবার অগ্রে দিয়া থাকি, আর তাহাদের তিরস্কার করি না—আদর যত্ন সোহাগ স্নেহ—বুকে করিয়া সন্তর্পণে তাহাদের রক্ষা করি।

ভাই ভগিনীসহ কত বিবাদ কলহ মারামারি করিয়াছি, এক্ষণে আর সেরূপ করি না, তাহাদেরও বিরহ ক্লেশ অনুভব করিয়াছি, সর্ব্বদা তাহাদের চখে চখে রক্ষা করি—স্নিগ্ধ বচন ভিন্ন আর রুক্ষ বাক্য বলি না, তাহাদের সহিত পরম স্নেহে কালহরণ করি। তাহারাও সকলে ক্রোধ দ্বেষ অভিমান অধীরতা অবধ্যতা শূন্য হইয়া আমার সহিত সুখে কালযাপন করে।

এইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আমার কাল কাটিতে লাগিল—আমি মনের সুখে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলাম। আমাদের এই স্থানের নাম পিতৃলোক। আমি পিতৃলোকে আসিয়া নিত্য এই নূতন লোক পরিদর্শনে বাহির হইতাম—একদিন বহুদূর যাইলাম। ইহা অপূর্ব্ব রমণীয় স্থান—অপূর্ব্ব পর্ব্বত রাজির মধ্যে ফুল ফলে শোভিত বন উপবন অপূর্ব্ব নিকুঞ্জ কানন সমূহ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল—পর্ব্বত গাত্রে অসংখ্য অজ্ঞাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুম ফুটিয়া নয়নমন হরণ

করিতেছে—হরিদ্রাভ, নীলাভ শ্বেত আলোহিত নানা বর্ণের ক্ষুদ্র কুসুমে পর্ব্বত গাত্র যেন চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে,—আর বনপাদপ বনবল্লরী পর্ব্বতের উপর নিকুঞ্জ রচনা করিয়াছে।

অদূরে পবিত্র তপোবন আর সেই তপোবনের আশ্রমে পবিত্রমূর্ত্তি ঋষি সকল সমবেত হইয়া শ্রুতি উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব সমালোচনা করিতেছেন—অত্রি মরীচি পুলহ পুলস্ত সনক সনন্দ বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ প্রজাপতি আদি ঋষিবৃন্দ শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন আর অসংখ্য ছাত্র বিনম্র বদনে করপুটে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে পুলকিত হইতেছেন, বনে কাষায়রঞ্জিতবাসা ক্ষুদ্র ঋষি কুমারিগণ পুষ্পপাত্র হস্তে দিব্য মল্লিকা মালতী গন্ধরাজ শেফালিকা কুন্দ কূটজ গোলাপ করবীর আর তুলসী বিল্বপত্র চয়ন করিতেছেন, আর কথনও সমস্বরে শিবস্তব কথনও পার্ব্বতীস্তব পাঠ করিতেছেন, মুনি ও বিপ্রকুমারগণ কেহ শৈবলিনীতে অবগাহন করিতে যাইতেছেন, কেহ স্নানান্তে মহিম্নস্তব, কেহ নারায়ণস্তব পাঠ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা পুষ্প চয়ন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

পর্ণকুটীর মধ্যে বিপ্রগণ ধ্যাননিমীলিত নেত্রে পুরুষোত্তমের পূজায় ব্যাপৃত, কেহ কেহ বা তর্পণে স্তোত্রপাঠে ও সংকীর্ত্তনে ত্রিলোক তুষ্ট করিতেছেন। বৃক্ষরাজী ফুল ফলে ভূষিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে—দেবপূজার জন্য প্রসব ভার দিয়া

বৃক্ষ জন্ম সার্থক করিতে ঋষিগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। আর তাহাদের মস্তক হইতে দিব্য পক্ষিগণ "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ" রব করিয়া কানন পথ পবিত্র করিতেছে। কামধেনু গবীগণ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে দিব্য পথে চলিয়াছে, আর কখনও বা পথ পার্শ্বে পতিত অপূর্ব্ব আতপান্ন ভক্ষণ করিতেছে, বৎসগণ ততক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে দুগ্ধ পান করিতেছে। আবার মার্গ পার্শ্বে তুলসী কুসুম দধি ঘৃত মধু কুশকাশ ও পিণ্ডান্নের পরিব্যাপ্তি রহিয়াছে—তৃণভোজী পশু এবং অহিংস্র বিহঙ্গ মনের উল্লাসে তাহা ভক্ষণ করিতেছে।

পুণ্য ভূমিতে পশুপক্ষী বৃক্ষলতা ওষধি দেবঋষি সকলেই প্রফুল্ল—প্রফুল্লতার নূতন রাজ্যে আমি বিচরণ করিতে লাগিলাম।

আর ঐ যে অর্দ্ধ তুষারধবলকায়ে অর্দ্ধ সুশীতল স্বচ্ছ-পূতাম্বুতে বক্রগতিতে খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছেন উনি কে?

ঐ যে রবিকরে কাঞ্চন বপু প্রকটিত করিয়া সাধক প্রদত্ত কুসুম হার চরণে পরিয়া ভক্তের হৃদয় মার্গ দিয়া ধাবিত হইয়া মনোময় গতিতে প্রবাহিত হইতেছেন—উনি কে?

ঐ যে দরিদ্র অধম পতিত তরাইতে প্রাণপণে ছুটিয়াছেন—বন উপবন প্রান্তর পর্ব্বত ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাতকীর তরে তীব্র গতিতে ছুটিয়াছেন—সেই বিষ্ণুর পরম পদ পরিহার

করিয়া—স্বামীর সোহাগ, শশিশেখরের শিরঃ পরিত্যাগ করিয়া—সপত্নীকে পতি আদরের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়া দুষ্কৃত তনয় তরে তীর গতিতে ছুটিয়াছেন চিনি উঁহাকে—উনি সেই স্নেহময়ী জননী জাহ্নবী, স্বর্গভূমিতে মন্দাকিনী নামে পরিচিতা।

"মাতঃ! সহস্র ধেনু মধ্যে বৎস যেমন মাতাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট ধাবিত হয়, লক্ষ যোজন অন্তরে থাকিলেও কর্ম্মফল যেরূপ কর্ম্মী জীবকে আশ্রয় করে—ইহলোকের পরপারে থাকিলেও মাতা পিতার অন্তর যেরূপ প্রস্থিত অক্ষম শিশুর নিকট পড়িয়া থাকে—তুমি যেখানে যে মূর্ত্তি ধারণ কর না কেন, দুষ্কৃত তনয়ের অবিদিত থাকিতে পারিবে না। তাই বলি মাতঃ! মন্দাকিনী উত্তরবাহিনী ভাগীরথী ভোগবতী—নামরূপে সন্তানকে ভুলাইতে পারিবে না, সর্ব্বত্র তোমাকে মাতৃগঙ্গা বলিয়া জানিতে পারিব।

মা! আশুতোষ পুণ্যবানের স্তবে আশু পরিতুষ্ট—জগদ্ধাত্রী জগদম্বা পুণ্যবান্‌কে আদরে পালন করেন—অন্নপূর্ণা পুণ্যবানের ঘরে অন্নে পূর্ণা, ভক্তবৎসল হরি, ভক্তের নিকট প্রকাশিত—কিন্তু পতিত পাবনি, নির্ম্মল-সলিলে, গঙ্গে! অধম সুতের জন্য তুমিই একমাত্র বিশ্বে আবির্ভূতা। মা! চিন্তিত নারকী পুত্রকে নিজগুণে পরিত্রাণ কর।" আমি গঙ্গা দেখিয়া অবতরণ করিলাম। কতকাল পরে গঙ্গাস্নানে আমার প্রেত শরীরের

সর্ব্ব সন্তাপ বিদূরিত হইল—কিন্তু জাহ্নবীসলিলে এত তিলের পরিব্যাপ্তি কেন ? আমি গঙ্গার কূলে একজন প্রাচীন ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম পৃথিবীতে প্রদত্ত সতিল গঙ্গোদকের জলাঞ্জলি সকলই উজান খরস্রোতে এই পিতৃলোকে সমাগত হইয়া থাকে—আমি গঙ্গায় কৃষ্ণতিল ভাসিবার কারণ শুনিয়া অবাক্। তখন স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম এবং পিতৃ পুরুষগণের সহিত মিলিত হইলাম।

সুখে আমার কাল কাটিতে লাগিল। পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী ইঁহাদের সম্মিলনে পিতৃলোকবাস আমার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অপেক্ষা মনোহর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার বুঝি এ সুখও সহ্য হইল না ; আমি এখানে আসিবার কয়েক বৎসর পরেই এ সুখ গগনের শুক অরুন্ধতী এক একটী নক্ষত্র খসিতে আরম্ভ হইল। হায়, মনে ভাবিয়াছিলাম এখানে বুঝি শোক দুঃখ বিরহ অশান্তি কিছু নাই কিন্তু দেখিলাম সমস্ত বিশ্ব এক বিধাতার দ্বারা পরিচালিত, একসূত্রে গ্রথিত, বিশ্ব একজন কর্ত্তৃক সমানে নিয়ন্ত্রিত। অথবা হতভাগ্যের আগমনে অশোককাননে শোক সমুদ্রের উৎপত্তি হয়—আনন্দ নগরে নিরানন্দের উদয় হয়, নচেৎ লোকাতীত পিতৃলোকের লোকান্তরপ্রাপ্তি সম্ভাবনা কোথায় ? হয়ত আমি এখানে না আসিলে পিতৃগণ চিরদিন এখানে সুখে বাস করিতেন, আমার আগমনে

ইঁহাদের অন্তর্ধান ঘটিতে আরম্ভ হইল—পিতামহ, মাতামহ পিতামহী;মাতামহী মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিতে এখান হইতে প্রস্থান করিলেন, আবার শোকের রোদন আরম্ভ হইল—বিরহযাতনা অনুভূত হইতে লাগিল—আত্মীয়ের অদর্শন ক্লেশ চিত্তকে ব্যথিত করিতে লাগিল। হায়, সুখের সংসারে শোকবহ্নি প্রবেশ করিল, দুগ্ধের কটাহে গোমূত্র মিশ্রিত হইল, অমৃতের রাশিতে গরল বিন্দু পতিত হইল। বাটীতে হাহাকার, বাহিরে হাহা-কার, অন্তরে বাহিরে অন্ধকার অনুভব করিতে লাগিলাম। আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইতে না হইতে আর কতিপয় বর্ষ পরে পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলেই একে একে মর্ত্ত্যদেহ ধারণের জন্য সুখের আলয় হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন - নন্দনকানন মরুস্থলিতে পরিণত হইল, নগর অরণ্য হইল—হট্ট শ্মশান হইল, আরামোদ্যান ক্রূরব্যালীর বাস-ভূমিতে পরিণত হইল। হায়, যে নিয়মিত বিধানে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধা-রীর শত পুত্রের তিরোধান হইয়াছিল, যাঁহার কটাক্ষে রাবণের শত পুত্র পৌত্রের অদর্শন হইয়াছিল—যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় অনন্ত যদুবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল তাঁহার ইচ্ছায় শারদ নৈশাকাশের সকল নক্ষত্র একে একে খসিতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ সকলেই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলেন। কেবল আমি ও পত্নী অন্ধকার গৃহে বাতি দিবার জন্য বর্ত্তমান রহিলাম, পত্নী আমাকে সান্ত্বনা

দেন আমি পত্নীকে সান্ত্বনা দিই ; এইরূপ শোকে দুঃখে কিয়ৎকাল গত হইলে এক দিবস সহসা সেই সুপরিচিত দেবদূতকে দেখিলাম। দেবদূতকে দেখিয়া আমার প্রাণ পুরুষ শুষ্ক হইয়া যাইল, আমি পাংশুবর্ণ হইয়া যাইলাম ; পত্নী আমার অবস্থা দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। দূত আমাকে আহ্বান করিলেন। হায়, রাজকুমার সর্পের দর্শনে হেলে ঢোঁড়া যেরূপ ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখবিবর মধ্যে প্রবেশ করে—গুরু-মহাশয়ের আহ্বানে ছাত্র যেরূপ মুখের গ্রাস ফেলিয়া ধাবিত হয়, পুলিশ দেখিলে অপক্ক তস্কর যেরূপ পলাইতে গিয়া তাহারই কবলিত হয়—আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিয়া দূতের নিকট যাইলাম—দূত আমাকে অনুগমন করিতে বলিয়া অগ্রগামী হইলেন। আমি চলিলাম—পত্নী আছাড় খাইয়া পতিত হইলেন—গগন ফাটাইয়া ক্রন্দনের রব তুলিলেন—আর ক্রন্দন—আমি প্রস্থান করিলাম। দেবদূতের বা যমদূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিতে লাগিলাম, শেষে কতদিন ধরিয়া কতদূর যাইয়া সহসা আমার সেই জন্মভূমি—সেই নগরী—সেই ভাগীরথী—সেই রাজপথ—সেই বাটী দৃষ্ট হইল—সেই বারাণ্ডাও দৃষ্ট হইল ; বারণ্ডার দিকে চাহিয়া আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। এইবার পুরুষআকৃতি বলিলেন "যাও তোমার কনিষ্ঠ পুত্র বধূ অদ্য ঋতু স্নাতা—যাও তাঁহার গর্ভে যাইয়া জন্ম গ্রহণ কর।" আমি অতীব

বিস্মিত হইয়া তৎপরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "দেব আপনি কে এবং আবার কবে দৃষ্ট হইবেন?" পুরুষ আকৃতি বলিলেন আমি এখন হইতে অদৃষ্ট থাকিব অথবা আমাকে 'অদৃষ্ট' বলিয়াই জানিও।" পুরুষ আকৃতি এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আমিও দেহধারণের সুযোগপ্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। আসক্তির তীব্র পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলাম।

তথাচ—

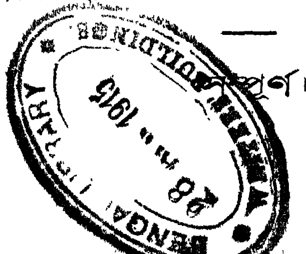
"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তন্তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যশংসয়ম্॥" *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

---

* জীব চির জীবন যে ভাবনা ভাবিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে তাঁহার অনায়ত্তে তত্তৎভাব চিত্তে উদিত হইয়া থাকে, এবং মৃত্যুকালে জীবের মনে যে ভাব উদয় হয় জন্মান্তরে সেই ভাব ও গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব হে অর্জ্জুন! নিরন্তর আমাকে স্মরণ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধ অর্থাৎ স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন কর। আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই লাভ করিবে। ইতি।

---



প্রাণ।